মহাপুরুষ-বাণী

বা

(পবমহংস পরিব্রাজক

আচার্য্য

স্বামী ভোলানন্দ গিরিজীর

উপদেশ।)

"চন্দ্র" সংগৃহীত।

শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাসী সংঘ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

হরিদ্বার।

তৃতীয় সংস্করণ।

সন ১৩৪৬ সাল।

গ্রন্থ প্রাপ্তিস্থান।

শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম

লালতারাবাগ, হরিদ্বার।

শ্রীগুরু লাইব্রেরী।

২০৪ কর্ণয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী।

৫৭।১ কলেজ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭, বেণিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে

শ্রীকিশোরী মোহন নন্দী দ্বারা মুদ্রিত।

১৩৪৬।

(কাগজে বাঁধাই) মূল্য ৷৷০ আনা।

উৎসর্গ পত্র।

নমঃ শ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহায়।

"তৎপ্রিয় কার্য্যসাধনং"

মূলমন্ত্র করিয়া

তদীয় উপদেশাবলী সংগ্রহপূর্ব্বক

বিষ্ণুপদ-নিসৃত সুরধুনী দ্বারা

বিষ্ণু পজাব ন্যায়

স্বামী

ভোলানন্দ গিরিজীর

আনন্দ-তরঙ্গ কণারূপী

এই

"মহাপুরুষ-বাণী"

তৎপাদপদ্মেই অর্পণ

করিলাম।

দীন

চন্দ্র

মঙ্গলাচরণ।

—*—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য
জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন
তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

—*—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

—*—

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি
ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো,
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ
কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ
কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ,
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং
ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥

নিবেদন।

পূজ্যপাদ পরমহংস স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ বহু বৎসর যাবৎ বঙ্গবাসিগণের নিকট পরিচিত। বহুব্যক্তি তাঁহার উপদেশবর্ত্তিকা হস্তে ধারণ-পূর্ব্বক জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া চলিতেছেন; সুতরাং তাঁহার পরিচয় বঙ্গবাসীকে বিশেষভাবে দেওয়ার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান তীর্থ ও ভারতবর্ষের বাহিরের তপস্বী মহাত্মাগণ সেবিত বহু স্থান পর্য্যটন করিয়া ইনি এখন প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ হরিদ্বার লালতারা-বাগ নামক গঙ্গাতীরস্থ উদ্যানে এক আশ্রম স্থাপন করতঃ বাস করিতেছেন। এই মহাপুরুষের জীবনী লিখার এখনও সময় হয় নাই; আর এই প্রকার ত্যাগী ও পূর্ব্বাশ্রমে নাম-গোত্রাদি সর্ব্বাঙ্গ গোপনকারী মহাপুরুষের জীবনী সংগ্রহও দুরূহ ব্যাপার। সেইজন্যই এই গ্রন্থে সে চেষ্টা ত্যাগ করা হইয়াছে।

শাস্ত্রে আছে, সাধু সঙ্গ অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধুসঙ্গের যে কয়টী অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে "শ্রবণ" ও "মনন" এই দুইটীও গণ্য হয়। আমার স্মরণ শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, শ্রুত বিষয় লিখিলে "মননের" সহায়তা হইবে—এই উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ স্বামীজী মহারাজের উপদেশগুলি তাঁহার সহিত আমার প্রথম দর্শনের তারিখ হইতে দৈনিকলিপির আকারে লিখিত হইয়াছিল। বিষয়-কর্ম্মে আবদ্ধ থাকায় বৎসরের মধ্যে অতি অল্প সময়ের জন্যই আমি স্বামীজী মহারাজের শ্রীচরণে আসিতে পারিতাম; কোন—কোনও বৎসর আসিতেও পারি নাই। এ জন্যই সংগ্রহ অতি অল্পই হইয়াছে।

শ্রুত বিষয়ে পুনঃ পুনঃ মননের সহায়তা করার জন্যই তাহা লিখিত ও প্রকাশিত করার প্রথা প্রচলিত। আমার ন্যায় ক্ষীণস্মৃতি ভ্রাতৃগণের ইহা সহায় হউক, এই গ্রন্থ প্রকাশের ইহাই প্রথম উদ্দেশ্য।

তত্ত্বপিপাসু বহুনরনারী সময় ও অর্থের অভাবে ইচ্ছাসত্ত্বেও স্বামীজী মহারাজের সাক্ষাতে আসিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে পারিতেছেন

না। তাঁহাদের কথঞ্চিৎ চিত্ত-বিনোদন হউক, ইহা এই গ্রন্থ প্রকাশের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

স্বামীজী মহারাজ যে মহান্ শুভ ইচ্ছার প্রেরণায় দেশ বিদেশে নিশিদিন তত্ত্বোপদেশ বিতরণ করিতেছেন, সেই মহান্ কর্ম্মে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ করি, এই গ্রন্থ প্রকাশের ইহা তৃতীয় উদ্দেশ্য।

সহৃদয় পাঠকগণ, সূর্য্যের আলোকেই চন্দ্র আলোকিত হয়, ইহা সকলেই জানেন। সূর্য্যরশ্মিতে মলিনতা নাই, চন্দ্রেতে মলিনতা আছে। সেই জন্যই রশ্মি-প্রতিফলন ব্যাপারে চন্দ্রের তেমন যোগ্যতা না থাকায়, দিবার ন্যায় রাত্রি উজ্জ্বল হয় না, সেই হেতুতে সূর্য্যকিরণে কেহ দোষ-দৃষ্টি দেন না। স্বামীজী মহারাজের উপদেশাবলী আমার ন্যায় ক্ষীণ-স্মৃতি ও মলিন-বুদ্ধিযুক্ত আধারের মধ্য দিয়া যতদূর প্রকাশ পাওয়া সম্ভব ততদূর প্রকাশ পাইয়াছে, প্রতিফলক আধারের দোষে এই গ্রন্থে ভুল ভ্রান্তি নিতান্তই সম্ভব, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হইলে, নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা ও প্রুফ দেখা আদি কার্য্যে শ্রীগৌরচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীনীলমণি চট্টোপাধ্যায় সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট ঋণী রহিলাম।

এই গ্রন্থের বিক্রয়-লব্ধ অর্থের সম্পূর্ণ লভ্যাংশ হরিদ্বার সন্ন্যাসী-আশ্রমে সাধুসেবায় প্রদত্ত হইবে। ইতি—

হরিদ্বার
১৩২১, চৈত্র

বিনয়াবত—
—"চন্দ্র"—
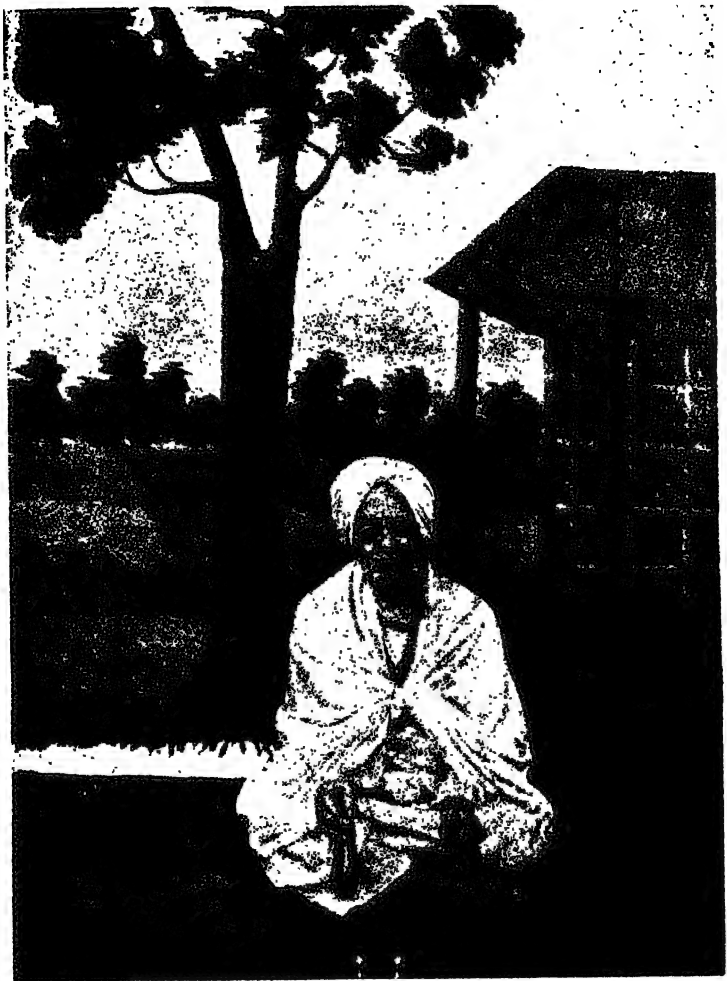
শ্রী ১০৮ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ।

মহাপুরুষ-বাণী।

স্থান—কলিকাতা, ২১১নং হ্যারিসন রোড।

সময়—১৩০১ সনের ১৫ই পৌষ, শনিবার অপরাহ্ণ।

শ্রীযুক্ত স্বামী ভোলানন্দ গিরিজী কলিকাতায় আসিয়া অবস্থান করিতেছেন শুনিয়া এবং প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বাচনিক তাঁহার সাধন ও জীবন্মুক্ত অবস্থার বিবরণ অবগত হইয়া, "চন্দ্র" কয়েকদিন যাবৎ হ্যারিসন রোডের ২১১নং ভবনের তেতালায় তাঁহাকে দর্শন করিতে যান।

অদ্য ঢাকা জিলার সোণারং নিবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র সেন মহাশয়ও স্বামীজী দর্শনে যান। সেখানে উপস্থিত হইয়া "চন্দ্র" দেখিলেন স্বামীজী ভ্রমণে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি বাটী হইতে বাহির হইলে ইঁহারাও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। সে সময় আর কেহই তাঁহার সঙ্গে

ছিলেন না। হাওড়া পুল পার হইয়াই পুনরায় তিনি ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করিলেন। পুলের উপরে পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় জন-স্রোতের মধ্যেও তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কেহ তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে। সে জন্যই মধ্যে মধ্যে তিনি আড়চোখে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। পুলের মধ্যস্থলেই "চন্দ্র" দ্রুত গমনে তাঁহার নিকট গিয়া বলিলেন,—"আপনার সহিত নিভৃতে আলাপ করিতে পারিব কি?" তদুত্তরে স্বামীজী বলিলেন,—"এও ত নিভৃত স্থান। এখানেই বা আমাদিগকে কে চিনে?" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি পুল পার হইয়াই উত্তরদিকের স্নান-ঘাটে একখানি বেঞ্চে বসিয়া ইহাদিগকেও ঐ সঙ্গে বসাইলেন ও বলিলেন,—"এখন ত আমায় নির্জ্জনে পাইলে। কি বলিতে ইচ্ছা কর, বল।"

চন্দ্র—আমাদের মনের কাম-ক্রোধাদি দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি কি প্রকারে দূর করা যায়?

স্বামীজী—উহাদের ফল বিচার কর।

চন্দ্র—বিচার যদি সকল সময় করা না যায়?

স্বামীজী—তবে এই চিন্তা কর,—"মাতা কি আমাকে এই সকল প্রবৃত্তির বশে চলিয়া তাঁহার ও তাঁহার বংশের মুখে চূণ কালী দিতে প্রসব করিয়াছেন?"

চন্দ্র—ইহাতেও যদি প্রবল ইন্দ্রিয়বৃত্তির হাত হইতে অব্যাহতি না পাওয়া যায়?

স্বামীজী—তবে প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু হইতে পারে ও উহা অবশ্যই হইবে—এইরূপ চিন্তা কর। মৃত্যু-সময়ে যেমন কোন প্রকার কুভাব মনে আসিতে পারে না, সেইরূপ যাহার চিত্তে দেহের নশ্বর-ভাব নিশ্চিত হয় ও তাহা অনবরত জাগ্রত থাকে, তাহার চিত্তে কোন প্রকার কুভাব আসিতে পারে না।

চন্দ্র—আচ্ছা, সাধু-সঙ্গে এই বিষয়ে উপকার হয় কি?

স্বামীজী—অবশ্যই উপকার হয়। সাধু-সঙ্গ প্রত্যহই কর্ত্তব্য।

চন্দ্র—এখন আমাদের পাঠ্যাবস্থা। প্রত্যহ সাধু-সঙ্গ কি প্রকারে হইতে পারে?

স্বামীজী—তবে এখন উহা করিও না। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, সাধু-সঙ্গও পার্থিব বিষয় হইতে মনকে উঠাইয়া আনে। তাহা হইলে পড়াশুনা হইতে তোমাদের মন ছুটিয়া যাইবে। হে পুত্র! এখন এই কার্য্য বন্ধ রাখ। পড়াশুনা আগে শেষ কর; পরে যথেচ্ছা সাধুসঙ্গ করিতে পারিবে।

চন্দ্র—গুরু-করণ কি প্রকারে করিতে হয়?

স্বামীজী—বাছিয়া গুরু করিতে হয়। যাঁহার উপর অকপট বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি হয় এবং যিনি তোমার মনের সমস্ত সন্দেহ অন্ধকার দূর করিতে পারেন, তেমন ব্যক্তিকে "গুরু" করা উচিত। হে পুত্র! ইহা জীবনমরণের কথা, খেলার

কথা নহে। যেমন প্রকৃত ক্ষুধিত ব্যক্তির হাতে মাটীর কৃত্রিম ফল দিলে, সে তাহা পরীক্ষা করিয়াই ত্যাগ করে; কারণ তাহাতে তাহার ক্ষুধারূপ অভাব নিবৃত্ত হয় না—সেইরূপ প্রকৃত জ্ঞান-পিপাসু ও মুমুক্ষু ব্যক্তির অভাব দূর করিতে যিনি অক্ষম, তেমন গুরুর দ্বারা কোন ফল হয় না। সুতরাং সময়ে ঐ ব্যক্তি এই প্রকার গুরুকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। আর যে নিজে পথ জানে না, সে কি প্রকারে অন্যকে পথ দেখাবে!

চন্দ্র—যাহারা একবার প্রচলিত প্রথামতে কুল-গুরু স্বীকার করিয়াছে, তাহাদের তদ্রূপ অভাব বোধ হইলে কি কর্ত্তব্য?

স্বামীজী—আমি কি বলিব? যদি আবশ্যক বোধ হয় তবে সেই মতে কার্য্য করিবে।

চন্দ্র—ইহাতে গুরু ত্যাগের দোষ হবে না?

স্বামীজী—না, কদাচ নহে।

চন্দ্র—তবে শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কেন কুল-গুরু ত্যাগ বিষয়ে নিষেধ করেন বলিয়া শুনি?

স্বামীজী—কেন? তিনি কখনও এই রকম বলিতে পারেন না। লৌকিক ব্যবহারমতে কুল-গুরুর প্রতি ব্যবহার বজায় থাকুক—তাতে দোষ কি? কলেজ ষ্ট্রীটের ক্ষেত্র মল্লিক বাবুকে জান ত? তিনিও আজ কয় বৎসর হইল কাশীর ভাস্করানন্দ স্বামী হইতে দীক্ষা নিয়াছেন। অথচ

কুল-গুরুর সহিত পূর্ব্ববৎ ব্যবহার প্রচলিত রাখিয়াছেন। যেমন ইনি (ব্রজেন্দ্র) তোমার বন্ধু, গুরুজন-সাক্ষাতে ইঁহার সহিত প্রাণের কথার আলাপ কর না; তথাপি ইঁহার প্রতি প্রাণের টান থাকে—তদ্বৎ। এখন সন্ধ্যা হইয়াছে। বাটী যাও। এখন হইতে এই দুইটি কার্য্য কর—নিরামিষ আহার ও প্রত্যহ গীতার একটি করিয়া শ্লোক মুখস্থ। এইরূপ কথোপকথনের পর ঐ দিবস চন্দ্র ও তাহার সঙ্গীয় বন্ধু ব্রজেন্দ্র বাবু বাটী ফিরিলেন।
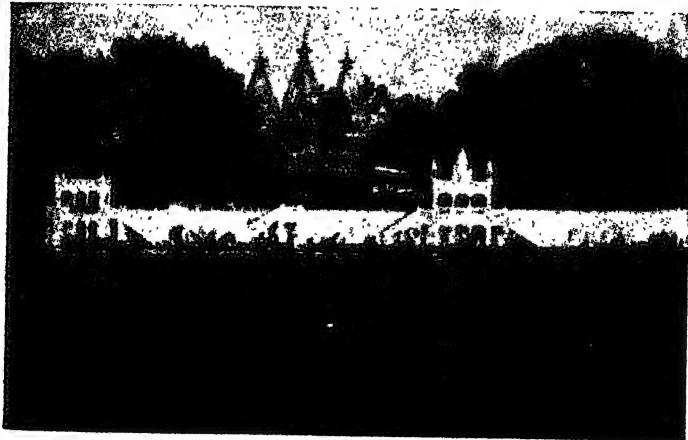
হরিদ্বার, স্বামী ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম

স্থান—কলিকাতা, ২১১নং হ্যারিসন রোড।

সময়—১৩০১ সনের ২৪শে পৌষ, সোমবার, অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা।

এই দিন চন্দ্র পুনরায় স্বামীজী-দর্শনে হ্যারিসন রোডের পূর্ব্বোক্ত বাটীতে গেলেন। দেখিলেন তিনি শুইয়া আছেন। চন্দ্রকে দেখিয়াই প্রশ্ন করিলেনঃ—"কিরে, কি হয়েছে? এত বেলা থাকতে কেন?"

চন্দ্র—নিজের শক্তি বিষয়ে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করি। সৎসংকল্প সিদ্ধি বিষয়ে প্রায়ই বল পাই না। আমার একান্ত ইচ্ছা এই বিষয়ে আপনি আমায় সাহায্য করেন।

স্বামীজী—সম্প্রতি যে বিষয়ে আছ, তাহাই সমাধা কর। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য, সত্যবাক্য, অহিংসা, সাত্ত্বিক ভোজন—এই-গুলি যাহাতে অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালিত হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিও। শক্তি অবশ্যই আপনা হইতে আসিবে। নিজ শক্তির উপরেই নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

চন্দ্র—মন অত্যন্ত চঞ্চল। উপদেশ অক্ষুণ্ণভাবে প্রতি-পালিত হইবে কিনা সন্দেহ।

স্বামীজী—মন তোমার কি হয়? কর্ত্তা না চাকর?

চন্দ্র—এখন ত দেখি কর্ত্তা না হইয়াও কর্ত্তা।

স্বামীজী—যখন মন কর্ত্তা হইয়াছে তখন চাকর কি করিয়া কর্ত্তার নামে নালিশ করিবে? ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ।

এই কথা শুনিয়া চন্দ্র ভাবিতে লাগিল:—"মন আমার কর্ত্তা কি ভাবে হইয়াছে ও কি হেতুতে নালিশ করি।" চন্দ্রকে গভীর চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন:—"তোমার মন এখন অত্যন্ত বিচলিত ও স্থৈর্য্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়াছে। অতএব এখন কিছু হবে না।" এই বলিয়া স্বামীজী চন্দ্রকে একটি আনারস কাটিয়া প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তাঁহার এই প্রকার প্রসন্নভাব ও অমায়িক ব্যবহারে আনন্দের সহিত ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় চন্দ্রের মনের চিন্তা দূর হইল। ইহা দেখিয়াই স্বামীজী বলিলেন:—"এই এখন মন স্থির হইল দেখিলাম।" চন্দ্র আনারস-প্রসাদ গ্রহণ করিলে, তিনি বলিলেন:—"এখন যাও, যাহা করিতেছ কর গিয়ে।" ইহার পর চন্দ্র সেই দিন স্বামীজীর নিকট হইতে চলিয়া আসে।

স্থান—কলিকাতা থিওজফিক্যাল সোসাইটি।

সময়—১৩০১ সনের ৭ই মাঘ, রবিবার—অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা

ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী আসিয়া চন্দ্রকে মেসে (mess) বলিয়া গেল,—"চন্দ্র! শুনিলাম ভোলানন্দ গিরি নামক এক সাধু আজ থিওজফিক্যাল সোসাইটিতে যাবেন। দেখ্‌তে যাইও।" তাহার নির্দ্দেশ মতে চন্দ্র তথায় গিয়া দেখিল, কৈলাসবাবু নামক জনৈক শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া স্বামীজী সভায় আসিয়াছেন। বহু শিক্ষিত লোক তথায় উপবিষ্ট। জনৈক সভ্য স্বামীজীকে প্রশ্ন করিলেনঃ—স্বামীজী! গীতার এই শ্লোকের অর্থ কি?

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

"যখন শ্রীকৃষ্ণ সাম্প্রদায়িক ভাবে কোন কথা বলেন নাই তখন এই শ্লোকের কি অন্য অর্থ আছে?"

স্বামীজী—তুমিই ত অর্থ জান। পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? দেখ সকলেই ত স্ব স্ব ধর্ম্মে আছে; পর ধর্ম্ম কি কেহ গ্রহণ কর্ত্তে পারে? চোর চোরের ধর্ম্ম করে, সাধু সাধুর ধর্ম্ম করে, মিস্ত্রী নিজ ধর্ম্ম করে, বালক বালকের ধর্ম্ম

করে—যখন সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মে আছে, তখন উপদেশের প্রয়োজন কি ?

সভ্য—আপনি যদি ফাঁকি দেন, তবে নাচার। প্রকৃত অর্থ টী কি বলুন ?

স্বামীজী—দেখ, অর্জ্জুন এক রথে এক ধনুতে পৃথিবী জয় করিতে পারেন, এমন ক্ষত্রিয় বীর ছিলেন। কৃষ্ণজী গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে "নপুংসক হইও না, তুমি বাপের বেটা নও" ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাকে কটূক্তি করিয়াছিলেন। তথাপি "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাম্ ত্বাং প্রপন্নম্"—এই বলিয়া অর্জ্জুন যখন শরণাগত হইলেন, তখন ভগবান্ কৃষ্ণজীর মত গুরুর মুখ হইতে অনন্য-চিত্ত ভক্ত অর্জ্জুনের প্রতি গীতার ন্যায় উপদেশ বাহির হইয়াছিল। অতএব আদৌ অহংকার ত্যাগ করিয়া সরল চিত্ত হও। এই শ্লোকের অর্থ বুঝিতে ঠেকা কি ? "স্ব" ও "পর"—এই শব্দ দুইটির অর্থেইত সন্দেহ ? "স্ব" অর্থ নিজ। "নিজ" কোন্ পদার্থ ? দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি কিছুইত নিজ নয়। দেখ, একটি গল্প মনে পড়িল। দশ শিয়ালে এক শিয়ালকে রাজা করিয়া রাজ-মুকুট-স্বরূপ ভাঙ্গা কুলা মাথায় পরাইয়াছে এবং মজলিস্ করিয়া বৈঠক করিয়া বসিয়া আছে। এমন সময়ে শিকারী লোকের কুকুর তাড়া করায় পাত্র মিত্র প্রভৃতি চাটুকার শিয়াল পলাইয়া স্ব স্ব স্থানে গেল। কিন্তু রাজা শিয়াল গর্ত্তে ঢুকিতে গেলে ভাঙ্গা কুলা গলায় আটক হইয়া গর্ত্তে প্রবেশের বাধা জন্মাইল,

এদিকে কুকুব উহার পশ্চাদ্ভাগ কামড়াইতে লাগিল। তদ্বৎ হে জীব! দশ ইন্দ্রিয়স্বরূপ কৃত্রিম বন্ধুবর্গের ব্যবহারে তুমি আপনাকে কর্ত্তা মনে করিতেছ। আর তাহারাও তোমাকে মিথ্যা অহংকারের রাজ-মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। কিন্তু যখন কাল শিকারী রোগ-শোকাদি কুক্কুর দ্বারা তোমাকে ধরিবে, তখন ইন্দ্রিয় আদি বন্ধুগণ কে কোথায় যাইবে? তুমি দুঃখে, শোকে, ভয়ে হৃৎ-কন্দররূপ গর্ত্তে ঢুকিতে চাহিবে। কিন্তু অহংকার থাকায় তোমার পক্ষে তাহা দুঃসাধ্য হইবে এবং নিরন্তর কালের দ্বারা কবলিত হইবে।

এই কথাগুলি বলার সময় স্বামীজীর বদন-মণ্ডলে যেন কি এক স্নেহ-ভাব এবং বাক্যে কেমন এক গদ-গদ-ভাব হইয়াছিল। উপমাটি বেশ মনোজ্ঞ হওয়ায় শ্রোতৃগণ হাসিয়া উঠিলেন। স্বামীজীও (সকলেরই অন্তঃকরণের বহির্মুখ গতি দেখিয়া?) বেশ, বেশ, অল্‌রাইট্‌, বাহবা ইত্যাদি বলিতে বলিতে হাসিয়া চলিয়া গেলেন। অনেক যত্নসত্ত্বেও আর রহিলেন না।

স্থান—কলিকাতা, ২১১ নং হ্যারিসন রোড।

সময় ১৩০৩ সনের ১১ই অগ্রহায়ণ, বুধবার অপরাহ্ণ।

স্বামীজী—কিরে, গীতার কতদূর মুখস্ত করিয়াছিস্?

চন্দ্র—প্রায় ১৬ অধ্যায় মুখস্ত হইয়াছে।

স্বামীজী—আর দানাদি রোজ এক পয়সা হিসাবে হয় কি?

চন্দ্র—তার হিসাব নাই।

স্বামীজী—গীতাপাঠ, সাধু-সঙ্গ ও উপাসনা ইহা নিত্য কর। আর পরনিন্দা, গালি, শপথ, পর-নারী এই চারিটী ছাড়। হ্যাঁ, ইহার মধ্যে নিন্দা, গালি শপথ এই তিনটি যখনই করা হয়, তখনই প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ১০০০ এক হাজার হরি নাম জপ কর ও প্রার্থনা কর,—"হে ভগবান! আর যেন এরূপ বাক্য মুখের বাহির না হয়।" এইরূপ প্রতি ত্রুটিতেই এক টাকা হরির ফণ্ডে জমা কর। অর্থ দণ্ডেই সংসারীর শিক্ষা হয়। কিন্তু পর-স্ত্রীগমন—বাবা, বড় কথা। তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি?—ভগবানের কৃপা। তিনি মাপ করিলে মুক্তি, নচেৎ নহে।

যখন সংসারে রাজ-ধর্ম্মে আছ, তখন গালি প্রভৃতির শাসন আবশ্যক। কিন্তু যে গালি প্রভৃতি মনের ক্রোধ হইতে নির্গত

হইবে, তাহাতেই উক্তরূপ প্রায়শ্চিত্ত দরকার! মাছ, মাংস, মদ, জুয়াখেলা ত্যাগ কর। খেলা মাত্রই জুয়াখেলা—ব্যসন।

সাত দিন মাছ-মাংস ত্যাগ করিয়া ও গীতা-পাঠ, উপাসনাদি করিয়া দেখ। রাত্রে এক ঘুমের পর উঠিয়া প্রেমের সহিত, অশ্রু-সিক্ত ও ঢুলু ঢুলু নেত্রে প্রার্থনা কর,—"হে ভগবান্! সমস্তই দিয়াছ, কেবল ভক্তি দেও নাই। কখন্ আমার মন তোমার জন্য লালায়িত হইবে? কখন্ মন স্থির হইবে? জীবন ত ফুরাইতেছে।" ইহাতে যদি ফল না পাও, তবে সদ্‌গুরু মিলিবে।

শ্রীশ্রীগুরুদেব

স্থান—কলিকাতা, ২১১ নং হ্যারিসন রোড।

সময়—১৩০৩ সনের ১৭ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার একাদশী

——০ঃ ঃ০——

স্বামীজীর অদ্য একাদশীর উপবাস। সম্ভবতঃ অদ্য কোথাও যান নাই, মনে করিয়া, "চন্দ্র" অপরাহ্নে তথায় গেল। স্বামীজী একক। "চন্দ্র"কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আমার নিকট আস? কত বড় বড় সাধু আছে। আমি ভণ্ড, বদ্‌মাইসী করি।"

চন্দ্র—তাহাতে আমার কি? আমিত তা দেখি নাই।

স্বামীজী—আমি সন্ন্যাসী; আমার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, সংসার নাই, কোন মমতাও নাই। কিন্তু শিষ্য করিলেই স্নেহ জন্মে ও তাহার মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা থাকে। যদি চাপরাশী অন্যায় করে, তবে তার উপরিস্থ অফিসারেরও শাসন হয়, আর শিষ্য অন্যায় করিলেও গুরুকে জবাবদিহি হইতে হয়। বাপরে! যদি এ সকল ব্যবহার (মদ্য, মাংস, মৎস্য, জুয়াখেলা, পরনিন্দা, গালি, শপথ, পরনারী, ঈর্ষা, দ্বেষ) ছাড়িতে পার, তবে এস; নতুবা দূরে যাও।

চন্দ্র—ইচ্ছা আছে, কিন্তু শক্তি কই?

স্বামীজী—শক্তি অবশ্য হবে।

চন্দ্র—যাহারা অশক্ত তাহারা কি করিবে? তাহাদের কাজ কিসে হবে?

স্বামীজী—সাধনায় ক্রমে অশক্তও শক্ত হয়।

ইহার পর বৈরাগ্যের কথা উঠিলে, স্বামীজী বলিলেন:—কাঁচা আর পাকা—দুই রকম বৈরাগ্য আছে। কাঁচাতে বিশেষ কার্য্য হয় না, তবে হঠাৎ কাঁচা বৈরাগ্যও পাকিয়া যায়। যেমন কোন বিশেষ হেতুতে কেহ হঠাৎ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিল, ভিতরে কিছু অধ্যাত্ম ভাবের অঙ্কুর আছে—আর এদিকে ভগবৎ-কৃপায় সদ্গুরুর সাক্ষাৎ পাইয়া তত্ত্বোপদেশাদি দ্বারা অধ্যাত্ম ভাবের মধুর রস আস্বাদন করিল। এই মতে কোনও সময় কাঁচা বৈরাগ্যও পাকে। সদ্গুরুরাও পরোপকারার্থ শাস্ত্রাদেশে সৎ ও উপযুক্ত শিষ্যকে জ্ঞানোপদেশ দিবার জন্য সংসারে বিচরণ করেন। নচেৎ সৎপাত্র কোথায় যাবে, আর কোথাই বা উপদেশ পাবে? পুঁথি খুঁজিলে কি মিলে?

সন্ধ্যা হইল। তখন উপস্থিত ভক্তগণের সহিত স্বামীজী একত্রে নিম্নলিখিত স্তোত্রটী পাঠ করিলেন—

যৌ তৌ শঙ্খকপাল-ভূষিতকরৌ মুক্তাস্থিমালাধরৌ
দেবৌ দ্বারবতী শ্মশাননিলয়ৌ নাগারি-গোবাহনৌ।
দ্বিত্র্যক্ষৌ বলি-দক্ষযজ্ঞমথনৌ শ্রীশৈলজাবল্লভৌ।
পাপং মে হরতামুভৌ হরিহরৌ শ্রীবৎসগঙ্গাধরৌ॥

হরিঃ ওঁ॥ একং পূর্ণং নিত্যং সর্ব্বাধিষ্ঠানং—হর সর্ব্বাধিষ্ঠানম্।
নিষ্কলনির্ম্মলদেবং নিষ্কলনির্ম্মলদেবং—বন্দে সর্ব্বেশম্॥

সত্যং শান্তং সর্ব্বানন্দং চৈতন্যাভরণং—হর চৈতন্যাভরণম্।
কর্ম্মাধ্যক্ষং কেবলং, কর্ম্মাধ্যক্ষং কেবলং—সর্ব্বান্তরভূতম্॥

ওঁ হর হর হর মহাদেব। ১।

চণ্ডাংশুশ্চেন্দ্রোপেন্দ্রঃ শীতাংশুর্ব্বায়ুঃ—হর শীতাংশুর্ব্বায়ুঃ।
অগ্নিম্ ত্যুর্দেবা—অগ্নির্ম্ত্যুর্দেবা—ভীতাস্তব শম্ভো॥
তং তং স্বং স্বং সর্ব্বং ব্যাপারং কর্ত্তুম্—হর ব্যাপারং কর্ত্তুম্।
অনিদ্রাস্তে নিত্যং, অনিদ্রাস্তে নিত্যং—বর্ত্তন্তে নীতৌ॥

ওঁ হর হর হর মহাদেব। ২।

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সাহঙ্কারৌ উর্দ্ধমধো যাতৌ—হর উর্দ্ধমধো যাতৌ।
ঐশ্বর্য্যং তদ্ গন্তুং, ঐশ্বর্য্যং তদ্ গন্তুং—শীঘ্রং তে শম্ভো॥
দিব্যং বর্ষসহস্রং পারং নায়াতৌ, হব পারং নায়াতৌ।
ভ্রান্ত্বা নিরহঙ্কারৌ, ভ্রান্ত্বা নিরহঙ্কারৌ—শরণং তে যাতৌ।

ওঁ হর হর হর মহাদেব। ৩।

পূজানিষ্ঠো বিষ্ণুর্নেত্রং তে পাদে ধৃত্বা—হর তে পাদে ধৃত্বা।
ত্রৈলোক্যস্যাবৃত্তং, ত্রৈলোক্যস্যাবৃত্তং—সাম্রাজ্যং ভজতে।
অত্যন্তং তে ভক্তিং কৃত্বা পৌলস্ত্যো মানী—হর পৌলস্ত্যো মানী।
গীর্ব্বাণানাং ত্রাতং, গীর্ব্বাণানাং ত্রাতং—স্বাধীনং কুরুতে॥

ওঁ হর হর হর মহাদেব। ৪।

দেবা দৈত্যা গন্ধর্ব্বাদ্যা লোকে চানন্তাঃ—হর লোকে চানন্তাঃ।
ঐশ্বর্য্যং তৎপ্রাপ্য, ঐশ্বর্য্যং তৎপ্রাপ্য—স্নানন্দীভূতাঃ॥
শুদ্ধো বুদ্ধো মুক্তো নিত্যস্ত্বং দেব—হর নিত্যস্ত্বং দেব।
অর্ব্বাচীনং যৎতদ্, অর্ব্বাচীনং যৎতদ্—সর্ব্বং ত্বং ভাসি॥

ওঁ হর হর হর মহাদেব। ৫।

ভূতেশ স্তবমেতং সায়ং যোঽধীতে—হর সায়ং যোঽধীতে
ধর্ম্মার্থং শুভকামং, ধর্ম্মার্থং শুভকামং—কৈবল্যং ভজতে ॥
ভক্তিশ্রদ্ধানিষ্ঠো বাহ্যান্তরপূতো—হর বাহ্যান্তরপূতো।
দেবাদীনামিষ্টং দেবাদীনামিষ্টং—সম্বিৎগিরিগীতম্ ॥

ওঁ হর হর হর মহাদেব। ৬।

কর্পূরগৌরং করুণাবতারং সংসারসারং ভুজগেন্দ্রহারং।
সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানীসহিতং নমামি ॥
অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং।
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমূর্ব্বী ॥
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং।
তদপি তব গুণানাং ঈশ পারং ন যাতি ॥
সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালং ওঁকারে চামলেশ্বরম্ ॥
পরল্যাং বৈদ্যনাথঞ্চ ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করং।
বারাণস্যাং তু বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে ॥
সেতুবন্ধে তু রামেশং নাগেশং দারুকাননে।
হিমালয়ে তু কেদারং ঘৃষ্ণেশঞ্চ শিবালয়ে ॥
এতানি জ্যোতির্লিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ।
সপ্তজন্মকৃতং পাপং স্মরণেন বিনশ্যতি ॥

বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণম্।
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিম্ ॥

বন্দে সূর্য্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ম্।
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্॥
মহাদেব শিব শঙ্কর শম্ভো উমাকান্ত হর ত্রিপুরারে।
মৃত্যুঞ্জয় বৃষভধ্বজ শূলিন্ গঙ্গাধর মৃড় মদনারে॥
শিব হর শঙ্কর গৌরীশম্ বন্দে গঙ্গাধরমীশম্।
রুদ্রং পশুপতিমীশানং কলিহর কাশীপুরীনাথম্॥
শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশম্।
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্॥
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্ব্বলোকৈকনাথম্॥
আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্।
সর্ব্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি॥
কেশব ক্লেশনাশায় দুঃখনাশায় মাধবঃ।
হরিহরশ্চ পাপনাশায় গোবিন্দো মুক্তিদায়কঃ॥
মন্ত্রঃ সত্যং পূজা সত্যং সত্যং দেবো নিরঞ্জনঃ।
গুরোর্বাক্যং সদা সত্যং সত্যমেব পরং পদম্॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥
পিতৃমাতৃসুহৃদ্বন্ধুবিদ্যাতীর্থানি দেবতা।
ন তুল্যং গুরুণা শীঘ্রং স্পর্শয়েৎ পরমং পদম্॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোর্পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥
ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব।
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥
ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্তোত্র পাঠান্তে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন,—"ব্যবহারতঃ সকলই আছে—এই ভাবে কর্ম্ম কর; কিন্তু অন্তরে স্থির রাখ যে, উহার কিছুর সহিতই তোমার সম্পর্ক নাই। ইহাকেই রাজযোগ বলে। হে পুত্র! সংসারের কোন বস্তুতেই আনন্দ নাই। অন্তরস্থ পুরুষের আনন্দাংশ নিয়াই বিষয়সকল আনন্দময় বলিয়া বোধ হয়। আনন্দ কে দেয়, ইহা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই আনন্দের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিবে।"

অদ্য রাত্রি অধিক হওয়ায় স্বামীজী সকলকে বিদায় দিলেন।

স্থান—কলিকাতা, গঙ্গাতীরস্থ জগন্নাথ ঘাট।
সময় ১৩০৯ সনের ১১ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার
ত্রয়োদশী।

———০ঃ-ঃ০———

এই দিন প্রাতে কবিরাজ গোবিন্দ ও চন্দ্র গঙ্গার ঘাটে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি উভয়কে হ্যারিসন রোডের বাটীতে নিয়া আসিলেন ও উপবেশনান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—(গোবিন্দবাবুর প্রতি) "মহাশয়ের কোথা থাকা হয়? কি করা হয়?"

গোবিন্দ—আমি কলিকাতাতেই চিকিৎসা ব্যবসায় করি।

স্বামীজী—অহো ভদ্র! অহো সৌভাগ্য। আপনি চিকিৎসক—ভব-রোগের ঔষধ কি বলিতে পারেন?

গোবিন্দ—সে শাস্ত্রে অনভ্যস্ত। তবে শুনিয়াছি, বিষয়-বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তি দ্বারা ঐ রোগের নিবারণ হয়।

স্বামীজী—এগুলি হওয়ার আগে, এই দশটি ত্যাগ করা উচিত ও এই চারিটী পালন করা উচিত। ত্যাগের বিষয় এইগুলি ঃ—মৎস্য, মাংস, মদ্য, বাজী রাখিয়া খেলা, পরনিন্দা, গালি, শপথ, পরনারী, ঈর্ষা, দ্বেষ। এই চারিটী পা·নীয় বিষয় ঃ—নিজ উপার্জ্জনের দশমাংশ দান, সাধু-সঙ্গ, প্রাতে ও সন্ধ্যায় অন্ততঃ এক ঘণ্টা হিসাবে উপাসনা, ভগবদ্গীতা পাঠ, অন্ততঃপক্ষে দৈনিক একটি করিয়া শ্লোক মুখস্থ করা।

গোবিন্দ—অর্থোপার্জ্জনের জন্য ব্যবসায় করিতে গেলে সময়ে অসময়ে লোক আসিবে ও রোগীর বাটীতে যাইতে হইবে। সুতরাং প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টা উপাসনায় কি করিয়া ব্যয় করি?

স্বামীজী—বেশ! বেশ! অর্থ বড় না ধর্ম্ম বড়?

গোবিন্দ—ধর্ম্ম বড়।

স্বামীজী—শাস্ত্র ধর্ম্মের জন্য দৈনিক কত অংশ ব্যয় করিতে বলিয়াছেন?

গোবিন্দ—চতুর্থাংশ।

স্বামীজী—ছয় ঘণ্টার স্থলে আমি সাধু সঙ্গ ও উপাসনাতে মাত্র তিন ঘণ্টা ব্যয় করিতে বলিলাম—ধর্ম্ম বড়, অথচ সে জন্যই কম সময় নির্দ্দেশ করিলাম। তথাপি অহো সংসারী লোক! তোমাদের সংসারবাসনার তৃপ্তি হইতেছে না। যা হ'ক রোগীর সেবাতে যে দিন সময় কম পড়িয়া যায়, সে দিন না হয় বাদ গেল; অন্য দিন যেন ঠিক মত চলে।

অতঃপর বেলা অধিক হওয়ায় সকলে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে অনেক ভক্ত হ্যারিসন রোডের বাটীতে স্বামীজীর নিকট সমবেত হইলেন। তন্মধ্যে উপাধি-ধারী ছাত্রদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন ঃ—"যেমন তোমাদের এণ্ট্রেন্স, এফ-এ, বি-এ, এম-এ, আছে আমাদেরও তেমনি পহিলা, দোস্‌রা, তিসরা এইরূপ অনেক পরীক্ষা আছে। পহিলা পরীক্ষা এই কয় বিষয়ে—বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম,

তপঃ, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান। উহাতে পাশ হইলে প্রথম পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যায়। পরে পরে আরও পরীক্ষা আছে। বিবেক অর্থ—সৎ ও অসৎ বিচার করিয়া অসৎ পদার্থ ত্যাগ পূর্ব্বক সৎ পদার্থে প্রীতি।

বৈরাগ্য অর্থ সামান্য পদার্থ হইতে ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল বিষয় কাক-বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করা।

শম-দম—অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ ও জয়। তপঃ—চান্দ্রায়ণ, একাদশী ইত্যাদি দ্বারা শরীরকে কষ্টসহিষ্ণু করা ও সত্য বাক্য কথন ইত্যাদি দ্বারা মনকে দৃঢ় করা।

তিতিক্ষা—দোষে উপেক্ষা। শ্রদ্ধা—গুরু ও বেদ-বাক্যে বিশ্বাস।

সমাধান—সাবধানতার সহিত স্থিতি; যেমন কোন ঘোড়-সওয়ার ঘোড়া দৌড়ানোর পূর্ব্বে ঠিক হইয়া বসে যেন পড়িয়া না যায়, সে রকম পারমার্থিক পথে দ্বিতীয় অবস্থায় প্রবেশের পূর্ব্বে সমাহিত হইয়া অবস্থান। (গোবিন্দকে লক্ষ্য করিয়া) প্রত্যহ ভোরে নিদ্রান্তে বিষয়-কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে নিদ্রার সময়ের আনন্দ স্মরণ ও ধ্যান করতঃ ইন্দ্রিয়গণকে তদবস্থায় আনয়ন করিতে চেষ্টা করা উচিত এবং সন্ধ্যার সময় সমস্ত কার্য্যের অন্তে চাই রাত্রি ৭৷৮৷৯টা যে সময়েই হউক ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হইতে উঠাইয়া আনিয়া পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য যে, কোন্ ইন্দ্রিয় সারাদিন কি কি সদসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত ছিল। অসৎ কার্য্য করিয়া থাকিলে অনুতাপ-পূর্ব্বক

ভগবানের নিকট মাপ চাওয়া ও ভবিষ্যতে তাহা না করার সংকল্প করা।"

উপস্থিত ভক্তগণের মধ্য হইতে কৈলাসবাবু চলিয়া গেলেন। স্বামীজী চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"অর্থ-সম্পদ্ পর-কালে নিয়ে যেতে চাও কি?"

চন্দ্র—কি করিয়া নিব? আর নিয়াই বা কাজ কি? ইচ্ছাও নাই।

স্বামীজী—কামনা থাকিলেই বিষয় সঙ্গে থাকে। সকাম কর্ম্মের ফল ভোগ অন্তে শেষ হয়। নিষ্কাম কর্ম্মের ফল অন্তঃকরণের মল ধৌত করিয়া সত্য-প্রকাশের সহায়তা করে। কেহ মুখে বড়ই নিষ্কাম ভাব দেখায়, কিন্তু অন্তরে বাসনার পুঁজি ভরা। একটি গল্প মনে পড়িল:—একটী চাকরাণী ও পুত্রসহ একটি ভদ্র মহিলা দেবস্থানে মেলা উপলক্ষে মানস দিতে যাইতেছিলেন। ছেলেটি দাসীর কোলে ছিল। পথে জনৈক সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই ছেলিটি কার?" মাতা উত্তর করিলেন:—"ছেলে ঠাকুরের।" সাধু চাকরাণীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—"ছেলে কর্ত্তার।" ঘটনা-ক্রমে লোকের চাপে ছেলে মরিয়া গেলে, মাতা কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হায়রে আমার বাপ্ধনরে! কোথায় গেলিরে!" সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাঁদ কেন?" মা বলিলেন,—"আমার ছেলেটি মরিয়াছে।" চাকরাণীকে কাঁদিতে দেখিয়া সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কাঁদ

কেন?" দাসী উত্তর করিল,—"কর্ত্তা যে মারিবেন।" এখন দেখ, কে সকাম ও কে নিষ্কাম। মুখে নিষ্কাম হইলে কি হয়? অন্তর যে তোর এখনও সকাম।

তৎপর বদ্রিনারায়ণ যাওয়ার কথা উঠিলে স্বামীজী বলিলেন,—মেলা অন্তে বিশেষতঃ হরিদ্বারের কুম্ভ মেলা-শেষে বহু যাত্রীর সমাগম সময়ে পাহাড়ের পথ অনেক দিন খোলা রাখিলে অধিক লোক পাহাড়ে যায়। তাহাতে অন্নাভাবে লোক মারা যাওয়ার সম্ভব। সে জন্য পাহাড়ে যাইতে হইলে আষাঢ়ের শেষে বা শ্রাবণের প্রথমে কর্ত্তব্য।

চন্দ্র—আচ্ছা; শুনা-উপদেশ সর্ব্বদা কি প্রকারে স্মরণ থাকে?

স্বামীজী—তা কি করে হবে? উপযুক্ত বি,-এ, পাশ পুত্র মরিলেও ত তা সকল সময়ে মনে থাকে না। তবে "এক" মনে থাকিলে সকলই মনে থাকে।

বৈরাগ্যের প্রসঙ্গ উঠাইতেই স্বামীজী রামতীর্থ-স্বামীর* কথা বলিতে লাগিলেন:—"হরিদ্বারে বিল্বকেশ্বরের পার্শ্বে পার্ব্বত্য স্রোতের নিকট কলেজের কতিপয় ছাত্র সহ প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে রামতীর্থ নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে প্রথম সেখানে দেখি। পূর্ব্বেই তাঁহার বৈরাগ্য ছিল। আমার সহিত কিছু আলাপের পরই গৃহ

* রামতীর্থ স্বামী ঐ বৎসর জাপানে গিয়াছিলেন, ও তথা হইতে তাঁহার আমেরিকা যাওয়ার কথা চলিতেছিল।

ত্যাগের সংকল্প প্রকাশ করেন। আমি তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিলাম। পরে তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া পরিবারস্থ সকল হইতে বিদায় নিতে বলিলাম। কলেজের বড় সাহেব তাঁহাকে ফিরাইতে অনেক যত্ন করেন ও প্রলোভন দেখান। রামতীর্থ উত্তর দেন—বহু টাকা জমা আছে, পরিবারের অর্থাভাব হবে না। তবে আর অর্থের দরকার কি?" সাহেব তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য দেখিয়া বলিলেন,—"তুমি ধন্য! সাধু-পথ অবলম্বন করিতেছ। আমি তোমাকে প্রলুব্ধ করিব না। ঈশ্বর তোমার কামনা পূর্ণ করুন।" রামতীর্থের স্ত্রী পুত্রদ্বয় তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিল না। আমি বধূকে বুঝাইয়া বলিলাম,—"তোমার স্বামী অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। তুমি সঙ্গে থাকিলে কষ্ট পাইবে।" তবুও সাধ্বী স্ত্রীর ন্যায় তাহাকে দৃঢ়-সঙ্কল্পা দেখিয়া রামতীর্থকে বলিলাম,—"ইহারা তোমার সঙ্গে থাকে থাকুক। কিন্তু 'সাবধান, ইহাদের সঙ্গে তোমার সকল সম্বন্ধ ত্যাগ কর। রামতীর্থ হিমালয়ের একস্থানে বাস করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্রমশঃ শরীর রক্ষার সকল চেষ্টা ত্যাগ করিতে লাগিলেন। আহার সংগ্রহের চেষ্টাও ছাড়িয়া দিলেন। পুত্র ও স্ত্রী কোন দিন খাদ্য পাইল, কোন দিন বা উপবাস রহিল। শীত আরম্ভ হইলে স্ত্রী-পুত্রের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। শীতের প্রকোপে ও অনাহারে ছোট পুত্রের ব্যারাম হইলে স্ত্রী উহাকে নিয়া দেশে ফিরিল;

বড় পুত্র পিতার সেবা ও পড়ার জন্য তাঁহার নিকটেই রহিল। পরে পড়ার ব্যাঘাত দেখিয়া সেও চলিয়া আসিল। দেখ বৈরাগ্য ফুটিয়া উঠিলে এইরূপই হয়।

এইরূপ কথোপকথনের পর সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বলিল ও কোঠার পশ্চিম দরজা বন্ধ করা হইল। তাহাতে বাহিরের রাস্তার কোলাহল আর শুনা গেল না। ইহাতে স্বামীজী বলিলেন,—"দেখ, বাহিরের দরজা বন্ধ করিলাম আর কত গোলমাল কমিয়া গেল। তেম্‌নি ভিতরের কবাটও বন্ধ করিলে কত গোলমাল কমিয়া যায়।"

অতঃপর ৺কামাখ্যাতীর্থে যাওয়ার রেল্‌ হইয়াছে শুনিয়া বলিলেন,—"এখন ত চক্ষু গিয়াছে! চক্ষু ভাল হইলে যাব।" স্বামীজী—সমাধিতে।

রাত্রি হওয়ায় আরতি পাঠ করা হইল এবং তৎপর সকলে বিদায় হইলেন।

১৩০৯, ১৩ই অগ্রহায়ণ, শনিবার

—○※○—

অদ্য অপরাহ্নে পোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় ২১১।১নং হ্যারিসন রোডে স্বামীজী-দর্শনে আসিলেন। চন্দ্রও তথায় ছিলেন। তিনি “বিচার মালা” পড়িতেছিলেন। অন্যের সঙ্গে স্বামীজীর কথা শুনিয়া উন্মনস্ক হওয়ায় স্বামীজী চন্দ্রকে বলিলেন,—“এখন পড়া বন্ধ কর। রাত্রিশেষে নিদ্রা ও স্ত্রীসংসর্গ ত্যাগ করতঃ অধ্যয়ন কর্ত্তব্য। কিন্তু অপরাহ্নে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই তিনটীই ত্যাগ করা উচিত।”

ইহার পর “সন্ধ্যার” বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়া কহিলেন,—“সন্ধ্যা তিন প্রকার; তারা উদিত থাকিতে থাকিতে সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উত্তম সন্ধ্যাকাল, তৎপরে দুই ঘণ্টা মধ্যম সন্ধ্যাকাল, তৎপরে যখনই করা হয় তাহা কনিষ্ঠ সন্ধ্যাকাল। তদ্রূপ সূর্য্যাস্তের সময় হইতে তারা দর্শন পর্য্যন্ত উত্তম সন্ধ্যাকাল, তৎপরে দুই ঘণ্টা মধ্যম সন্ধ্যাকাল; তৎপর যখনই করা হয় কনিষ্ঠ সন্ধ্যাকাল।”

ইহার পরেই সন্ধ্যা আরতি ও গান হইল।

স্থান—কলিকাতা, ২১১নং হ্যারিসন রোড।

সময়—১৩০৯ সনের ১৪ই অগ্রহায়ণ, রবিবার

অপরাহ্ণ।

—◌*◌—

প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় অদ্যও আসিলেন। অদ্য তাঁহার সহিতই কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। আগে প্রাণগোপাল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, পূর্ব্ব দিনের আলাপের বিষয়সমূহ মনে আছে কি না। তৎপর প্রাণগোপাল বাবু বলিলেন,—"সদ্‌গুরুর কৃপায় মনের স্থিরতা হয়।"

স্বামীজী—সদ্‌গুরু কি করেন?

প্রাণ—পথের উপদেশ দিবেন।

স্বামীজী—পথের বিষয় ত শাস্ত্র ও আচারি-সম্প্রদায় সমূহ হইতেই বিস্তারিত জানা যায়; তবে সদ্‌গুরু কি করিবেন?

প্রাণ—গুরু পথের বিষয়ই বুঝাইয়া দেন ও প্রত্যক্ষ করান। কিন্তু তাহা ধারণা করা কঠিন।

স্বামীজী—কেন?

প্রাণ—মন যে চঞ্চল।

স্বামীজী—মন কি? তাহার সহিত তোমার সম্পর্ক কি?

প্রাণ—মন ত কর্ত্তা হইয়াছে।

স্বামীজী—বাবা হইয়াছে, বেশ ত। বাবার নামে ছেলের নালিশ কি?

প্রাণ—প্রকৃত বাবা নহে, তবে চাকর যেমন সুবিধা পাইয়া মনিবের উপর কর্ত্তৃত্ব করে, তেমন ভাবের কর্ত্তা ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মন চাকর।

স্বামীজী—ইহা ঠিক নহে। সম্পর্ক একটি স্থির করা উচিত। দেখ, মন্, মন্, সকলেই বলে কিন্তু মন্ ত নাই, তাহার অস্তিত্ব কোথায়? শুনা কথামাত্র, যেমন "জুজু" (ভূত)। জুজু নামে কিছুই নাই; কিন্তু মাতার 'জুজু' এই বাক্যে পুত্রের হৃদয়ে গিয়া "জুজু ভয়" উৎপন্ন করে এবং এই ভয়ে ছেলে আড়ষ্ট হয় ও কাঁদে। এই প্রকার শুধু শুনা কথায় ধারণা হইয়া অবস্তুও বস্তু হইয়া পড়ে; মনও তদ্রূপ অবস্তু। আচ্ছা, "হাত" এই নামবাচক একটি রূপ আছে ও তাহার ক্রিয়াকারিত্বও আছে। "পা" এই নামের রূপ ও ক্রিয়াকারিত্ব আছে: বল ত "প্রাণগোপাল" এই নামের রূপ ও ক্রিয়াকারিত্ব কি? হাত, পা ইত্যাদি পৃথক করিলে "প্রাণ-গোপাল" ইহার রূপ ও ক্রিয়াকারিত্ব কি থাকে? কেবল শুনিয়া শুনিয়া ধারণা হইয়াছে যে, "আমি প্রাণগোপাল"। এমন ধারণা হইয়াছে যে, কোনও মতে নড়া চড়া হয় না। বিশ্বাস হয় না যে আমি প্রাণগোপাল নহি। তদ্রূপ আর কোন্ বাক্যে বিশ্বাস আছে? তেমন পাকা ধারণা আর কি আছে? "মন"ও তদ্রূপ শুনা কথায় ধারণা দ্বারা দৃঢ় হইয়াছে!

প্রাণ—যেমন বাল্যকালে, আর সিদ্ধির পরে উপদিষ্ট বিষয় চিত্তে ধার্য্য হয় মধ্যের অবস্থায় তেমন হয় না। মধ্যের অবস্থায় লোকমাত্রই উপদিষ্ট বিষয় বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করে। সেই জন্যই গোলমাল, এই চঞ্চলতা—সংশয়ভাব—কিসে দূর হয়?

স্বামীজী—তুমি কি চাও আগে দেখ। ছেলে বেলা খুব বিরাগী ছিলে, কিছু চাইতে না, কেবল একটু স্তন্যমাত্র; তাও যে সে লোক দিলেই হইত! পরে পড়াই লক্ষ্য হইল, তাহাতেই আনন্দ, এই ধারণা। পরে তাহাও অর্থ প্রাপ্তি উদ্দেশ্যে ফিরিল; তখন লক্ষ্য হইল অর্থ। এমন কষ্টের উপার্জ্জিত অর্থও পরে বিবাহাদিতে ব্যয় করিল। তখন সুখের বিষয় স্ত্রী। তাহাও পুত্রের জন্য; তখন পুত্রাদিতে আনন্দ হইল। একদিন এই অর্থ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ সমস্ত অগ্নিদগ্ধ হইতে লাগিল। নিজে বাহিরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিলা অগ্নিতে পড়িলা না! তখন ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছ ও ছুটাছুটি করিতেছ। কি জন্য? অর্থের জন্য? না। স্ত্রীর জন্য? না। পুত্রের জন্য? না। নিজের জন্য; পাছে নিজের শরীরও পোড়া যায়। দেখ, বাল্যকালের অহৈতুক আনন্দ কোথায় হইতে কোথায় গেল ও শেষে কোথায় দাঁড়াইল। দেখ আনন্দের লক্ষ্য মূলতঃ কে, নিজের পরম প্রিয় কে?

প্রাণ—অহঙ্কারের আবরণেই লক্ষ্য অস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

স্বামীজী—অহঙ্কার দুই প্রকার, বিষয়ীর ও ভক্তের।

প্রাণ—অহঙ্কার সম্পূর্ণ না গেলে হবে কি?

স্বামীজী—না, অহঙ্কার একেবারে যাবে না, যাওয়া উচিতও নহে। একেবারে গেলে ত জড়ই হবে; অহঙ্কার থাকা চাই।

প্রাণ—আমার প্রশ্নের উত্তর পাই নাই।—মনের চঞ্চলতা কিসে দূর হয়।

স্বামীজী—পরমার্থ রসের আস্বাদ পাইলে হয়। দেখ ঘোড়ার লাদের পিপড়া একদিন মিশ্রির রসের পিপড়াকে নিমন্ত্রণ করিল। মিশ্রির পিপড়া তথায় গেলে ঘোড়ার লাদরূপ খাদ্য আস্বাদ করিয়া দেখা দূরে থাকুক, গন্ধেই অস্থির। কিন্তু পাছে নিমন্ত্রণ-কর্ত্তার মনে কষ্ট হয়, এইজন্য "বেশ, বেশ" বলিয়া খাওয়ার ভান করিল। পরে চলিয়া আসিবার সময় তাহাকে পাল্‌টা নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। ঘোড়ার লাদের পিপড়া পরদিন আসিলে, নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা তাহাকে মিশ্রির পর্ব্বত খাইতে দিলেন। কিন্তু অতিথি তাহাতে কামড় দিয়া কিছু স্বাদ না পাইয়া বলিল "বন্ধু, তুমি ইহার যেমন গুণ বর্ণনা করিয়াছ—ইহা সাক্ষাৎ অমৃত, মূর্ত্তিমান মধুর রস—কই, আমিত তেমন কিছু বুঝিতেছি না।" তখন মিশ্রির পিপড়া বুঝিল যে নিত্য লাদের রস খাইতে

খাইতে ইহার দাঁতে, জিহ্বায়, মুখে কেবল এই রস শুকাইয়া আছে, সেজন্যই এই রস আস্বাদ করিতে পারিতেছে না। ইহা বুঝিয়া অতিথিকে জল দিয়া মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া পুনরায় মিশ্রি খাইতে বলিল। অতিথি তদ্রূপ করিয়া মিশ্রি আস্বাদ করিতেই মধুর রস অনুভব করিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "অহো! আশ্চর্য্য!! আমি এতদিন কি কদর্য্য বিষয় নিয়াই ছিলাম? এ যে প্রকৃতই মূর্ত্তিমান্ মধুর রস"। তদ্রূপ হে পুত্র! অর্থ, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি বিষয়াকাঙ্ক্ষারূপ লাদের রস মনে থাকিতে সচ্চিদানন্দরূপ আনন্দপূর্ণ রস কি প্রকারে আস্বাদ করিবে?

প্রাণ—সেই জন্যইত সদ্গুরু আগে বিষয়-রস ধোয়াইয়া ফেলিতে ব্যবস্থা দেন, তিনি না ধোয়াইলে কে ধোয়াইবে?

স্বামীজী—আমি যে দশটি বিষয় ত্যাগ করিতে এবং চারিটী বিষয় করিতে বলিয়াছি, তাহাই এই বিষয়রসাকাঙ্ক্ষা ধোয়াইবে। সদ্গুরুর আশ্রয় নিতে চাহিলে তাঁহার উপদেশ পালনের জন্য কটিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হও।

স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেনঃ—বাবা তিনটী বিষয়ে বড় আশা করিয়া পুত্রের জন্য টাকা খরচ করিয়াছেন। প্রথমটী বিদ্যাভ্যাসে—তাহার ফল-স্বরূপ এখন বৃদ্ধকালে পিতাকে অর্থের দ্বারা সাহায্য করিতেছে। দ্বিতীয়টী বিবাহেতে—তাহার ফলে পৌত্র পাইয়াছে, নাতি ছাতি ধরিবে, পিণ্ড লোপের আশঙ্কা দূর হইয়াছে। দুইটী ঋণ

এইরূপে আংশিক পরিশোধ করিয়াছ। তৃতীয়টী উপনয়ন—দীক্ষা। তাহার ফল কি দিয়াছ? তজ্জন্য ঋণী রহিলা। প্রথমটীর উদ্দেশ্য তামসিক, দ্বিতীয়টীর উদ্দেশ্য রাজসিক, তৃতীয়টীর উদ্দেশ্য সাত্ত্বিক; এই শেষ ঋণ শোধ কর। সন্ধ্যা হইলে আরতি ও গান হইল।

স্থান—২১১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
সময়—১৩০৯ ১৬ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার
অপরাহ্ন।

——:০:——

স্বামীজীর জনৈক ভক্ত সঙ্গে একজন নূতন বাঙ্গালী যুবক আসিলেন। ইঁহার নয়টী ভাষায় অভিজ্ঞতা আছে। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিতেছেন,—পূর্ব্বোক্ত দশটী বিষয় ত্যাগ কর ও চারিটী কার্য্য নিয়ত কর।

যুবক—দানবিষয়ে যে আয়ের দশমাংশ দান করিতে বলিলেন, যদি কাহারও আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হয় সে কি করিবে ?

স্বামীজী—দশমাংশ দান অবশ্য কর্ত্তব্য ; চায় কুলায়, চায় না কুলায়। দেখ, গৃহস্থাশ্রমে লোক উনুন্, ঢেকী, কুলা, ঝাঁটা, জাঁতা এই পাঁচটি নিত্য ব্যবহার না করিয়া পারে না। ইহাতে প্রত্যহ বহু জীব নষ্ট হয় ; তাহাতে যে পাপ হয় তাহা ঐ আশ্রমের কর্ত্তারই হয়। কর্ত্তা যদি সকলের ভরণ পোষণেই সমস্ত অর্থ ব্যয় করিল—বেশ অসময়ে তাহার পরিবারের সকলে কি সেই পাপের ফল ভোগ করিবে ? নিজের জন্যও কিছু করা চাই। আর দেখ, এত সত্ত্বেও খোদ সম্রাটেরও শুনি বহু কোটী টাকা কর্জ্জ আছে। তাঁহার কত আয়, তুমিত ছার! অপর দিকে দেখ, তোমার এই

আয়েও কুলায় না, কিন্তু ৭৲ টাকা বেতনের যে দ্বারোয়ান, পুত্র-পরিবার ও নিজে এই সংসার এই বেতনে কোন মতে চালাইতেছে। সুতরাং কুলাইলে দান করিব, এই আশায় থাকাই বৃথা; আবার—দানের পরিমাণের কমবেশী দ্বারাই ফলের কম বেশী হয় না সে বিষয়ে একটি গল্প শুন ঃ—

একদিন সূর্য্যগ্রহণের সময় এক তীর্থে এক রাজা হাতী, স্বুবর্ণমুদ্রা ও নানা মূল্যবান বস্তু দান করিতেছেন দেখিয়া, এক গরীব গৃহ-শূন্য মুটীয়া নিজ অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এক সাধু তাহা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মুটিয়া বলিল—"মহাশয় কি বলিব, এই রাজা পূর্ব্বজন্মে কত দান করিয়াছিলেন, তৎফলে এ জন্মে এত বিত্ত পাইয়াছেন; পুনঃ এই জন্মে এত দান করিতেছেন, তৎফলে আগামী জন্মে কত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন! আমি নিতান্ত দুর্ভাগা, দান করিব কি অন্নই মিলে না।" সাধু ইহার অন্তরের ভাব বুঝিয়া বলিলেন—"তুমি স্নান ক'রে এস, আমি তোমার উপকার করিব।" মুটে স্নান করিয়া আসিলে সাধু বলিলেন—"তোমার সঙ্গে কি আছে?" মুটে বলিল—"কি থাকিবে? ছেঁড়া জুতা, মাথায় বোঝা নিবার ঝাঁকা, আর পরিবার ছেঁড়া কাপড়।" সাধু বলিলেন—"খুব আছে; কৌপীনের একটু কাপড় ছিঁড়ে পর, বাকী কাপড়, জুতা এবং ঝাঁকা এখানে রাখ।" মুটে তাহা করিলে সাধু বলিলেন—"এই তোমার সার সম্বল যা আছে তা দান করিতে পারিবে ত?"

মুটে বলিল—"ইহা আবার কে নিবে?" সাধু বলিলেন—"এই জিনিষ যাকে দেওয়ার দরকার, তাকে দেওয়ার জন্য ঈশ্বর-উদ্দেশ্যে এস্থানে ইহা ভগবানকে অর্পণ কর, আর বনে গিয়ে ভিক্ষা করে খাও এবং ঈশ্বরের নাম জপ কর।" মুটে তাহাই করিল।

পরে ঈশ্বরের ইচ্ছায় একই সময়ে ঐ রাজা ও ঐ মুটের মৃত্যু হইলে, মুটেকে রত্ন-রথে দেবদূতগণ ও রাজাকে কাঠের-রথে যমদূতগণ পরলোকে নিতে লাগিল; তাহাতে মুটে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল,—"অহো আশ্চর্য্য! লোকে বলে যে—

আন্ধেরা রাজ্, আন্ধেরা রাজা।
সের্ ভর্ ভাজি, সের্ ভর্ খাজা॥

এই রাজ্যে ইহাই সত্য দেখিতেছি। নতুবা যে রাজা এমন পুণ্য-ক্ষণে পুণ্য-স্থলে এত দান করিল, তাহার এই ফল; আর আমি কিছুই দিলাম না তবু এই ফল?" উভয়ে যম রাজার বাটীতে গেলে যমরাজা মুটেকে দেখিয়াই আসন ত্যাগ করিয়া কর-যোড়ে তাহাকে বলিলেন—"আসুন, আসুন, আপনার জন্যই এই সমস্ত; এই সিংহাসনে বসুন।" মুটে একেবারে অবাক্। যমরাজা তাহার ভাব বুঝিয়া রাজাকে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার কয়টি হাতী ছিল?"

* পরলোকে অন্ধকারের রাজ্য সুতরাং ইহার রাজাও বোধ হয় অন্ধ হইবেন। কারণ দেখিতেছি এদেশে এক সের খাজা, এক সের ভাজি—চিড়াদি সমান দামে বিকায়।

উত্তর—"এক শতটী।" প্রশ্ন—"কয়টা দান করিয়াছ?" উত্তর—"একটী।" প্রশ্ন—"মুক্তা-মালা কত ছিল?" উত্তর "অসংখ্য।" প্রশ্ন—"কয়টা দিয়াছ" উত্তর—"একটী।" প্রশ্ন—"কয়টা স্ত্রী ছিল?" উত্তর—"শতাধিক।" প্রশ্ন—"প্রত্যেক স্ত্রীর ঋতু রক্ষা করিয়াছ?" উত্তর—"না।" প্রশ্ন—"এই দান কেন করিয়াছ?" উত্তর—"স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য।" প্রশ্ন—"তোমার রাজ-কোষে কেন এত অর্থ জমা করিয়াছ? এত স্ত্রী কেন রাখিয়াছ, এত পশু কেন আবদ্ধ কবিয়াছ?" উত্তর—"ভোগের জন্য।" যমরাজ তখন বলিলেন,—"দানের ফল যাহা হয় পরে ভোগ করিবা, আগে নিজ ভোগের জন্য পশু, নারী, প্রজা ইহাদিগকে কষ্ট দেওয়াতে নরক ভোগ কর।"

পরে যমরাজ মুটেকে বলিলেন,—"বাবা, আপনার দানের জিনিষ আপনি কি প্রকারে পাইয়াছেন?" মুটে বলিল,—চাকুরী করিয়া।" প্রশ্ন—"আপনার পূঁজি কি ছিল?" উত্তর—"কিছুই না. খাওয়ারও ছিল না।" প্রশ্ন—"দানের পরে আপনার কি ছিল?" উত্তর—"কিছুই না, সর্ব্বস্বই দিয়াছিলাম।" প্রশ্ন—"কাহাকে এই দান করিয়াছেন?" উত্তর—"ঈশ্বর উদ্দেশ্যে।" প্রশ্ন—"কি ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন?" উত্তর—"যাহার দরকার সে যেন পায়।"

যমরাজা বলিলেন "দেখ এই রাজা অসংখ্য প্রজাপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিল ও তাহা পরকালে নিজ সুখ-উদ্দেশ্যে দান করিয়াছিল। নিজ স্বার্থের জন্য অশাস্ত্রীয় ভাবে

বহু বিবাহ ও বহু পশু আবদ্ধ করিয়াছিল, দানের সময় তাহার সহস্রাংশও দান করে নাই; যাহা করিয়াছিল তাহাও পরকালে নিজ সুখ-লাভের আশায় দিয়াছিল। সে চোর পাপী; তাহার এই ফল হবে না, কি হবে? আর আপনি পরিশ্রমের বদলে যাহা পাইতেন, তাহা হইতে আপনার কিছুই বাঁচিত না; আপনি কোন লাভের আশায় দান করেন নাই, নিষ্কামভাবে বিরাগ হৃদয়ে আপনার যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন। তাহার ফলে আপনার যথোপযুক্ত পূজা করিয়াছি। এখন সন্দেহ গেল ত?"

যুবক—পূর্ব্বে আমার বেশ ধ্যান হইত, এখন তেমন হয় না।

স্বামীজী—চিন্তা করিয়া বল দেখি, তোমার কি কোন অনর্থ ঘটিয়াছে?

যুবক—প্রথমা স্ত্রীবিয়োগই একমাত্র অনর্থ দেখিতেছি।

স্বামীজী—ঠিক, সেই কারণেই মন স্থির হয় না। একদিন যে উদ্বেগে মন চমকাইয়াছে পরে সেই উদ্বেগের ঘটনা স্মরণ মাত্রই মন বিচলিত হয়। যেমন কোন পথে চলিতে চলিতে অশ্ব চম্‌কাইলে, পুনঃ সেই স্থানে যখনই আসে তখনই চম্‌কায়; তদ্রূপ। এইরূপ চঞ্চল হওয়ার সময় বিচার-বৈরাগ্যরূপ দুই হাতে মনকে দৃঢ়রূপে ধরিয়া দেখাইতে হইবে, এই উদ্বেগের কারণ মিথ্যা, এই সংসারে কোন বস্তুকে আমার বলিয়া ধারণা করার কারণ ভ্রম। এই প্রকার ধীরে

ধীরে কিছুকাল মনকে ঐ উদ্বেগের কারণটী পরীক্ষা করিয়া দেখাইলে, মনের চঞ্চলতা দূর হবে। চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—এই সকল মনে থাকিবে ত?

চন্দ্র—থাক্‌তেও পারে। আচ্ছা, ধ্যান কি প্রকারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়?

স্বামীজী—চিত্ত-ক্ষেত্রকে বিস্তৃত নির্জ্জন ময়দান কল্পনা করিয়া তথায় ইষ্টের সুন্দর মন্দির কল্পনা কর। তাহার মধ্যে সুন্দর সিংহাসনে ইষ্ট মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার চরণ হইতে ক্রমশঃ উপরের দিকে তদ্রূপ ধ্যান কর। ক্রমে পুনরায় নীচের দিকে ধ্যান করিতে করিতে আসিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে চিত্ত স্থির কর। সন্ধ্যা হইলে আরতি অন্তে সকলেই চলিয়া গেলেন।

১৩০৯, ১৭ই অগ্রহায়ণ, বুধবার অপরাহ্ণ

স্থান—হ্যারিসন রোড।

——০ঃ০——

বহু ভক্ত উপবিষ্ট। ন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া হুগলীর কপিলাশ্রম হইতে প্রকাশিত "সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব" নামক গ্রন্থ নিয়া যাইতে বলিলেন। ডাক্তার যোগেনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ—

গুরুর উপদেশে দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত এই উভয়ই থাকে কিন্তু সিদ্ধান্তের বিষয়ই মনে রাখা দরকার। যেমন ধান্যের খোসা ছাড়াইতে উদুখলের দরকার, কিন্তু প্রয়োজন চাউল। এইটী দৃষ্টান্ত; কিন্তু ইহা হইতে সিদ্ধান্ত কি? নিজ মোহ আবরণ দূর করিতে গুরুবাক্য। নিজবুদ্ধি উদুখল, কুলা স্বরূপ। গুরুর উপদেশে প্রাপ্ত বস্তু হইতে নিজ বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া দৃষ্টান্ত ত্যাগ করতঃ সিদ্ধান্ত অংশ গ্রহণ করিবে। অথবা শরীর তুষ, আত্মা চাউল; ইত্যাদি প্রকার।

নিত্য সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও বিচার দ্বারা চিত্তের মল দূরীভূত হয়। গ্রন্থের বিষয় মুখস্থ থাকিলে অধিক উপকার; নতুবা প্রয়োজন সময় স্মরণ হবে না। বিষয়ের আকর্ষণ বড় প্রবল, বিষয়ের সঙ্গে থাকায় সঙ্গদোষে আমিও এখন জামা ও কাপড় পরিতেছি। এই সঙ্গদোষ হইতেই অধঃপতনের আশঙ্কা।

অতএব সর্ব্বদা অন্তরে বিচার জাগ্রত রাখিবে। বাহিরের লৌকিক ব্যবহার রক্ষা করিবে কিন্তু অন্তরে সর্ব্বদা বিচারও বৈরাগ্য থাকা চাই। দেখ, তোমাদের নিয়া কত মমতায় বদ্ধ আছি, কিন্তু "বম্‌ভোলা"—হাওড়ায় গেলেই মন হইতে সব দূর হয়।

চন্দ্র—সব কথা সত্য হইলেও, এই কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। ইহা সত্য হইলে কি নিয়া থাকিব।

স্বামীজী—না রে না, ইহা ঠিক। তবে কখনও কখনও কাহারও কাহারও বিষয় মনে পড়ে। যখন কেহ প্রাণের টানে টানিতে থাকে তখনই ; অন্য সময় নহে।

শরীরের কথা উঠিল। তাহাতে স্বামীজী বলিলেন ঃ—শরীরকে যাহা সহান যায়, তাহাই হয়। দেখ সাহেবদের শরীর দৃঢ় ও শক্ত করিবার জন্য কত যত্ন। এত যত্ন, যেন বোধ হয় নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হইলে, তাহাদের শরীর নষ্ট হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে পরিশ্রমে তাহারা যেন লোহার পুরুষ ; বুড়া বয়সেও ব্যায়াম করে, শরীর সবল ও সুস্থ রাখে। শরীরে বল চাই, স্বাস্থ্য চাই। দেখ, একদিন আমার খুব জ্বর হয়, সকলে বল্‌ল লেপ কম্বল গায়ে দেন ; আমার ইচ্ছা জলে ডুব দিই। তাই লোকদিগকে ছল করিয়া অন্য ঘরে পাঠাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী খালের স্রোতে গিয়া ডুব দিতে থাকি। শরীর এত গরম যেন জল সেই গরমে ফুটিতেছে। পরে সেবকেরা তাহা দেখিয়া আমাকে উঠাইয়া আনিতে চেষ্টা

করে কিন্তু আমি ডুব দিয়া পলাইতে থাকি। একজন পরিচিত ডাক্তার ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল। আমাকে ডুবাইতে ও লোকের জনতা দেখিয়া বৃত্তান্ত শুনিয়া আমাকে উঠিয়া আসিতে বলিল। আমি একটু পরে উঠিয়া আসিলে, ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিল জ্বর নাই। আর একদিন এক সাধু আমাকে বালিশ শিরে দিয়া শুইতে দেখিয়া কটাক্ষ করায়, একদিন তিনি ও আমি বাঁশের টুকরা শিরে দিয়া শুই। তাহাতে তাঁহার গলায় অত্যন্ত ব্যথা হইয়াছিল। কিন্তু আমার কিছুই হয় নাই।

দেখ, কষ্টে তিতিক্ষা চাই। ব্যস্ত হওয়ায় লাভ কি? ব্যস্ত হইলেই কি কষ্ট যায়? বিপরীত মনন দ্বারা তিতিক্ষা শিক্ষা করিতে হয় যথা—শীত ভোগের সময় ঐ শীতানুভব বিষয়ে মনোযোগ না দিয়া স্থির চিত্তে বিপরীত অনুভব অর্থাৎ গরম কালে খুব গরম পড়িলে শরীরে যেমন বোধ হয়, সেই ভাবের ধ্যান করিতে হয়; তাহাতেই শীতানুভব লাঘব হয়।

এই সময়ে ময়মনসিংহনিবাসী এম-এ ফেল্ এক যুবক আসিলেন। তিনি কিছু ফল নিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—"এই সব কি জন্য আনিয়াছ?"

যুবক—শুনেছি সাধুদের আশীর্ব্বাদে সকলেরই ভক্তির উদয় হয়, সেই জন্য আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

স্বামীজী—হাঁ ঠিক বলিয়াছ। কিন্তু সকল দেওয়া যায়, প্রকৃত আশীর্ব্বাদ দেওয়া কঠিন। আশীর্ব্বাদ দিতে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে নিজ শক্তিও দিতে হয়। তাহা কি যাহাকে তাহাকে দেওয়া যায়? সাধারণ ভিখারী এক মুষ্টি চাউল পাইলেই সকল বিষয়েই আশীর্ব্বাদ করে কিন্তু যাঁহারা বাক্য-সিদ্ধ সাধু—তাঁহারা কখনও যাহাকে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করেন না। দয়া, প্রেম, প্রীতি ইত্যাদি অপরের প্রতি করা সহজ। কিন্তু আশীর্ব্বাদ করার পাত্রের বিবেচনা করা দরকার।

জনৈক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। ইহা শাস্ত্র-সঙ্গত কি না তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিত বলিলেন,—"আমি মূর্খ।"

স্বামীজী—আপনি "মুরক্ষ"; ইহার অর্থ মুখ যিনি রক্ষা করেন। অর্থাৎ যাঁহার বাক্য সংযত। আপনি নিজেই নিজের স্তুতি করিলেন।

ইহাতে সকলেই হাসিয়া উঠিল। তৎপর সন্ধ্যার আরতি অন্তে সকলেই চলিয়া আসিল।

১৩০৯, ১৯শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার

পূর্ব্বাহ্ন।

——০ঃ০——

অদ্য কৈলাসবাবুর পুত্রের অন্নারম্ভের দিন। কালীঘাটে ঐ কার্য্যে স্বামীজী মহারাজের ভিক্ষা গ্রহণের কথা ছিল, তাই চন্দ্র ও অপর দুই এক জন ভক্ত সহ স্বামীজী মহারাজ কালীঘাট গেলেন। কিছু ডালি ও পুষ্প-মালা লইয়া আসিতে বলিয়া, তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের পূর্ব্বদ্বার দিয়া প্রবেশ-পূর্ব্বক আনন্দপূর্ণ সহাস্য বদনে মায়ের স্তব আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তথা হইতে নকুলেশ্বর তলায় শ্রীশ্রীনকুলেশ্বর শিব দর্শনে যাইতে দ্বারস্থ সাধু অঘোরনাথকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীশ্রীনকুলেশ্বরের স্তব করিলেন। পরে কৈলাসবাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশনে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। আসিবার সময় পথে গাড়ীতে জনৈক ভক্ত পূজায় প্রাণী বলির প্রয়োজনীয়তা বিষয় প্রশ্ন করিলেন। স্বামীজী বলিলেন,— যাহার যেমন প্রবৃত্তি সে তদনুসারে পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে। এ বিষয়ে কখনও আমার মতামত জানিতে চেষ্টা করিও না। তোমরা ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া কর।

ক্রমে নানা কথায় ২১১ নং হ্যারিসন রোড বাড়ীতে আসিয়া পঁহুছিলেন। তথায় চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,— “দেহেতে যে ‘আমি’ ভাব বদ্ধমূল আছে, ইহা দূর করিবার জন্য কোন্ প্রণালীতে বিচার করিতে হয়?” স্বামীজী

বলিলেন,—"পশ্চিম দরজা বন্ধ কর ত।" দরজা বন্ধ করা হইলে, বাহিরের গোলমাল অনেক কমিল; তাহা দেখিয়া বলিলেন, "এখন আমার কথা বেশ শুনিতে পারিবে।" পরে বলিতে লাগিলেন,—শরীরে যে সকল কার্য্য হয়, তাহাতে কোন্ কার্য্য কে করে তাহা আলোচনা কর; তাহার পর বুঝিতে পারিবে "আমি" নামক পদার্থের কার্য্য কি। (১) কাম, (২) ক্রোধ, (৩) শোক, (৪) মোহ, (৫) ভয়—এই পাঁচটী ক্রিয়া শরীরস্থ পঞ্চীকৃত আকাশের ক্রিয়া; ইহার মধ্যে আবার শোকে আকাশের নিজ অংশেরই ক্রিয়া অধিক, কারণ আকাশ যেমন স্থির গম্ভীর, শোকের সময়ও চিত্ত তদ্রূপ স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য প্রধান হয়। কামে পঞ্চীকৃত আকাশের বায়ু অংশের ক্রিয়াধিক্য, কারণ উভয়ই চাঞ্চল্যপ্রধান। ক্রোধে পঞ্চীকৃত আকাশেয় তেজ অংশের ক্রিয়া প্রধান, কারণ ক্রোধে তেজেরই আধিক্য অধিক। মোহেতে পঞ্চীকৃত আকাশের জলীয়াংশের ক্রিয়া প্রধান, কারণ মোহেতে চিত্ত তরল হয় ও এই অবস্থায় নানা রসাস্বাদন হয়। ভয়েতে পঞ্চীকৃত আকাশের পার্থিব অংশের ক্রিয়া অধিক, কারণ উহাতে চিত্তকে জড়ভাবাপন্ন করে। এই প্রকার অন্যান্য ভূতেরও কোনটীর কোন ক্রিয়া তাহা নির্ণীত আছে। কিন্তু এ সব প্রশ্ন এখন করিতেছ কেন? এখনও ইহাতে অধিকারী হও নাই। অনধিকারীকে উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল।

সন্ধ্যা হইল, আরতি অন্তে সকলেই চলিয়া গেল।

১৩১০, ২০শে কার্ত্তিক, শুক্রবার।

স্থান—হ্যারিসন রোডের বাড়ী।

——:-০-:——

প্রাতে গঙ্গাস্নান অন্তে স্বামীজী বাসায় আসিলেন। তথায় চন্দ্র ও বাগ্‌চি মহাশয় উপবিষ্ট। বাগ্‌চিকে দেখিয়াই স্বামীজী বলিলেন,—"তুমি বাঘ্‌জি হও, প্রকৃত বাঘ্‌জির লক্ষণ শুন্‌বে?

* * * *

বেদান্তদংষ্ট্রয়া দ্বৈতং পরম্ ভক্ষয়তি "ব্যাঘ্রঃ" ॥

চন্দ্র—আত্মভাবের স্ফুরণের বিরোধী বৈষয়িক চিন্তার মধ্যে কি করিয়া আত্ম-ভাব বিকাশের অনুকূল চিন্তা-প্রবাহ চলিতে পারে?

স্বামীজী—সেই জন্যইত প্রাতে বৈকালে দুই ঘণ্টা উপাসনার ও এক ঘণ্টা সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও সাধু-সঙ্গ করিতে বলিতেছি।

চন্দ্র—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিরুদ্ধ চিন্তায় ও নিদ্রায় একুশ ঘণ্টা অভ্যাসের শক্তি কি তিন ঘণ্টার বিপরীত চিন্তায় কাটান যায়? এই সামান্য সময়ের চেষ্টা কি একুশ ঘণ্টা-ব্যাপী বিরুদ্ধ চেষ্টার ফল নষ্ট করিতে পারিবে?

স্বামীজী—কেবল একুশ ঘণ্টার বল্‌ছ কেন? অনেক জন্মের, চৌরাশী লক্ষ জন্মের বিরুদ্ধ প্রযত্নের বিপরীত ফলও নষ্ট

করিতে হইবে। তাহা কি অল্পদিনের চেষ্টায় যায়? গীতা কি বলেন?

"প্রযত্নাৎ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধ-কিল্বিষঃ।
অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥"

* * * * *

"পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগ-ভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্॥"

অতএব আশঙ্কা কি? দেখ, বৃক্ষ ও জঙ্গলের তৃণ এক জায়গায় জন্মে, বড় বৃক্ষের নীচে ঐ জঙ্গলের তৃণ কত দিন থাকে? বড় গাছের শাখা প্রশাখা যত বৃদ্ধি হয়, ততই নীচের তৃণ নষ্ট হয়। একবার যত্ন করিয়া সাধনরূপ জল সেচনাদি দ্বারা বৃক্ষের মূল দৃঢ় করিতে পারিলেই পরে আর জল সেচন ইত্যাদির দরকার হয় না। তখন বৃক্ষ নিজেই নিজের কার্য্য করিয়া বৃদ্ধি পায় এবং নিম্নস্থ ভূমিকেও ছায়া দ্বারা শুষ্ক হইতে দেয় না—সরস রাখে। কিন্তু প্রথমে সাধনার দরকার।

চন্দ্র—মনকে স্থির করিতে চেষ্টা করিতে গেলেও বহির্জগৎ অন্তঃকরণে পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাইয়া যে বিঘ্ন জন্মায়, তাহার প্রতিকার কি?

স্বামীজী—হাঁ, তাহাতো হইয়াই থাকে। মন মহারাজ বেড়াইতে গেলেন, আর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কত ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ীতে আসিল। দেখ, আমার সঙ্গে তোমরা কত লোক আসিয়াছ। যদি আমি এখন তোমাদের সহিত বাক্যালাপ করি, তবে তোমরাও এখানে বসিয়া থাকিবা ও কথার প্রত্যুত্তর করিবা। নতুবা আমি কথাবার্ত্তা না বলিলে, তোমরা কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া চলিয়া যাইবা। সেইরূপ সঙ্কল্প বিকল্প বহু আসিবে; আসুক, তাহাদের তাড়াইতে না পারি, তাহাদের কাজ দেখে চুপ্ করিয়া থাকিব, ওদের কথা অনুমোদন করিব না; ওদের প্রার্থনায় সম্মতি দিয়া তাহাদের সঙ্গে যদি পুনরায় বাহিরে না যাই, কেবল বসিয়া তাদের কার্য্য দেখি, তবে কতক্ষণ পরে তাহারা আপনিই শান্তভাব ধারণপূর্ব্বক চলিয়া যাইবে।

চন্দ্র—উপদিষ্ট বস্তু প্রত্যক্ষ হওয়ার পূর্ব্বে কি প্রকারে তাহাতে চিত্ত স্থির হইতে পারে?

স্বামীজী—কেন? বিশ্বাসদ্বারা হইতে পারে ও হয়। দেখ জাতি ও নাম এই দুইটী অবাস্তব ও অপ্রত্যক্ষ বস্তু। আমার কি নাম আছে? দেহের কি জাতি আছে? তথাপি শ্রবণের দ্বারা বিশ্বাস হওয়ায় ওগুলি প্রত্যক্ষ সত্যবৎ ব্যবহার হইতেছে। বিপরীত উপদেশ শুনিয়াও চিত্ত হইতে উহারা যায় না। তদ্রূপ গুরুবাক্যে বিশ্বাস হইলে অদৃষ্ট বস্তুও স্বতঃসিদ্ধবৎ ব্যবহৃত হয়। দেখ “জুজু,” “ভূত,” ইহাত বাপ

মা কেহই দেখে নাই। কিন্তু সরল-বিশ্বাসী ছেলের "জুজু" মন্ত্রে দীক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার পরই উহার অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে; ঐ ধ্যান হইতে ক্রমশঃ তাহার একটা রূপও ছেলের চিত্তে উপস্থিত হইয়াছে, উহাব ক্রিয়াও বুঝিয়াছে। ছেলে বলে, "ও মা ওখানে যাব না, ওখানে "জুজু" আছে খেয়ে ফেল্‌বে উহার এমন এমন দাঁত, এমন এমন চোক" ইত্যাদি। ইহা কিসে দূর হয়? 'উহা নাই,' ক্রমে এই প্রকার ধারণা ও ব্যবহারের দ্বারা। তখন মিথ্যাভাব দূর হইয়া সত্যভাব প্রকাশিত হয়। তখন কি নষ্ট হইল? যাহা ছিল না, তাহা 'ছিল না' বলিয়াই প্রকাশিত হইল,—'জুজু' বস্তু স্ব স্বরূপেই প্রকাশিত হইল।

চন্দ্র—এই দৃষ্টান্তে (নাম রূপে বিশ্বাসের স্থলে) দেখা যায়, ঐরূপ সংস্কারের অনুকূল ভাবসমূহ নিত্য চতুর্দ্দিকে প্রত্যক্ষ হওয়াতেই ঐরূপ বিশ্বাস নিত্যই দৃঢ়মূল হইতেছে। জাতি ও নাম সকলেই ব্যবহার করে ও স্বীকার করে, অতএব সহজেই ঐভাব পরিপোষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া দৃঢমূল হয়। অধ্যাত্মভাব পরিপোষিত ও বর্দ্ধিত হইতে সুবিধা আমাদের ন্যায় জীবের কোথায়?

স্বামীজী—তাহা নাই, ঠিক। শাস্ত্রে বলে সৎসংসর্গ প্রত্যহ প্রতিক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য; তাহা না হইলে একদিন অন্তর দু'দিন অন্তর, সপ্তাহান্তর, মাসান্তর, ছয়মাস অন্তর, অগত্যা বৎসারান্তেও অবশ্য কর্ত্তব্য; ইহা হইলেও মহাভাগ্য মানিতে

হইবে। তোমাদের এখন সময় নহে, আগে সংসারের বন্দোবস্ত দৃঢ় কর। তাহাতে গোলমাল হইলে সকল নষ্ট হবে; কিছুই করিতে পারিবে না, সেই জন্যই সকলকে তেমন ভাবে উপদেশ দেই না। সেই রকম আকৃষ্ট হইলে সব নষ্ট হবে; তাড়াতাড়িতে কিছু সিদ্ধ হয় না, উভয় দিক নষ্ট হয়। বিষয়ের সুবন্দোবস্তে গোলমাল হইলে আধ্যাত্মিক কার্য্য করিতেও বিষম বাধা পাইতে হবে।

চন্দ্র—বিষয়ের সুব্যবস্থা করিলেও কর্ত্তার প্রত্যহই সংসারিক কার্য্যে দৃষ্টি রাখিতে হয়। কর্ত্তার দৃষ্টি ও আলোচনা না থাকিলে হাজার সুব্যবস্থায়ও কার্য্য উল্টাপাল্টা হয়।

স্বামীজী—হাঁ, কাহারো কাহারো এই কষ্ট হয়। কিন্তু কাহারো এই কষ্ট সহজে চলিয়া যায়।

অন্য প্রসঙ্গ উঠিল।

চন্দ্র—ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, না প্রযত্নের দ্বারা জন্মাইতে হয়?

স্বামীজী—না, ভক্তি জন্মান যায় না, জীবের পক্ষে উহা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। তবে প্রযত্নের দ্বারা উহাকে বাড়াইতে হয়। অনুকূল প্রযত্নে বৃদ্ধি ও প্রতিকূল প্রযত্নে হ্রাস হয়। কিন্তু সময় সময় দেখা যায়, যাহার প্রতি ভক্তি বা অনুরাগ পূর্ব্বে ছিল না, অপরের চেষ্টায় সেই বিষয়ের প্রতি ভক্তি অনুরাগ উদয় হয়। যেমন বালকের বিদ্যাভ্যাসের প্রতি পূর্ব্বে ভক্তি অনুরাগ থাকে না, পরে পিতা মাতা ও গুরুজনের

শাসনে এবং অভ্যাসবশতঃ অত্যন্ত অনুরাগ হয়। রস পাইলেই ইহা বাড়ে।

চন্দ্র—এই দৃষ্টান্তের স্থলে ভক্তির বা অনুরাগের বস্তু প্রত্যক্ষ থাকে, নিত্যই প্রায় সম্মুখে থাকে ও তৎসহিত প্রায়ই সঙ্গ হয় কিন্তু অধ্যাত্ম বিষয়ে ভক্তির লক্ষ্যীকৃত পদার্থ সেইরূপে পাই কই? এই অবস্থায় কি প্রকারে ভক্তি বৃদ্ধি হইবে?

স্বামীজী—অনুকূল সংসর্গদ্বারা সে অবস্থায় ভক্তি বৃদ্ধি হবে। সকল সময়েই কি ভক্তির বস্তু সম্মুখে থাকে? তখন তচ্চিন্তা ও তদনুকূল সংসর্গই ভক্তিবৃদ্ধির কারণ। গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হইল কিংবা তিনি উপদেশ দিয়াছেন "ইষ্ট ধ্যান করিতে হবে।" গুরুর সহিত, কি ইষ্টের সহিত বহুকাল পরে একবার দেখা হইল, তাহার পর কি ভক্তি থাকিবে না? অবশ্য থাকবে। পুনঃ দর্শনআশায় প্রকৃত ভালবাসা বৃদ্ধি হবে। অধ্যাত্মরাজ্যে ভালবাসার লক্ষ্য পদার্থ কি?

কথা শেষ না হইতেই বেলা অধিক হওয়ায় স্বামীজী ভিক্ষায় গেলেন, অপরাহ্নে পুনরায় ভক্তগণ একত্র হইল।

স্বামীজী—আধ্যাত্মরাজ্যে প্রেমের লক্ষ্য কোথায় দেখ। খোকা চায় একটু মাই (দুধ), আর কিছু চায় না; তখন ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত দিলে লাথি মারিয়া দূরে নিক্ষেপ করে; ক্রমে বড় হইলে, ঐ প্রেম গেল কোথায়?—তখন খেলা ভাঙ্গিয়া খাইতে ডাকিলেও রাগ হয়। পরে গেল বিদ্যায়, অর্থে,

মানসম্ভ্রমে, বাড়ীতে, স্ত্রীতে, পুত্রে। এমন সংসারে আগুন লাগিল, ঘর, স্ত্রী, পুত্র, অর্থ সব গেল, আগুনে ভস্ম হইল, নিজে মরে না কেন? সকল অপেক্ষা নিজ দেহেতেই তখন অধিক প্রেম। অন্তরে সংসারের বীজ রহিয়াছে—দেহ রক্ষা হইলে আবার এসব হইতেও পারে। ঐ ব্যক্তি বনেতে ডাকাতের হাতে পড়িল; ডাকাত ইহার একখানা হাত, তাহাদের একজনের হাত চিকিৎসা করিতে কাটিয়া নিতে চাহিল। না দিলে জোর করিয়া নিবে। তখন সে অনিচ্ছাতেও একখান হাত দিল; মনে ধারণা এক হাত যায় যাউক কি করি, প্রাণ ত থাকিবে? তখন প্রেম গেল প্রাণে। আবার সমস্ত শরীরে পোকা পড়িল, কুষ্ঠ হইল; তখন বেদনায় সে বলে আমার প্রাণ যায় ত আমি সুখী হই। কে সুখী হয়? তখন ব্যক্তি নিজ স্বরূপ পাইতে—উপাধি মুক্ত হইতে চাহে; ইহাতেই তাহার প্রেম তখন আবদ্ধ হইল। ইহাই আমাদের বাড়ী, এ বাড়ী আনন্দময়, ইহাতেই আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রেম আবদ্ধ। এই প্রেম কি বিক্রী হয়?

চন্দ্র—কোথায় বিক্রী হবে? আর ইহার মূল্যই বা কি জানি না।

স্বামীজী—ইহাও বিক্রী হয়, ইহারও মূল্য আছে। উহার মূল্য "প্রাণ"। প্রাণ দিলে, উহা পাওয়া যায়। আর প্রাণ দিয়াও যদি পাওয়া যায়, তবেও বহু ভাগ্য। প্রাণ ত আমার নহে, উহা পরের জিনিষ; ইহাও একদিন ছাড়িতে হবে। এই

তুচ্ছ পদার্থ দিয়াও যদি এমন অমূল্য বস্তু পাওয়া যায় তবে বহু ভাগ্য বলিতে হইবে।

চন্দ্র—ধ্যানের সময় বা একটী অধ্যাত্ম ভাবের বিচার-পূর্ব্বক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে গাঢ় চিন্তার সময় অলক্ষিত-ভাবে যে তন্দ্রার ন্যায় অবস্থা হইয়া বিঘ্ন ঘটায়, ইহার প্রতীকার কি ?

স্বামীজী—এই অবস্থাতে দুইটী পথ হয় ; একটীতে তমঃ আসিয়া মোহাভিভূত করে ও নিদ্রার ভাব হয়। অপরটীতে চিন্তার পর ক্রমে চিত্তবৃত্তি লয় হয় ও আত্মভাব প্রকাশ হয়, এইটীই উত্তমা গতি।

চন্দ্র—দুইটীর পার্থক্য কি ?

স্বামীজী—তখন পার্থক্য করা যায় না ; কিন্তু সে অবস্থার পর জাগ্রত ভাব হইলে, পূর্ব্ব অবস্থায় যে স্মরণ হয়, তখন পার্থক্য বিচার করা যায়। যদি জাগ্রত হইবার পরেই ঘট পটাদি বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তবে পূর্ব্বে নিদ্রা হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। আর যদি জাগ্রত হইবার পর আনন্দ অনুভবের স্মৃতি, জ্বলন্ত জ্ঞান ও প্রকাশভাবের উদয় হয়, তবে পূর্ব্বে সমাধি হওয়া বুঝিতে হইবে। শুদ্ধ প্রকাশরূপে স্থির থাকিতে হইবে। ধ্যানের এই অবস্থায় খুব সাবধান থাকা দরকার। শুদ্ধ-সত্ত্ব প্রধান যে মায়া, তৎসহিত প্রতিবিম্বিত যে চিৎ তাহা, এবং শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, এই দুইটী পৃথক অবস্থা। একটীর সহিত অপরটীর গোল হয়।

চন্দ্র—এই অবস্থায় নিদ্রারূপ বিঘ্নের প্রতীকার কি?

স্বামীজী—নিদ্রা যখন তখনই হইতে পারে বটে, তথাপি সুনিদ্রা অন্তেই ধ্যান কর্ত্তব্য। যেমন শেষ রাত্রে। কিন্তু তখনও খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বসা চাই।

স্থান—কলিকাতা, ২১১নং হ্যারিসন্ রোড্।

সময়—১৩১০ ২১শে কার্ত্তিক, শনিবার।

—— ০ঃ ঃ০ ——

অদ্য অপরাহ্নে কৈলাসবাবুর পিতা ও দুর্গাচরণ বাবু আসিলে কৈলাসবাবুর পিতাকে স্বামীজী তাঁহার কাশীতে বাড়ী করার কি হইল জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—অদৃষ্টে থাকিলে হবে।

স্বামীজী—না পুত্র, চেষ্টা চাহি, না হ'লে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। তোমার পুত্রগণ যোগ্য, তোমার চিন্তা কেন? কৈলাসের পিতা—তাহা ঠিক; কিন্তু ছেলের নিত্য অসুখ, তাহাব জন্য ভাবনা।

স্বামীজী—এত মমতা কেন? কত দেহ কাটাইয়াছ, কত মাতা, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, পরিবার ছিল। সব ভুলিয়াছ; চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে মানব জন্ম পাইয়াছ। বহু জন্ম কষ্টের পর কষ্ট পাইতে পাইতে উৰ্দ্ধকণ্ঠে কাতর প্রাণে ঈশ্বরকে ডাকিয়াছ, তিনি তোমাকে দুর্ল্লভ মানব জন্ম দিয়াছেন, তাহার ফল কি? পাপ, পুণ্য এই দুইটি উভয়দিকের পাল্লায় সমান আছে এমন অবস্থা হইলে পর, মনুষ্য জন্ম পাইলা। এখন তোমার ইচ্ছা, চাই পুণ্য বৃদ্ধি করিয়া, এই সংসারচক্র ভ্রমণ

ছাড়, চাই পাপের বোঝা ভারি করিয়া জন্মমৃত্যুচক্রে পুনরায় যাও। দেখ চতুর্দ্দিকে দেওয়াল-ঘেরা একটা বাড়ী, তাহার একটী দরজা, কোনও অন্ধ যষ্টিহস্তে তাহার ভিতরে কি আছে জানিতে প্রবেশ করিল; ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া বাহির হইবার ইচ্ছায় এক হস্তে লাঠি ধরিয়া অন্য হস্তে দেওয়াল ধরিয়া ধীরে ধীরে দ্বারাভিমুখে আসিতেছে। দ্বারে দ্বারোয়ান প্রভৃতির বাসস্থানে অনেক মশক আছে। অন্ধ দ্বারে আসিয়া মশকের কামড়ে লাঠি বগলে নিয়া ও দেওয়ালের হাত ছাড়িয়া মশা মারিতে মারিতে দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া, মশক দূর হইলে পুনঃ চলিতে লাগিল: এইরূপে ভ্রমে দরজা পার হইয়া গেলে, পুনরায় ঐ বাটীর মধ্যে ভ্রমণে পড়িল। শেষে ক্ষুৎ-পিপাসায় ও রৌদ্রে কাতর হইয়া কাঁদিতে লাগিল,—"কে কোথায় আছ, এই অন্ধ বিপন্নকে পার কর।" তাহার ক্রন্দনে ব্যথিত-হৃদয় কোন মহাত্মা তাহার হস্তধারণপূর্ব্বক পথ দেখাইয়া দিয়া তাহার বিষম দুর্গভ্রমণ বন্ধ করিয়া দিল। তদ্‌বৎ হে জীব! চৌরাশী লক্ষ্য যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে, যখন মুক্তি-দ্বার মানব জন্মেতে আসিলা, তখন এই দ্বারে মশকরূপে পুত্র, কলত্র, ধন, পদ, যশঃ প্রভৃতি কামনা আসিয়া দংশন করায় ধর্ম্মরূপী লাঠির ব্যবহার বন্ধ করিয়া ক্রমে পুনঃ সংসারচক্রে ভ্রমণে পড়িলা। তখন ত্রিতাপে তপ্ত

হইয়া, ক্রন্দন করিয়া পথের বিষয় জিজ্ঞাসু হওয়ায়, কোন মহাত্মা পথ দেখাইয়া দিল; তোমাদের ক্লেশ দেখিয়া আমিও সাধ্যানুরূপ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিলাম। এখন তোমাদের ইচ্ছা উহা পালন কর কি না কর। যাবত শরীরে শ্বাস থাকে, তাবৎ নিজ মঙ্গলানুরূপ কার্য্য কর। শেষ সময় যখন যম-তাড়নায় অস্থির হইবা, আর বাক্ বন্ধ হইবে, তখন ধর্ম্ম করিবার মন হইবে। কিন্তু তখন যে পরবশ; পুত্র সের দুই সের চাউল ও কিছু পয়সা ব্রাহ্মণকে দিবে, আর সমস্ত নিজ প্রাপ্য-জ্ঞানে রাখিবে। বল, কে তোমার মনের মত কাজ করিবে? অতএব স্ববশ থাকিতে কাজ করিয়া লও।

দুর্গাচরণ—পুরুষকার কতদূর করিতে পারে? আর দৈব কি অবাস্তব জিনিষ?

স্বামীজী—দৈব আর পুরুষকার উভয়ই চাই; কিন্তু পুরুষকারই প্রধান। দেখ, আমার দৈব বা প্রারব্ধে আছে, তোমা হইতে খাওয়ার পাইব, আমার দৈব তোমার অন্তরে প্রেরণা করিল,—সাধুকে কিছু আহার্য্য দেই; আমি কিছু বলিলাম না, তুমি কিনিয়া আনিয়া ধরিলা; আমি স্পর্শও করিলাম না। আমার দৈব তোমার অন্তরে আরও বলপূর্ব্বক প্রেরণা করিল, তুমি আমার মুখের সম্মুখে ধরিলা, অথবা মুখের মধ্যে ঢুকাইয়া দিলা; কিন্তু এখানে গিয়াই আমার

দৈব শেষ হইল। এখন পুরুষকার—চর্ব্বণ—গিলন—দরকার; নতুবা দৈবে ভোগ জন্মাইতে পারিল না।

দুর্গাচরণ—ইহা হইল অনুকূল দৈবের কথা; প্রতিকূল দৈবের স্থলে পুরুষকার দৈবকে কতদূর বাধা দিতে পারে?

স্বামীজী—খুব পারে।

চন্দ্র—তবে দৈব আর পুরুষকার একই হইল—যাহা পূর্ব্বকৃত পুরুষকার, তাহাই এখন দৈব।

স্বামীজী—হাঁ, ইহাই ঠিক।

জনৈক ভক্ত—আমার কাম প্রভৃতি অত্যন্ত বেশী; ইহার প্রতীকার কি?

স্বামীজী—তুমি গমনাগমন কি বসিয়া থাকার সময় কি স্ত্রী, কি পুরুষ কদাচ কোনও ব্যক্তির কোমরের উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না। মনের যে প্রবৃত্তি হয়, তাহা সঙ্গদোষ জন্য; নেত্রে নেত্রে পতিত হইলেই তৎক্ষণাৎ টানিয়া নিবে। অতএব যেমন গাড়ীর ঘোড়ার দুই পার্শ্বে চামড়ার আবরণ দেয়, তদ্বৎ চক্ষুকে সোজা নীচের দিকে রাখিও। যেন কোমরের উপরে না যায়। মনে রাখিও "দৃষ্টিরেব স্বষ্টি।"

স্থান, কলিকাতা—২১১নং হ্যারিসন্ রোড।

সময়—১৩১০ ২২শে কার্ত্তিক, রবিবার।

——০ঃ-ঃ০——

অদ্য প্রাতে ললিত ও নগেন্দ্রসহ নবীন স্বামীজীর ফটো তুলিলে, পরে স্বামীজী সকলকে আঙ্গুর ফল বিতরণ করিতে বলায়, চন্দ্র আগে স্বামীজীকে না দিয়া, অন্যান্যকে দিতে উদ্যোগ করিলে, জনৈক ভক্ত তাহার ভ্রম বুঝাইল। স্বামীজী তাহাতে বলিতে লাগিলেন, ঃ—

দেখ, সুদামা ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণ মহারাজ ও অন্যান্য পড়ুয়া একত্রে গুরুর জন্য কাঠ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। পথে ফল পাইয়া সকলে ভাগ করিয়া নিল, সুদামার অংশ হইতে সুদামা অর্দ্ধেক শ্রীকৃষ্ণের জন্য রাখিবার মনন করিয়া, পরে আহারের সময়, আস্বাদ পাইয়া সমস্ত নিজেই খাইয়া ফেলিল। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে সুদামা! আমার ফলের অংশ কোথায়?' সুদামা লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। তাহাতে কৃষ্ণ বলিলেন, তুমি বড় গরীব হইয়াছ। কালক্রমে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার রাজা হইলেন। সুদামা যেই গরীব সেই গরীবই রহিলেন; দিনান্তে বহু ক্লেশেও খাওয়ার মিলিত না। একদিন সুদামার গৃহিণী তাহাকে বলিলেন,—'শুনিয়াছি তোমার সমপাঠী শ্রীকৃষ্ণজী

এখন দ্বারকার রাজা, তাঁহার নিকট গিয়া কিছু ভিক্ষা করিয়া আন না ?' সুদামা বলিলেন,—'দূর দূর' বন্ধুর নিকট আমি প্রাণান্তেও ভিক্ষার্থে যাইতে পারিব না।' গৃহিণী বলিলেন,—'আচ্ছা, ভিক্ষার্থে না হউক, দর্শন করিতেও ত যাইতে পার ?' সুদামা বলিলেন—'হাঁ, তাহা পারিব।' এই বলিয়া তালাস করিতে করিতে তিন চারি মুষ্টি চিড়া মাত্র পাইয়া তাহাই বন্ধুর জন্য বস্ত্রে বাঁধিয়া দ্বারকা যাত্রা করিলেন এবং যথা সময় তথায় উপস্থিত হইলেন। দ্বারী মহারাজের অনুমতি ভিন্ন ভিতরে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় সুদামা বলিলেন,—'তোমাদের রাজাকে বলিও যে তাঁহার পড়ার সময় কাষ্ঠ আহরণের ব্যাপারে পরিচিত বাল্যবন্ধু ব্রাহ্মণ আসিয়াছে।' শ্রীকৃষ্ণ সুখশয্যায়—রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীগণ সেবা করিতেছেন; এমন সময় ঐ সংবাদ শ্রবণমাত্রই শ্রীকৃষ্ণজী স্বহস্তে পাদ্য অর্ঘ লইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন ও এই সুদামার পদধূলি নিজ মস্তকে লইয়া, অপরাধীর ন্যায় ক্ষমা প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহাকে অন্তঃপুরে নিলেন। বহু সেবা ও আহার করাইবার পরে শ্রীকৃষ্ণজী সুদামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধুর জন্য কি আনিয়াছ ?" সুদামা ত লজ্জায় মরিয়া যান; এমন রাজা, কত রাজ-ভোগ্য খান, তাঁহার জন্য তিনি কি আনিয়াছেন, এই চিন্তাতেই তিনি লজ্জিত। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি লুক্কায়িত স্থান হইতে সেই চিড়ার পুটুলি বাহির করিয়া, ক্রমে দুই

মুষ্টি আহার করিয়া তৃতীয় মুষ্টি নিবামাত্রই রুক্মিণী তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'প্রভো তোমার যথাসর্ব্বস্বই যদি এই ঠাকুরকে দিবে, তবে আমরা কোথায় যাব?' প্রেমের ঠাকুরের এই কার্য্যের ফলে সুদামার দারিদ্র্য দূর হইল।

এই আখ্যান বলিতে বলিতে স্বামীজীর বদন-মণ্ডল প্রেমে আরক্তিম হইল, চক্ষুতে অশ্রুর আবির্ভাব হইল। যেন অনেক কষ্টে মনোভাব চাপিয়া গেলেন।

স্থান—২১১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

২৩শে কার্ত্তিক সোমবার ১৩১০।

—০ঃ*ঃ০—

প্রাতে স্বামীজী ও বাগ্‌চী গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতে সঙ্গে অপর একটি ভদ্রলোককেও নিয়া আসিলেন। বাগচীকে বলিলেনঃ—বৈরাগ্য চাহি, যদি না হয় তবে (অপর ভদ্র লোককে দেখাইয়া) ইহার মত জবরদস্তি দ্বারা বৈরাগ্য উৎপাদন করাইব। দেখ, ইনি হরির অংশ ধর্ম্মার্থ দেয় নাই, এখন মোকর্দ্দমায় ইহার কত ব্যয় হইয়া যাইতেছে। তুই ত বাঘ মহাশয় আছিস, শৃগাল হইতে দিব না। দেখ, ভগবানের অংশ ভগবান যে প্রকারেই হয় নিবেন, কেবল শাসন করিয়াই ছাড়িবেন না। এক গল্প শুনঃ—

এক শেঠের সেবাতে একটি ছেলে ছিল, সে কায়মনোবাক্যে তার সেবা করিত; শেঠ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কত দ্রব্য দিতে চাহিল, সে কিছুই গ্রহণ করিল না; শেঠের প্রবল ইচ্ছা হইল এই নিঃস্ব ব্যক্তিকে ধনী করিয়া দিব। এই মনে করিয়া ঐ ছেলের নামে একটি দোকান চালাইবার জন্য ঘর স্থির করিয়া গোমস্তা দ্বারা কারবার চালাইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং স্বয়ং ঐ ধনী শেঠ একখানা পাপোষ হস্তে করিয়া রাস্তা দিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া অনেক সদাগর জিজ্ঞাসা করিলেন“শেঠজী, এ কি?” শেঠজী বলিলেন

"একজন উত্তম লোক দোকান পাতিবে, তাহার জন্য নিতেছি"। সকল সদাগর ভাবিল এমন ধনী শেঠ যাহার জন্য নিজহস্তে পাপোষ নিতেছেন, সে নিশ্চয় খুব বিশ্বাসের লোক; তাহার সঙ্গে বাকীর কারবারে ক্ষতির আশঙ্কা নাই। এই প্রকারে বাকী দ্বারাই ঐ ছেলের কারবার বহু বৃদ্ধি হইল এবং ক্রমে ছেলের গাড়ী, ঘোড়া, বাড়ী হইল। একদিন ঐ ছেলেকে বন্ধু সহ গাড়ী দৌড়াইয়া যাইতে দেখিয়া শেঠের আনন্দ হইল। তিনি ভাবিলেন ছেলে গাড়ী থামাইয়া দেখা করিয়া যাইবে; কিন্তু ছেলে আমোদে গল্পে মত্ত, সে শেঠের স্মরণও করিল না। শেঠের ইহাতে বড় দুঃখ হইল এই প্রকার আও দুই চারিদিন দেখিয়া শেঠজী চিন্তা করিলেন "আহো অহঙ্কার! এখন ত এই ব্যক্তি স্বতন্ত্র কর্ত্তা হইয়াছে ইহার সংশোধন কি প্রকারে হয়। বহু চিন্তার পর শেঠজী পুনঃ ঐ পাপোষ খানা একদিন রাস্তা দিয়া টানিয়া আনিতে লাগিলেন। তাহা—দেখিয়া লোক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; ""শেঠজী, এ আবার কি?" শেঠজী বলিলেন "ছেলে বিগ্‌ড়-ইছে"। এই কথা মুহূর্ত্ত মধ্যে বাজারে প্রকাশ হইলেই সকল সদাগর বাকী টাকা পড়িবার ভয়ে তাড়াতাড়ি অসিয়া ঘর দরজা শিল মোহর করিয়া বন্ধ করিল। ছেলেটি হাওয়া খাইতে বাহিরে গিয়াছিল, আসিয়া দেখে সমস্ত বন্ধ, পাওনাদার সকলেই একত্রে টাকা দাবী করিতেছে। বস্, একদম্ সব ফুরাইয়া গেল।

এই স্থলে শেঠ ভগবান। ছেলে জীব। পাপোষ নগণ্য দেহ। উন্নতি মনুষ্য-দেহ-ধারী জীবের চিত্ত, বুদ্ধি প্রভৃতি নানাগুণ। ফেলপড়া মৃত্যু।

স্বামীজী পুনঃ বলিতে লাগিলেন ঃ—এই সব কথা যেন স্মরণ থাকে। দেখ, চক্ষু দুই আঙ্গুল পরিমাণ বস্তু, তাহার মধ্যে সাদা অংশ আরও ছোট, তাহার মধ্যে কাল অংশ আরও ছোট, তাহার মধ্যে গাঢ় কাল অংশ আরও ছোট, তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম কেন্দ্র কতই ক্ষুদ্র। কিন্তু এইটি এত বড় বিশ্বকে দেখিতেছে। যদি চক্ষুর এই কেন্দ্র স্থানে কিছু পড়ে, তবে সে কি তাহা দেখে? কেন দেখে না?—যে হেতু ইন্দ্রিয় বহির্মুখ হইয়া সৃষ্ট; সে আপনার বাহিরের বস্তু দেখিতে পারে কিন্তু অন্তরের বস্তু সে গ্রহণ করিতে পারে না। যে অন্তরে থাকিয়াও সব গ্রহণ করে সে কে? দেখ, তুমি এস্থলে বসিয়া আছ, আমি কথা কহিতেছি; কিন্তু কিছু পরে তুমি বলিলে—"আপনি কি বল্‌ছিলেন, ফের বলুন, আমি শুনি নাই।" হরি, হরি! কেন; তুমিত এখানেই আছ, তবে কে বলে যে "শুনি নাই।" কে চলিয়া গিয়াছিল? যে গিয়াছিল তাহাকে ধরিতে চেষ্টা কর। যোগিগণ এইটীই ধরিয়া সাধনা করেন। তোমরাই ত যোগ জান অথচ বল "যোগ জানি না।" এই যে বলিলে "আমি শুনি নাই" ইহা যে বড় যোগের কথা—চক্ষু-কর্ণ-যুক্ত স্বদেহ এস্থলে থাকিয়াও কি গাঢ় যোগে অন্য বিষয়ে ধ্যানস্থ ছিলা? কালী কলম লইয়া

লিখিতে বসিয়াছ; বস্, সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তি ঐ লিখিতব্য বিষয়ে ধ্যানস্থ হইয়াছে; বাপ্‌রে বড় যোগীই ত আছ!

তবে বিষয় ভেদে বিষয়ী, আর বিয়াগী বলা হয়। চিত্তে যাবৎ বিষয়-বৈরাগ্য না হয় তাবৎ পরমার্থপথে চিত্ত লাগে না; অজ্ঞানের জন্য বিষয় বাসনা থাকায় উপদেশ চিত্তে স্থির হয় না। গুরু ত চাহেন, শিষ্য সমস্ত উপদেশ গ্রহণ করে। একজনের বহু অর্থ বাড়ীতে বসিয়া আছে তাহাতে সুখ কি? ভাল বিশ্বাসী লোকের নিকট সুদে লাগিত্ করিলে মূলধনও বজায় রহিল, অথচ উভয়েরই লাভ হইল। গুরুও শিষ্যের নিকট তাহার অর্থ সঁপিয়া দিতে চাহেন, যদি নষ্ট না করে ও মুনাফা দেয়। হে পুত্র! তেমন শিষ্যও ত দেখি না যাহার নিকট সমস্ত দিতে পারি।

দেখ, মায়ের স্তনে দুধ-ভার হইয়াছে, তিনি পুত্রকে খাওয়াইলে পুত্রেরও ক্ষুধা দূর হয়, নিজের দুধের বেদনাও যায় আর পুত্রও বিশেষ আনন্দে হাত পা নাড়ে ও বল বৃদ্ধি করে; মায়েরও পুনরায় তাহা দেখিয়া সুখ হয়। কিন্তু ছেলের মুখে যদি ফোস্কা হয় তবে মা তাহার মুখে দুধ ভরিয়া দিলেও সে টানে না, চিপিয়া দিলেও গিলিতে পারে না, ছেলেরও ক্ষুধা দূর হয় না, মায়েরও কষ্ট হয়! তদ্বৎ আমি ত খুব দিতেছি, চিপিয়া চিপিয়া দিতেছি, তোমরা নেও কৈ—নিয়া বললাভ কর কৈ? আমি কি করিব?

এই যে উপদেশ-গ্রহণ হয় না ইহা বুদ্ধির দোষ। বুদ্ধির দোষ চারি প্রকার ঃ—(১) মন্দবুদ্ধি, (২) বিষয়-আসক্তি, (৩) কুতর্ক, (৪) দূরাগ্রহ।

(১) মন্দ বুদ্ধি অর্থে মোটা বুদ্ধি। একজনকে গোধুম পিষিতে বলা হইল; সে রাত্রি ভরিয়া গোধুম পিষিতেছে—আর কুকুরে সমস্ত খাইতেছে; প্রাতে দেখে গোধুম কিছুই নাই। তাহাকে গোধুমের আঁটা সংগ্রহ করিতে বলা হয় নাই, সে সংগ্রহও করে নাই। এস্থলে যাঁতাটী—দিবারাত্রি; ঘুরাইবার কাষ্টদণ্ড—সংকল্প বিকল্প; গোধুম—পরমায়ু; —কুকুর কাল।

(২) বিষয়াসক্তি যথা ঃ—চিল, শকুনী বহু ঊর্দ্ধে নির্ম্মল প্রশান্ত গগনে উড়িতেছে; কিন্তু যেই দেখিল নীচে মৃত ও গলিত শব পড়িয়া আছে অম্‌নি ঐ সুনির্ম্মল শীতল আকাশ ত্যাগ করিয়া ত্রস্তভাবে উহা ভোগ করিতে নীচে নামিয়া আসিল; কিন্তু ভোগইবা ভাগ্যে হয় কৈ? মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের কিরণে মৃত্তিকা তপ্ত, পার্শ্বে কুকুর উহা ভোগ করিতে বা তদুপরি বসিতে দিতেছে না, উত্তপ্ত বালুকাতেও বসিতে পারে না আবার ভোগলিপ্সা থাকায় চলিয়া যাইতে পারিতেছে না। এস্থলে ঊর্দ্ধ আকাশ—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। শকুনী—তদ্‌বিহারী জীবাত্মা। গলিত শব—মলমূত্র কৃমিপূর্ণ শরীর। উত্তপ্ত বালুকা—আধিভৌতিক তাপ। বিষয় লিপ্সা—আধ্যাত্মিক তাপ। কুকুর—আধিদৈবিক তাপ। ফল—ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্টঃ—বিষয় ভোগ হইল না, স্বরূপ-চ্যুতি হইল।

(৩) কুতর্কঃ—এক পক্ষ সিদ্ধান্ত করে,—কুতর্ককারী পক্ষ কেবল ঐ সিদ্ধান্তে দোষ দেয়। এক পক্ষ বলে "তুমি মূর্খ, বুঝ না," অপর পক্ষ বলে "তুমি মূর্খ, বুঝ না"। ফলে ঈর্ষা-দ্বেষ ও মনের অস্থিরতা বৃদ্ধি হয়।

(৩) দূরাগ্রহ ঃ—অর্থাৎ বুঝাইয়া দিলে বুঝিয়াও পুনঃ পূর্ব্ব-অভ্যস্ত উপদেশ-বিরুদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্তি। বালক লাল ফুল লইয়া খেলিতেছে, পিতার ইচ্ছা সে উহা—ফেলিয়া সাচ্চা লাল মতি নেয়। পিতা বালকের হাতের ফুল ফেলিয়া দিতেই বালকের ক্রন্দন ও লাল সাচ্চা মতি হাতে দিলে তাহা দূরে নিক্ষেপ করা। এস্থলে বালক—অজ্ঞানান্ধ জীব। ফুল—বিষয় রস। লালমতি—তত্ত্বজ্ঞান। পিতা—সদ্‌গুরু।

এই চারিটী বুদ্ধি-দোষের প্রতীকার চারিটি আছে। যথা ঃ—

সেবা মন্দবুদ্ধি কাটে, বৈরাগ্য বিষয়াসক্তি।
শ্রদ্ধা কুতর্ক কাটে, শ্রবণ দূরাগ্রহ অভাগ্য ॥

চন্দ্র—এখন ত ঠিক চলে, বুঝাইলেই বেশ বুঝা যায়। কিন্তু আপনার সম্মুখ হইতে গেলেই ক্রমে বিস্মরণ হইতে থাকে।

স্বামীজী—এক কথাতেই ধার্য্য হয়—যদি অন্তঃকরণ ছাফ্ থাকে। দেখ, বালকের অন্তঃকরণ প্রশান্ত, হিংসা দ্বেষ অভিমান স্থান পায় নাই, উহা বৈরাগ্য ব্রহ্মচর্য্য প্রেমপূর্ণ। এমন সময় মা যেই বলিলেন—ঐদিকে যেও না "জুজু" আছে, অমনি "জুজু" উহার চিত্তে দৃঢ় অঙ্কিত হইল। বালকের ন্যায় এমন অন্তঃকরণ যুক্ত হইতে চেষ্টা কর।

চন্দ্র—এখন আপনি সম্মুখে আছেন, তাই এখন সন্দেহাদি প্রশ্নোত্তর দ্বারা মীমাংসিত হয়; কিন্তু এরূপ কতদিন চলিবে?

স্বামীজী—কেন? আগে নিজের মনে নিজে স্থির হইয়া অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ দূরের চেষ্টা কর; একদিন দুইদিন তিনদিনও যদি সমাধান না হয়, পত্রের দ্বারা উত্তর লইও।

চন্দ্র—এইরূপেই বা কতদিন চলিবে?

স্বামীজী—এখনই কি সমস্ত নিতে চাও? দিতে পারি কিন্তু নিতে পার কৈ?

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটীভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা জীবোব্রহ্মৈব নাপরঃ॥"

চন্দ্র—চেষ্টা সত্ত্বেও সময় সময় এমন প্রবল বিষয়াসক্তি ও মনের চঞ্চলতা হয় যে আর বুঝি নিজের শক্তিতে কুলায় না। তখন নিরাশা আসিয়া অস্থির করে।

স্বামীজী—অহো! না বাছা এমন ভয় কখনও করিও না যখন শুভ পন্থা ধরিয়াছ তখন একদিন না একদিন অবশ্যই জয়ী হইবে। এমন স্থান আশ্রয় কর নাই যে মধ্য পথে ছাড়িয়া দিবে। পরমার্থ রস যখন একবার পাইয়াছ আর তখন যাও কোথা। তবে যেমন চেষ্টা তেমনই সত্বর পথ অতিক্রম করিবে। পূর্ণ নিরভিমানপূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয়কারী ঝট্‌ পার পায়। যাহার কম, তাহার গৌণ হয়।

১৩১১ সন ১৫ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

স্থান—ইডেনগার্ডেন কলিকাতা।

—○*○—

স্বামীজী অপরাহ্ণে ইডেনগার্ডেনে বেড়াইতে গেলেন। নিকটে চন্দ্রকে দেখিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিলেনঃ—চিত্তের বিক্ষেপ হয় কেন? দেখ, ছিলে নিত্য মুক্ত সদানন্দ; হইলে অনিত্য, বদ্ধ, ক্ষণানন্দ। এইটি কেন হয়?

চন্দ্র—ভ্রমের দরুণই এইটি হয়। এই ভ্রম হইতেই অবিচার অবিবেকাদি আসে।

স্বামীজী—এই চঞ্চলতার কারণ নিজেই। দেখ, যেমন প্রদীপ; সে স্থির থাকে না, কেন?—বায়ুর চঞ্চলতায়। বায়ু কেন চঞ্চল হয়?—তাহার কারণ অগ্নি। অগ্নি নিজেই তৈল হইতে বায়ু উৎপন্ন করিতেছে এবং চতুর্দ্দিকের বায়ুকে কম্পিত করিতেছে; সেই জন্য নিজেও পুনঃ কম্পিত হইতেছে। তদ্রূপ বিষয়-রস-রূপী তৈলাশ্রয়ে বাসনা-রূপ অগ্নি আমি নিজেই উৎপন্ন করিয়া তদ্দ্বারা নিজেই বিচলিত হইতেছি। বাসনা উৎপন্ন না করিলে আর বিচলিত হইব না। ইহা কিসে যায়? —অনিত্যকে ত্যাগপূর্ব্বক নিত্যকেই একমাত্র নিজ অবলম্বনীয় স্থির করিলে। দেখ, এক রাত্রে এক জাহাজের মাস্তুলের উপর এক কাক বসিয়াছিল, রাত্রে জাহাজ গভীর সমুদ্রে

চলিয়া গেল। প্রাতে কাক দেখে সমুদ্রের কূল কিনারা নাই; সে চতুর্দ্দিকে দৌড়িল, স্থানান্তর না দেখিয়া পরে মাস্তুলকেই একমাত্র আশ্রয়-বিবেচনায় তাঁহাতে আসিয়া বসিল। স্ত্রীপুত্রের জন্য কষ্ট হইল বটে। কিন্তু যখন মাস্তুলের উপর বসিয়াই খাওয়ার মিলিতে লাগিল, তখন মনে করিল এমন সুখে থাকিতে পারিলে কে আর ঘুরিয়া মরে। তদবধি মাস্তুলকেই সর্ব্বাশ্রয় জ্ঞানে অন্য চিন্তা ও চেষ্টা ত্যাগ করিল।

১৩১৩ সন ২রা পৌষ সোমবার।

স্থান—২১১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

————০ঃ(*)ঃ০————

বাগ্‌চী ও সরোজ উপস্থিত ছিলেন। সকলকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন ঃ—

যেমন ব্যবহার-ক্ষেত্রে জজের রায় সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয় তৎপরে ফৌজদারী ও রেভিনিউ অফিসারের রায়; তেমন যিনি অন্তরে বিচারকে প্রবল মানিয়া কাম ক্রোধাদিকে তন্নিম্নে স্থান দেন এবং যাবৎ নিজে শক্তিশালী না হন তাবৎ সকলকে কৌশলে বাধ্য রাখিয়া কাজ চালান, তাঁহার কাজ সহজে সিদ্ধ হয়।

অন্তঃকরণে ইহা স্থির রাখ যে নাম ও রূপ তুইই অবস্তু, কিন্তু ব্যবহারের দ্বারা তুইই বস্তু স্বরূপে প্রতিভাত হইতেছে। অতএব এই অবস্তু ত্যাগ কর—নাম-রূপের মোহ ছাড়।

সরোজ—বহুদিনের সংস্কার কি ক'রে শুধু কথায় দূর হবে? যত দীর্ঘদিনের সংস্কার, তাহা দূর হ'তে তত দীর্ঘ সময় লাগ্‌বে না?

বাগ্‌চী—তাহা কেন হবে? তবে—

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥"

এই কথার সার্থকতা কোথায় থাকে?

সরোজ—তাহা সত্য বটে ; কিন্তু কেবল "অন্তর পরিষ্কার, কর অন্তরে ময়লা ধৌত কর" ইহা বলিলে কি হইবে ? মাটির বাসন তৈল চুষিয়া লইয়াছে, শত সহস্রবার ধুইলেও কি সে তৈল যায় ? কখনই নহে। তদ্রূপ অবিদ্যা-রস আমাদের মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে কেবল ধৌত করিলে তাহা যাইবে কেন ?

স্বামীজী— মাটির বাসনের ভিতরের তৈল ধুইলে যায় না সত্য ; কিন্তু শীঘ্র চলিয়া যায় এমন উপায় কি নাই ?

সরোজ আছে বৈ কি—অগ্নি-প্রয়োগ। অগ্নি যদি মাটিব বাসনেব সর্ব্ব স্তরে প্রবেশ করে তবে তৈল জ্বলিয়া যায়।

স্বামীজী—তদ্রূপ সদগুরুও সেই ব্রহ্মাগ্নি প্রজ্বালিত কবেন, তাহার দ্বারা যদি শিষ্য মমত্ব বাসনারূপ তৈল দগ্ধ কবে তবে ঝট্ অবিদ্যা ধ্বংস হয়। বনের বাঘ ও ছাগলের বাঘেব গল্প জান ত ?

অতঃপর স্বামীজী বলিতে লাগিলেন ঃ—

এক বাঘিনী সন্তান প্রসবেব পরেই স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়ায় এক ছাগল-পালক উহাকে নিয়া আসে ও ছাগলের দুগ্ধদ্বারা উহাকে পালন করে। ব্যাঘ্রশিশুও জন্মাবধি আর স্বজাতীয় দ্বিতীয় ব্যাঘ্র দেখে নাই ; সুতরাং ছাগ-সঙ্গে লালিত-পালিত হওয়ায় সে নিজেকে ছাগ বলিয়াই মনে করিত ও তদ্রূপই আহার-বিহার করিত। একদিন বনের ধারে ছাগ

সঙ্গে চরিতে গেলে এক বনে বাঘ দেখিয়া সকল ছাগশিশুর সঙ্গে ঐ বাঘ শিশুও ধাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বনের বাঘ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দৌড়িয়া বাঘ শিশুকে ধরিলে সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ; বনেব বাঘ তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতে লাগিল—'আমাব জলের বড় পিপাসা আমাকে জল দেখাও।' বাঘশিশু বলিল—'ঐ কুয়াতে জল আছে, কিন্তু আমি জলে যাইব না।' অনেক কষ্টে বনের বাঘ ঐ বাঘ শিশুকে জলের নিকট নিয়া জিজ্ঞাসা কবিল—'তোমাব কাণ কত বড় ? বাঘশিশু উত্তব করিল—'লম্বা।' প্রশ্ন—'জলে নিজ ছাযা দেখিযা বল ত তোমাব কাণ কত বড় ?' তখন ছাগ-বাঘা ছাযায নিজের কাণ ছোট দেখিল। পুনঃ প্রশ্ন—'তোমাব লেজ কত বড় ?' উত্তব—'ছোট।' প্রশ্ন—জলে ছায়া দেখিয়া বল ত লেজ কত বড় ?' তখন ছাগ-বাঘা জলেতে নিজের লেজ বড় দেখিল। পুনঃ প্রশ্ন—'তোমার মুখ ও গায়ের বং এর মত কি না দেখত ?' তখন ছাগ-বাঘা নিজের সর্ব্বাঙ্গ বনের বাঘেব ন্যায়ই দেখিল। পুনঃ প্রশ্ন—'তবে আমরা উভয়ই বাঘ ?' উত্তর—'হাঁ, তাহা সত্য ; তবে তুমি বনের বাঘ আর আমি ছাগলের বাঘ।' পুনঃ প্রশ্ন—'আচ্ছা তুমি মাংস খাবে ?' উত্তর 'কি করে খাব ?' তখন বনের বাঘ তাহাকে লম্ফ-ঝম্ফ শিখাইল ও মাংস খাওয়ার জন্য ছাগ-শিশু মারিয়া আনিতে বলিল। রাত্রে ছাগ-বাঘা ছাগ-শিশু মারিয়া আনায় বনের বাঘা বলিল তোমার আর এখন

গ্রাম্যদলে থাকা চলিবে না; তোমার এইক্ষণ এমন অবস্থা হইয়াছে যে আর গ্রামের লোক তোমাকে ভালবাসিবে না—কারণ তোমার ব্যবহার তাহাদের স্বার্থের বিরুদ্ধ; অতএব চল বনে যাই। ছাগ-বাঘাও বনে যাইয়া থাকিতে লাগিল। এই রকমে ছাগ-বাঘাও বনের বাঘা হইল।

তদ্বৎ জীবও পরমাত্মা হইতে অবিদ্যাবশে পৃথক হওয়ার পর আর পরমাত্মার দর্শন হয় নাই; অবিদ্যার স্নেহে দেহ ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে আজন্ম লালিত-পালিত হইয়াছে। সুতরাং জীবের দেহাত্ম ধারণা বদ্ধমূল। সদ্গুরুর উপদেশে ও শিক্ষায় তাহারও প্রকৃত আত্ম জ্ঞান হয়।

১৩১৬ সন ২২শে আষাঢ়।

স্থান—২১১নং হ্যারিসন রোড্ কলিকাতা।

———০:*:০———

চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিতেছেন:—বিপদে শোক করিও না। দেখ, পাহারা যাহারা দেয়, তাহারা নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত বন্দুক ঘাড়ে করিয়া পাহারা দেয়। পাহারা বদ্‌লীর সময় আসিলে তাহার পরের পাহারার লোক আসিয়া পূর্ব্ব-ব্যক্তির ঘাড় হইতে বন্দুক নিজ ঘাড়ে নেয়। পূর্ব্বের ব্যক্তিও অব্যাহতি পাইয়া চলিয়া যায়। কৈ সে ত এত ধন-দৌলত ছাড়িয়া যাইতে হয় বলিয়া দুঃখ করে না? আরও দেখ, সদাগরের দোকান হইতে একটি জিনিষ কেহ দাম দিয়া কিনিয়া তথায় কিছুক্ষণের জন্য রাখিয়া অন্য কার্য্য অন্তে পুনঃ তাহা নিতে আসিলে তখন কি সদাগরের কাঁদা উচিত? তদ্‌বৎ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতিকে ভোগ করার জন্যই তোমাকে দিয়াছে; তুমিও সেই জন্যই গ্রহণ করিয়াছ। ভোগ-জনিত সুখ যখন পাইয়াছ, তখনই মূল্য পাইয়াছ। তবে আর সে সকলের উপর তোমার দাবী কি? আবার দেখ—একজনের ছেলে মরিয়াছে, অসহ্য কষ্টে সে একজন সাধুর নিকট গেলে, সাধুর প্রশ্নে সে বলিল—"বাবা ছেলে মরিয়াছে, কষ্ট আর সহ্য হয় না, এত কষ্ট করিয়া খাওয়াইয়া পড়াইয়া মানুষ

করিলাম।” সাধু বলিলেন—মিছে কথা, যখন ছেলে জন্মিল তখন অন্তর্যামীই ছেলের জন্য মায়ের বুকে দুটী গ্রাসভরা খাদ্য পাঠাইয়াছিলেন। সেগুলি কি সেই মা তাহার বাপের বাটী হইতে আনিয়াছিল না তুমি দিয়াছিলা?” ইহাতেই সে প্রবোধ পাইয়া শান্ত হইল।
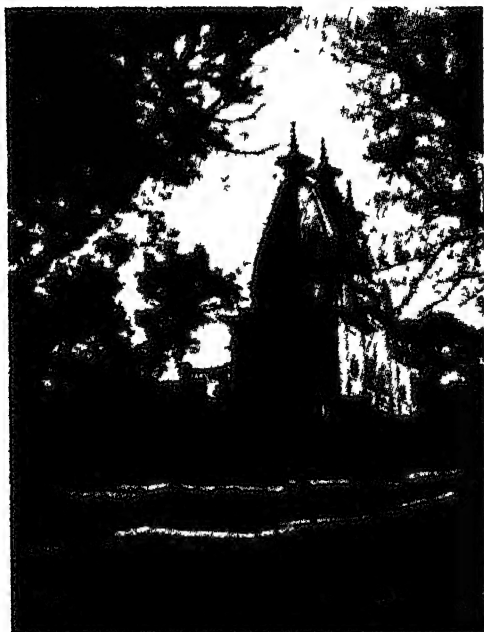
হরিদ্বার আশ্রম।

১৩১৭ সন ৩রা চৈত্র শুক্রবার।

স্থান—হরিদ্বার স্বামীজীর আশ্রম।

———০ঃ(*)ঃ০———

ইতিপূর্ব্বে চন্দ্রের অত্যন্ত অসুখ হওয়ায় স্বামীজীর পাদপদ্ম দর্শন আকাঙ্ক্ষায় কলিকাতায় স্বামীজীর নিকট টেলিগ্রাম করিয়াছিল। তিনি না আসায় রোগ কিছু হ্রাস হওয়ায় চন্দ্র তাঁহাকে দেখিবার জন্য হরিদ্বার গিয়াছে। স্বামীজী কুশলাদি প্রশ্নান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন টেলিগ্রাম করিয়া চিন্তা বৃদ্ধি কর? মৃত্যুভয়? কাহার মৃত্যু? আর সদ্‌গুরু দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলে? তিনিও ত সর্ব্বদা সম্মুখে বিরাজমান —এই সাড়ে তিন হাতের মধ্যে যাহা আছে তাহা সর্ব্বত্রই আছে—নিজ দেহেতেও আছে। তাহার উপর চিত্ত ধার্য্য কর।

আহারান্তে চন্দ্র তথায় গেলে তাহাকে "সুন্দর বিলাস" গ্রন্থ পড়িতে দিলেন ও বলিলেনঃ—"সুন্দর-বিলাসের" বিপর্য্যয় অঙ্গ ব্যতীত অন্য সমস্ত অঙ্গ বুঝা সহজ কিন্তু ঐটি বুঝাই কঠিন; কারণ তন্ত্রের লিখার ন্যায় উহা উল্টা লিখা— প্রকাশ্যতঃ অর্থ এক প্রকার, কিন্তু লক্ষ্যার্থ অন্য প্রকার। দেখ, ঐ অঙ্গের একস্থানে লিখা আছে যে, পরস্বাপহরণ, পরনিন্দা, মাংস ভক্ষণ, মদ্যপান, পরস্ত্রী গমন যে না করে সে ভবসাগরে ডুবে; আর এই সকল যে করে সে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ

করে। ইহার অর্থ গূঢ়। যথা ঃ—পরস্বাপহরণ অর্থে-গুরুর অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক তার যথাসর্ব্বস্ব—ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ। পরনিন্দা অর্থে আত্মা ছাড়া সমস্ত বস্তুই অনিত্য—অসত্য, ইত্যাকার নিন্দা মদ্যপান অর্থে ভগবৎ-প্রেমানন্দে মত্ত হওয়া। এ প্রকার সব অর্থই উল্টা হবে।

স্বামীজী সম্মুখে একটি গরুর বাছুরকে মুখে কাঁয়ের বাঁধিয়া ও গলায় দড়ি বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন; তথাপি সে মাটি খাইতে চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া হাসিয়া স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন ঃ—এইরকম সদ্‌গুরু হিতোপদেশ দ্বারা শিষ্যের চিত্তকে বাহিরে যাওয়া হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহেন; তথাপি জীব ইন্দ্রিয় সুখের দিকে যাইতে চাহে; তখন কখনও শাসন প্রয়োজন হয়।

একটি চাকরের সহিত চাকুরিতে থাকা সম্বন্ধে স্বামীজী আলাপ করিবার সময় চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল ঃ—এ কি বিনা বেতনে চাকুরি করিবে?

স্বামীজী—না—বিনা স্বার্থে কে কার খাটুনি করে? তাহা হয় কেবল সদ্‌গুরু ও সৎশিষ্যের মধ্যে। আর হয় দেহের মধ্যে। দেহে পঞ্চপ্রাণ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নিজের কোনও স্বার্থ না থাকিলেও অনবরত কার্য্য করিতেছে। অপান মেথরের কার্য্য, প্রাণবায়ু পাঙ্খাওয়ালার কার্য্য, সমান মালীর কার্য্য, ব্যান্ খান্‌সামার কার্য্য, উদান পাহারাওয়ালার কার্য্য ও ইন্দ্রিয়গণ সংবাদ বাহকের কার্য্য করিতেছে।

অপরাহ্নে স্বামীজী চন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে বেড়াইতে গেলেন। আসিবার সময় হঠাৎ চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—এই সময় সওয়ার হইয়া চল, না হাটিয়া চল ?

চন্দ্র—হাটিয়াই চলি।

স্বামীজী...হাটিয়া চল কি প্রকারে ?

আত্মানাং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ ॥

এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞান ভুলিয়া দেহাদির সঙ্গে নিজের ঐক্য জ্ঞান করাকেই অধ্যাস বলে।

চন্দ্র—শাস্ত্রে আছে বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা ও লোকৈষণা এই এষণা (ইচ্ছা) তিনটী ত্যাগ করিতে না পারিলে মোক্ষমার্গের অধিকারী হইতে পারা যায় না। এই সমস্ত কিরূপে ত্যাগ হয় ?

স্বামীজী—ইহা বিচারের দ্বারাই ত্যাগ হয়। পুত্রৈষণা সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তা কর—বীর্য্য ত্যাগ বহুদিন হয়, কিন্তু নিত্য পুত্রোৎপাদন হয় না, সুতরাং পুত্রোৎপাদনের কর্ত্তা আমি নহি। আর পুত্রোৎপাদন হইলেও তাহার দেহান্ত কাল উপস্থিত হইলে আমার ইচ্ছাতে তাহার দেহ রক্ষা পায় না। এই প্রকারে বিত্তৈষণা ও লোকৈষণাতেও দোষ দর্শন করিতে হয়। সর্ব্বোপরি এই সমস্ত এষণার মূলে যে দেহাত্মক জ্ঞান রহিয়াছে তাহা দূর করিবার চেষ্টা কর্ত্তব্য। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে সদসৎ যাহা কিছু করিতেছ তাহার ফল

ভোগে নিজেকে আবদ্ধ করিও না; প্রারব্ধের জন্য যাহা ফল তাহা হইবেই। স্ফোটক হইলে কাঁচা অবস্থাতে তাহাতে রক্ত ও পাকা অবস্থাতে তাহাতে পুঁজ্ থাকে; চিকিৎসকের নিকট উহা নিলে তিনি তাহাতে পুল্‌টিস্ ও পট্টী দিয়া দেন। তদ্‌বৎ মাতৃরক্তে ও পিতৃ বীর্য্যে দেহরূপ বিস্ফোটক উৎপন্ন হইয়াছে; সংসার হাঁসপাতালে উহার চিকিৎসার্থ অন্নরূপ পুল্‌টিস্ ও বস্ত্ররূপ পট্টী দিতে হইতেছে। এতদ্ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম্মই পরার্থে করা হইতেছে, তাহাতে তোমার নিজের প্রয়োজন নাই—এইরূপ উদাসীন ও নিষ্কামভাবে সংসারে কার্য্য কর ও বিচরণ কর। স্বপ্নাবস্থার সংসার জাগ্রত হইলেই দূর হয় তখন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থে আর মমত্ব থাকে না; তদ্রূপ প্রবুদ্ধ জ্ঞান হওয়ামাত্রই আর সংসারে মমত্ব থাকে না।

সন্ধ্যা হইলে আরতি আরম্ভ হইল। আরতি অন্তে কোনও এক ব্যক্তির দেব-মূর্ত্তি-দর্শন বিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল তদুত্তরে স্বামীজী বলেন ঃ—

কখনও অষ্ট-সিদ্ধি-যুক্ত কোনও মহাপুরুষের সংকল্প-সিদ্ধ দেহেতেও নানা মূর্ত্তি দর্শন হয়—এইরূপ আতিবাহিক দেহ বাস্তব বর্ত্তমান আছে, এই জন্যই শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা।

এই প্রসঙ্গে ফটোগ্রাফের কথা উঠিলে স্বামীজী বলিলেন ঃ—দেখ, ইহার মধ্যে গুরু-শিষ্যের ব্যবহারের অনেক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ফটো তুলিবে তখন শুদ্ধ স্বচ্ছ কাচের মধ্য দিয়াই মূর্ত্তির আলো ভিতরে নিতে হয়।

মূর্ত্তি তোলার সময় কেমেরার বাক্সসহ কাচখণ্ডকে অন্য আলোর সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ-চ্যুত করিতে হয়, সেইজন্য কাল কাপড়েতে আবরণ আবশ্যক। যখন ছবি পড়িল তখন এত সূক্ষ্ম হইয়া পড়িল যে অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং ফটোগ্রাফারও তাহা দেখিতে পায় না। পরে মসল্লার জলে নানাক্রিয়ার দ্বারা সূক্ষ্ম মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠিল ও দৃঢ় হইল; তখন উহা আর আলো বাতাসে নষ্ট হয় না, তখন তাহা হইতে অন্য ছবি তোলা যায়। সেইপ্রকার গুরুতে স্থিত বিদ্যা গ্রহণের সময় শিষ্যের অন্তর বিশুদ্ধ কাচ সদৃশ হওয়া চাই। উপদেশ গ্রহণের সময় অনন্য-বৃত্তি হইয়া গ্রহণ করিলেই চিত্তে উপদেশের বিশুদ্ধ ছাপ পড়িবে সেইজন্য ঐ সময় সমস্ত বহির্ব্বিষয়ের চিন্তা ত্যাগপূর্ব্বক একান্ত মনে শ্রবণ প্রয়োজনীয়। উপদেশ তখন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে গৃহীত হয় এবং পরে অন্য ক্রিয়া না করিলে শীঘ্রই তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য তৎপর মনন, নিদিধ্যাসন ও শম দমাদি ক্রিয়া দ্বারা ঐ সূক্ষ্মভাবকে ফুটাইয়া ও দৃঢ় করিয়া তুলিতে হয়। তৎপরে ঐ ব্যক্তির অন্তরের ভাব আর বহির্জগতের ব্যবহারে নষ্ট করিতে পারে না। তখন শিষ্যের অন্তরে তত্ত্বালোক উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে অন্য নূতন ব্যক্তিও তত্ত্বালোক পাইতে পারে।

১৩১৭ ৪ঠা চৈত্র শনিবার।

স্থান—হরিদ্বার-আশ্রম।

——০——

অদ্য প্রাতে স্নানাদি অন্তে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে চন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল :—

কল্য বলিয়াছিলেন প্রারব্ধে যাহা আছে তাহা হইবেই। ব্যক্তির জীবনে যে সকল কর্ম্মে সে প্রবৃত্ত হয় তন্মধ্যে কতকগুলি প্রারব্ধের বেগে ও কতকগুলি ইচ্ছা সম্ভূত পুরুষকারের বেগে হয়;—এ অবস্থায় কোন্ কর্ম্ম কোন্ শ্রেণীর তাহা কিরূপে নির্ণয় করা যায়?

স্বামীজী।—কর্ম্মকে অন্যভাবে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—একগুলি পারমার্থিক জাতীয়, অপরগুলি ব্যবহারিক জাতীয়। ব্যবহাবিক জাতীয় কর্ম্মে প্রারব্ধ ও পুরুষকাব উভয়েরই প্রয়োজন দেখা যায়। পারমার্থিক কার্য্যে পুরুষকারেরই অধিক প্রয়োজন। ব্যবহাব শ্রেণীর কর্ম্মে প্রাবব্ধের ফলে জাতি আয়ুঃ বিত্তাদি হইয়াছে,—পুনবায় পুরুষকারের দ্বারা নূতন কার্য্যে প্রবৃত্তি হওয়ায় ভাবী প্রারব্ধ সঞ্চিত হইতেছে।

চন্দ্র।—পারমার্থিক কার্য্যে সংস্কারগুলি প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল নহে?

স্বামীজী।—হাঁ, সংস্কারগুলি প্রারব্ধের ফল।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভি জায়তে।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্॥ ইত্যাদি

এই পর্য্যন্তই প্রারব্ধের কার্য্য, বস্। তৎপর যাহা কিছু কর্ত্তব্য আর সদসৎ বিচার, আত্ম-তত্ত্ব-বিচার তৎ সমস্তই পুরুষকারের সাহায্যে হইবে। দেখ, মোক্ষমার্গের প্রবৃত্তি কয়জনের হয়? তত্ত্ব-জ্ঞানের বাক্য অল্প লোকেরই প্রীতি-উৎপাদন করে। তোমরা সংসারে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের দেহরক্ষার চেষ্টাতেই ব্যস্ত, সেই জন্য উহারাও তোমাদের মোক্ষ-মার্গের সহায়ক হয় না। উহাদিগকে প্রথম তত্ত্ব-বাক্য বলিলে গ্রহণ করিবে না; অতএব আগে তাহাদিগকে ভক্তিমার্গের ও লীলা বিস্তারের গ্রন্থাদি নিজে ভক্তিযুক্ত হইয়া ধীরে ধীরে শুনাইও, তাহাতে ক্রমে উহাদের ভক্তি বৃদ্ধি পাইবে ও ক্রমে তাহারা নববিধ ভক্তিলাভের চেষ্টা করিবে। এই প্রকারে ভক্তিমার্গের চেষ্টা দেখিলে তত্ত্ব-বিষয়ক বাক্য অল্পে অল্পে বলিবে। তখন দেখিবে এই জাতীয় বাক্যে উহারা রস পাইতেছে।

দেহ সম্বন্ধ হইতেই সংসারের সমস্ত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে; এই সম্বন্ধ ছুটিয়া গেলে কি আর পরিবার, বিত্ত প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ থাকে? যতক্ষণ বিষয়-রস ভোগের বাসনা থাকিবে, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ হবেই হবে,

দেখ, কন্‌খল যাইবার জন্য চিত্তে প্রবল বেগ হইলেই এই দেহটা গতি-বিশিষ্ট হইল; পথে কত বিষয় ও ব্যক্তির প্রতি সাময়িকভাবে মন আকৃষ্ট হইল, কিন্তু যতক্ষণ চিত্তে কন্‌খলে যাইবার প্রবল বাসনা রহিল ততক্ষণ কেহই এই দেহের গতিরোধ করিতে পারিল না। তদ্‌বৎ যতক্ষণ বিষয় ভোগের প্রবল বাসনার বেগ চিত্তে বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ উহার তৃপ্তির জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই শাস্ত্রে বিষয়-বাসনা-নিবৃত্তির উপদেশ আছে। সময় থাকিতে বিষয়-বাসনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরমাত্ম-দর্শনে সচেষ্ট হও।

১৩১৭, ৫ই চৈত্র, রবিবার

স্থান—হরিদ্বার আশ্রম।

——ঃ০ঃ——

অদ্য অপরাহ্নে ভক্তি-মার্গের প্রসঙ্গ উঠিলে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন ঃ—

ভক্তিমার্গে "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের অর্থ এই—"তস্য ত্বং অসি"। এই মার্গে উপাসকের ভেদ রাখা হয়। ইহাতে যেমন আনন্দ উপভোগ হয়, তেমন আর কোথাও হয় না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেতে ভগবানের রাসলীলা চলিতেছে, এক এক গোপীর সঙ্গে এক এক কৃষ্ণ হইয়াছেন। আবার কখন কৃষ্ণ গোপী হইতেছেন, কখনও গোপী কৃষ্ণ হইতেছেন।

চন্দ্র। আমরা এই ভাবেব অনধিকাবী বলিয়া ইহার মর্ম্ম অবধারণ হয় না।

কথা প্রসঙ্গে প্রাণায়াম ও ষট্‌চক্রের কথা উঠিলে স্বামীজী বলিলেন ঃ—

পদ্ম ও দলাদি কাল্পনিক, তথাপি সেই সকল পদ্মাদির কল্পনার স্থলে চিত্ত স্থির করার বিশেষ ফল আছে। যাহাদের বৃত্তি অন্তর্ম্মুখী হওয়ায় অন্তশ্চক্ষু খুলিয়াছে, তাহারা তোমাদের বাহ্য জগৎ দেখার ন্যায় শরীরের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত অংশ দেখিতে পারে।

———

১৩১৭, ৮ই চৈত্র, বুধবার।

স্থান—হরিদ্বার আশ্রম।

——:-০-:——

অদ্য আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারীদের ভাণ্ডারা হইল। স্বামীজী রাত্রি ৩টা হইতেই সারাদিন ঐ কাজের তত্ত্বাবধান করিলেন; অপরাহ্নে কার্য্যান্তে তিনি বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল।

চন্দ্র। শাস্ত্রে আছে, "গচ্ছত্যেকেন পাদেন, তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্"—এক পা স্থির রাখিয়া অন্য পা উঠাইয়া চলিও; অতএব ব্রহ্মানন্দ-বিষয়ে মন স্থির না হইতে অর্থাৎ ঐ রসের আস্বাদ আগে না পাইতে মন বিষয়ানন্দরস ত্যাগ করিয়া কি আশ্রয়ে স্থির থাকিবে?

স্বামীজী—এই জন্যই ত বলিতেছি ব্রহ্মানন্দরসের স্বাদ পাইবার জন্য প্রস্তুত হও! যে পরিমাণে বিষয়ানন্দ-রসত্যাগ হইবে, সেই পরিমাণে ব্রহ্মানন্দরস উপলব্ধি করিতে পারিবে। অতএব সর্ব্বদা বিচার-পূর্ব্বক বিষয়-রসে দোষদর্শন ও ব্রহ্মস্বরূপে সর্ব্বানন্দ-প্রাপ্তি—ইহা চিন্তা করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রোপদেশ, গুরুবাক্য, স্ব-অনুভব এই তিনটীর যখন ঐক্য হইবে, তখন ঐ রসের আস্বাদ পাইবে।

চন্দ্র। ধ্যানের সময় ইষ্টেতে মন স্থির করার জন্য কি প্রণালী অবলম্বনীয়?

স্বামীজী—সর্ব্বদা যজ্ঞ অভ্যাস কর; যজ্ঞ বহু প্রকার জান ত? ভাবনাত্মক যজ্ঞ শুন। বিষয়গ্রহণকার্য্যকে ইন্দ্রিয়-রূপ অগ্নিতে আহুতি করিতেছ এইরূপ জ্ঞান কর। পরে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করিয়া মনাগ্নিতে আহুতি করিতেছ, এইরূপ ধ্যান কর। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে একটীতে অপরটীর আহুতি করিয়া লয় কর। আবার দেখ, ধ্যেয় অভীষ্ট মূর্ত্তিতে ধ্যাতার নিজকে আহুতিরূপ যজ্ঞের প্রণালী এই—ধ্যেয় মূর্ত্তির যে স্থানেই মন স্থির হয়, সেই স্থানেই মন স্থির কর—বুকে মুখে পদে যেখানে পার, স্থির কর। পরে কেবল পদাঙ্গুষ্ঠে মনকে নিয়া আস; ক্রমে চিত্তে একমাত্র অঙ্গুষ্ঠই জ্যোতির্ম্ময়রূপে প্রকাশিত হইবে ও পরে সর্ব্ব বস্তুতেই জ্যোতির্ম্ময়রূপ দেখা দিবে।

হে পুত্র! মৃত্যুভয় কেন হয়? মৃত্যু কাহার? যাহার জন্ম, তাহার মৃত্যু। অসঙ্গ হও, বিচার ও ধারণা করতঃ অনাত্মক পদার্থ হইতে নিজ আত্মাকে পৃথক উপলব্ধি কর। দেহের ত পতন হবেই, সময়েরও নির্ণয় নাই। অতএব হুঁসিয়ার হইয়া কার্য্য কর।

সন্ধ্যার পর চট্টগ্রামের অবিয়েণ্টেল্ ফটোগ্রাফার নবীনকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন :—

সর্ব্বত্রই ভগবান নানা প্রকারে জীবকে উপদেশ দিতেছেন, জীব তাহা বুঝে না, অথবা বুঝাইয়া দিলেও গ্রহণ করে না। দেখ, বৃক্ষরূপে তিনি কি উপদেশ দিতেছেন, বর্ষা ও শরৎ

ঋতুতে বৃক্ষ যে সকল পুষ্প পত্রাদিতে সজ্জিত হইয়াছিল, বসন্ত ঋতু আসিতেই বৃক্ষ সে সমস্ত শোভা সম্পদ্ দান করিয়া উলঙ্গ হইয়া খাড়া রহিল; সমস্ত সম্পদ্ সে পরের উপকারার্থ দান করায় মাতা বসুন্ধরা তাহাকে পুনরায় সেই সমস্ত সম্পত্তি দিলেন, সেও পুনরায় সেই সমস্ত সম্পত্তি পরের উপকারার্থে দান করিল। এই প্রকার দান করিতে করিতে বৃক্ষ শিক্ষা দিতেছে,—হে জীব! তোমাকে মনুষ্যোচিত গুণ সম্পদে যিনি সুশোভিত করিয়াছেন, তুমি নিজের প্রয়োজনানুযায়ী পরিমাণ সেই সকল গ্রহণ করিয়া, বাকী সর্ব্বস্ব তাঁহার কাজে লাগাও, তিনিও তোমাকে পুনঃ পুনঃ সেই সব শোভায় ও গুণে শোভিত কবিবেন।

নবীনকে আরও বলিতে লাগিলেন :—তুমি প্রত্যহ শয্যা ত্যাগের সময় পৃথিবীকে এই ভাবিয়া প্রণাম করিবে যে, "হে মাতঃ! আমি তোমার মাহাত্ম্য জানিতাম না; এখন দেখিতেছি এই দেহের জননী তুমি, আবার ইহা তোমাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে, পুনরায় তুমি সর্ব্বদা অন্নোৎপাদক হইয়া সর্ব্বদেহ রক্ষা করিতেছ। কত রাজা মহারাজা তোমাকে ভোগ করিতে চেষ্টা করিয়া নিজেরাই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু তুমি নির্ব্বিকার একরূপই আছ; অতএব তোমাকে নমস্কার।" জলকে নমস্কার করার সময় চিন্তা করিবে, "হে বরুণদেব! তোমাকে চিনিতাম না, এখন দেখিতেছি তুমি সর্ব্বপ্রাণীর শুদ্ধি-সম্পাদক, সকলের প্রাণ-স্বরূপ, এ জন্য সকলে তোমাকে

'আপো নারায়ণঃ স্বয়ম্' বলিতেছে ; অতএব তোমাকে নমস্কার।" সূর্য্য-নারায়ণকে নমস্কার করিবার সময় চিন্তা করিবে, "হে সূর্য্যদেব! তুমি সর্ব্বপ্রকাশক, সর্ব্ব-শক্তির আধার। তোমাব প্রকাশে যাবতীয় প্রাণিবর্গের ইন্দ্রিয়গণ বিষয়-গ্রহণে সমর্থ হইতেছে ; তুমি আমার বুদ্ধিতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ কর, যাহাতে অন্তরে তোমার প্রকাশ-রূপ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি।"

অদ্য চন্দ্র ও নবীনকে সাধু ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদ দিতে বলিয়া, স্বামীজী প্রসাদের যজ্ঞাবশিষ্ট—অমৃতত্ব-মহিমা প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন :—

কণাদনামা এক ঋষির পবিবারে তিনি, তাঁহার পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূ এই চারিজন ছিলেন। তাঁহারা পথে ঘাটে তালাস করিয়া শস্য সংগ্রহ করিতেন। চাবি পাঁচ দিন পরে যথেষ্ট অন্ন সংগৃহীত হইলে, রন্ধন-শেষে পাঁচ ভাগ করিয়া একভাগ অতিথিরূপী ব্রহ্মের জন্য বাখিয়া, অপর চারিভাগ চারিজনে আহার করিতেন। একদিন ভগবান্ ইহাঁদের ভক্তি-নিষ্ঠা পরীক্ষা করিবাব জন্য অতিথি হইয়া আসিলেন ও অত্যন্ত ক্ষুধার্থ হইয়াছেন বলিয়া ক্রমে ক্রমে চাহিয়া পাঁচভাগ অন্নই খাইয়া ফেলিলেন। ঋষি অন্নের জল দ্বারা পুত্র ও পুত্রবধূর আরও কয়দিন প্রাণরক্ষা হইবে বিবেচনায় তাহা রক্ষা করিতে-ছিলেন ; এমন সময় ভগবান্ পুনঃ মুচিরূপে আসিলেন এবং ক্ষুধার্থ বলিয়া ঐ জলও অধিকাংশ মাগিয়া খাইলেন ; এমন

সময় একটি বেজি আসিয়া বাকী জলে তাহার গাত্র ভিজাইতে চেষ্টা করিল, তাহাতে তাহার অর্দ্ধ অঙ্গ মাত্র ভিজিল এবং কেবল ঐ অংশই স্বর্ণময় হইল। তাহা দেখিয়া বেজি দুঃখ করিয়া বলিল, আমার বাকী অঙ্গ কিরূপে সোণা হইবে? তখন ভগবান্ তাহাকে বলিলেন—এমন ভারি অন্ন-যজ্ঞ আর কেহ সম্পাদন করিবেন না, কেবল মহারাজ যুধিষ্ঠিরই করিবেন। সেই যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্নের সংস্পর্শে তোমার বাকী অঙ্গ স্বর্ণময় হইবে। দেখ, ঋষির কি ত্যাগ যাহার ফল যুধিষ্ঠিরের মহাযজ্ঞের ফলের তুল্য হইল।

১৩১৯, ১৬ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার।

স্থান—২১১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

———০°০———

অদ্য স্বামীজী কোথাও যাইতে উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে চন্দ্র প্রণাম করিলে পর স্বামীজী গীতাকে বলিলেন, আজ আর কোথাও যাওয়া হইবে না; পরে বলিতে লাগিলেন ঃ—

'অসঙ্গোহয়ং,' 'নিশ্চলোহয়ং' কেন চিন্তা কর ?

'জন্ম মৃত্যু কাহার ? যেমন তুমি মনে কর 'অন্নময়োঽহম্,' প্রাণময়োঽহম্,' 'মনোময়োঽহম্,' 'বিজ্ঞানময়োঽহম্,' 'চৈতন্য-ময়োঽহম্,' তেমন তেমনই হইবা। যখন টেলিগ্রাফ করিয়াছিলে, তখন যাই নাই। এখন অন্তর আকাশে ঢেউ দিয়াছে, সেই জন্যই পাল্টা ঢেউ দিয়াছি। যদি তুমি কলিকাতা না আসিতে তবে তোমাদের দেশেও যাইতাম। এখন কিছুদিনের জন্য ধ্যান, যোগ পাঠাদি ত্যাগ করিয়া সহজ ভাবে থাক।

চন্দ্র—ওগুলি ছাড়িয়া কেবল খাওয়া আর বেড়ান এরূপ ভাবে থাকিলে কেমন উদ্বেগ বোধ হয়।

স্বামীজী—কেন ? সহজ ভাবে থাকিলে কষ্ট হবে কেন ?

"উত্তমঃ সহজো ভাবঃ, মধ্যমস্তু ধ্যানাদিকম্।
কনিষ্ঠো গ্রন্থপাঠাদি তীর্থযাত্রাধমাধমা॥"

অতএব আত্ম-ভাবে স্থিত হইয়া সর্ব্বত্র সেই আত্মাই বিরাজিত ইহা দর্শন করিয়া ভ্রমণ কর।

চন্দ্র—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" এই শ্লোকের জীবভাব কি? আর কূটস্থই বা কি?

স্বামীজী—জীবভাব অংশ, কূটস্থ অংশী। যেমন সমুদ্র আর সমুদ্রের ঢেউ। ঢেউতে দৃষ্টি দিলেই বহুত্বের জ্ঞান হয়, তখন সমুদ্রের ভাব তিরোহিত থাকে। আর সমুদ্রভাবে দৃষ্টি দিলে মহান্ একসত্ত্বা অনুভূত হয়, তখন ঢেউগুলির অস্তিত্ব ও বহুত্ব কোথায় থাকে? এক স্বর্ণ কত আকারে, এক লৌহ কতরূপে, এক মৃত্তিকা কত আকারে বর্ত্তমান। কিন্তু যখন স্বর্ণত্ব, লৌহত্ব ও মৃত্তিকাত্ব প্রতি দৃষ্টি কর, তখন বহুত্ব কোথায়? কেবল সোণাই সোণা, লৌহই লৌহ, মাটীই মাটী। বলত বাহ্য বহুত্ব কোথায় ছিল, কোথায় গেল? নামে রূপেই ছিল, প্রকৃতপক্ষে বহু অস্তিত্ব কোথায়? এই প্রকারে নামে ও রূপেই বহুত্ব পরেও থাকিবে এবং যখনি নামে ও রূপে দৃষ্টি পড়িবে, তখনি চিত্তে পুনরায় বহুত্ব প্রতিভাসিত হইবে। আবার নাম-রূপে দৃষ্টি রহিত হইলেই পুনঃ একত্ব আবির্ভূত হইবে।

কূটস্থ অবস্থায় এই তিনটী ভাব একত্র হওয়া চাই—সামীপ্য, উদাসীনতা ও চেতনত্ব। এ তিনটী পরস্পরের

বিরোধী ভাব যেখানে একত্রে আবির্ভূত, তথায়ই কূটস্থ প্রকাশিত। এ তিনটী কি করিয়া এক স্থানে অবস্থিতি করিতে পারে? চিন্তা করিয়া উত্তর দিও।

সরোজ ও নোয়াখালীর কৃষ্ণকুমার আসিলে পর পূর্ব্বদেশে ৺কামাখ্যায় ও দার্জ্জিলিঙ্গে যাওয়ার কথা হইল। পরে কৃষ্ণকুমার জিজ্ঞাসা করিল—সর্ব্বদাই ইষ্টমন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য? না ভগবানের গোবিন্দাদি কোন এক নাম জপ করা উচিত?

স্বামীজী—মন্ত্র বড় হইলে সর্ব্বদা জপে কষ্ট হইতে পারে; তথাপি যদি তাহা পার ভালই; নতুবা গোবিন্দাদি কোন এক নাম কর। গৌ—গুহায়াম্ বিদ্যতে যঃ—গুহাতে অর্থাৎ হৃদয় আকাশে যাহাকে জানা যায়। অথবা গো—ইন্দ্রিয়, তাহাদের প্রতিপালক। যে ভাবেই লও। তাঁহার বহু নাম, মুসলমান কোরাণে তাঁহারই নাম করে, ঈশাই বাইবেলে তাঁহারই নাম করে, ব্রাহ্মগণ ব্রহ্ম বলিয়া তাঁহারই নাম করে, যোগিগণ ওঁ বলিয়া তাঁহারই নাম করে, আর আর্য্য-সমাজিগণ ভূর্ভুবঃ স্বঃ আদি বলিয়া তাঁহারই নাম করে। তোমার নাম কৃষ্ণকুমার, কিন্তু ছেলে ডাকে বাবা, ভাই ডাকে দাদা, স্ত্রী ডাকে কর্ত্তা। এই সকল নাম কে রাখিয়াছে? সেই সকল সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিগণ। তদ্রূপ ভগবানের নামও, এই সকল নামকরণ করে ভক্তেরা। আসল কথা হইতেছে এই যে, যেই নামে রুচি, প্রেম, ভক্তি হয়, সেই নামই কর।

খুব কর—খুব চালাও; কিন্তু সম্প্রদায়ের অজ্ঞানে পড়িয়া ঝগড়া করিও না। নাম তাঁহারই, যেই নামে ডাক তাঁহাকেই ডাকিতেছে। কলিতে ভগবানের নামই সার, ভাগবতগ্রন্থ ইহা ঘোষণা করিতেছে।

চন্দ্র—কূটস্থে ঐ তিন ভাব কি প্রকারে সম্ভব বুঝাইয়া দিন।

স্বামীজী—দেখ, এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে দুইজন মল্লযুদ্ধ করিতেছে। এই তিন জনের মধ্যে অশ্বত্থ বৃক্ষ উদাসীন ও সমীপ, কিন্তু চেতন নহে; অপর মল্লদ্বয় এক সময়ে পরস্পরে আসক্ত সুতরাং সে সময়ে চেতন ও সমীপ হইয়াও উদাসীন নহে; অপর সময়ে উভয়ে পৃথক দাঁড়াইয়া থাকে, তখনও চেতন এবং উদাসীন হইয়া সমীপ নহে। তদ্বৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থাস্থিত ব্যক্তিকে কূটস্থ বলা যায় না; কারণ ইহারা পরস্পর বিরোধী ও কূটস্থ লক্ষণযুক্ত নহে। ইহাদের অতীত অবস্থাই কূটস্থ অবস্থা। এই সকল তত্ত্বকথা বহুলোক-সমাগমস্থানে বলিবার ও ধারণা করিবার বিষয় নহে; সেই জন্যই বলি হরিদ্বারে চল, তথায় এই সকল বিষয়ের কুস্তি হবে। সেখানে বেশ থাকি, চাষার ন্যায় বাগান দেখি—আর এখানে আসিলে খাই আর দুধ দেই।

চন্দ্র—এখানে ইহাতে কি আনন্দ পান্ না?

স্বামীজী—ইহাতে আর গরুর আনন্দ কি? একজন চাষা গরুর ব্যবহারে রাগ করিয়া বলিয়াছিল—তোকে চোরে

নেক্। গরু মনে মনে বলিল, "তাতে আমার কি? এখানেও খাই চাষ করি, সেখানেও তাই করিব।"

চন্দ্র—এখানে এ সব কথায় কি কিছুই আনন্দ পান না?

স্বামীজী—পাই বৈ কি, যখন অধিকারী মিলে, তখন বড়ই আনন্দ হয়।

চন্দ্র—পঞ্চকোষবিবেকদ্বারা আত্মজ্ঞানের প্রণালীতে "নেতি নেতি" বিচারের অবশেষে দ্বৈতজ্ঞান কেন থাকিবে না?

স্বামীজী—অধিষ্ঠান আর অধ্যাস এই দুইটী ভাব আছে ত? ইহাদের কাহাতে কে আছে?

চন্দ্র—অধ্যাস সমস্ত অধিষ্ঠানচৈতন্যেতেই অবস্থিত।

স্বামীজী—তবে কেন দ্বৈতসন্দেহ, বৎস?

স্বামীজী—একটা কর্পূরের চাকা দেখাইয়া বলিলেন:—এটা কি আবস্থায় আছে?

চন্দ্র—স্থূল অবস্থায়।

স্বামীজী—ইহার গন্ধ যে নাকে লাগে, তাহা কেন হয়? ইহা ত দূরেই পড়িয়া আছে।

চন্দ্র—সূক্ষ্মভাব গ্রহণ করিয়া ইহা দূরস্থিত লোকের নাকে যায়।

স্বামীজী—এই স্থূল অবস্থায় আসার পূর্ব্বে ইহা কি অবস্থায় ছিল?

চন্দ্র।—ইহা সূক্ষ্ম অবস্থায় বৃক্ষে ও মৃত্তিকায় ছিল।

স্বামীজী।—হে পুত্র, তদ্বৎ সমস্ত পদার্থই স্থূল অবস্থার পূর্ব্বে ও পরে কারণেতেই সূক্ষ্মরূপে থাকে; ব্রহ্ম হইতে ইহাদের পার্থক্য যে কর, ব্রহ্মকে কোথায় রাখিবে, ইহাদিগকে কোথায় রাখিবে? পৃথক পৃথক রাখার স্থান কোথায়? দেখ, ভারত গবর্ণমেণ্টের হিসাব-দপ্তর লিখিতে লিখিতে কত বড় হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু পার্লেমেণ্টে যখন যায়, তখন কি ভাবে যায়? সূক্ষ্ম হইয়া ক্ষুদ্র রিপোর্ট আকারে যায়, দুই চারি কথায় পূর্ব্ব ও পর বৎসরের আয় ব্যায়ের আলোচনা লিখা থাকে। তদ্‌বৎ ব্রহ্মের হিসাবনিকাশ লিখিতে লিখিতে বেদ, পুরাণ, কোরাণ, বাইবেল, ভাগবত কত কি সৃষ্টি হইল। কিন্তু শেষ কথা কি? "ব্রহ্মৈবাস্মি", "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম", "তত্ত্বমসি", "অহং ব্রহ্মাস্মি", ইত্যাদি বাক্যে সমস্তই চুম্বক হইয়াছে।

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটীভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ॥"

পরে অন্য কথা প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন,—

দেখ, কেহ নিজ শরীরদ্বারা অন্যের উপকার অপকার করে, কেহ নিজ প্রাণদ্বারা, কেহ নিজ মনদ্বারা অন্যের উপকার অপকার করে, কেহ অপরের মনে মন লাগাইয়া অনেক জানে শুনে, কেহ বুদ্ধিতে বুদ্ধি ও চিত্তে চিত্ত লাগাইয়া অন্তরিক্ষে অনেক কাজ করে; সে সবও ভেল্‌কী বলিয়াই জানিবে; অন্তর্যামী ইত্যাদি গুণ পাইতে চাহিলে,

নেক্। গরু মনে মনে বলিল, "তাতে আমার কি? এখানেও খাই চাষ করি, সেখানেও তাই করিব।"

চন্দ্র—এখানে এ সব কথায় কি কিছুই আনন্দ পান না?

স্বামীজী—পাই বৈ কি, যখন অধিকারী মিলে, তখন বড়ই আনন্দ হয়।

চন্দ্র—পঞ্চকোষবিবেকদ্বারা আত্মজ্ঞানের প্রণালীতে "নেতি নেতি" বিচারের অবশেষে দ্বৈতজ্ঞান কেন থাকিবে না?

স্বামীজী—অধিষ্ঠান আর অধ্যাস এই দুইটী ভাব আছে ত? ইহাদের কাহাতে কে আছে?

চন্দ্র—অধ্যাস সমস্ত অধিষ্ঠানচৈতন্যেতেই অবস্থিত।

স্বামীজী—তবে কেন দ্বৈতসন্দেহ, বৎস?

স্বামীজী—একটা কর্পূরের চাকা দেখাইয়া বলিলেন:—এটা কি আবস্থায় আছে?

চন্দ্র—স্থূল অবস্থায়।

স্বামীজী—ইহার গন্ধ যে নাকে লাগে, তাহা কেন হয়? ইহা ত দূরেই পড়িয়া আছে।

চন্দ্র—সূক্ষ্মভাব গ্রহণ করিয়া ইহা দূরস্থিত লোকের নাকে যায়।

স্বামীজী—এই স্থূল অবস্থায় আসার পূর্ব্বে ইহা কি অবস্থায় ছিল?

চন্দ্র।—ইহা সূক্ষ্ম অবস্থায় বৃক্ষে ও মৃত্তিকায় ছিল।

স্বামীজী।—হে পুত্র, তদ্বৎ সমস্ত পদার্থই স্থূল অবস্থার পূর্ব্বে ও পরে কারণেতেই সূক্ষ্মরূপে থাকে; ব্রহ্ম হইতে ইহাদের পার্থক্য যে কর, ব্রহ্মকে কোথায় রাখিবে, ইহাদিগকে কোথায় রাখিবে? পৃথক পৃথক রাখার স্থান কোথায়? দেখ, ভারত গবর্ণমেণ্টের হিসাব-দপ্তর লিখিতে লিখিতে কত বড় হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু পার্লেমেণ্টে যখন যায়, তখন কি ভাবে যায়? সূক্ষ্ম হইয়া ক্ষুদ্র রিপোর্ট আকারে যায়, দুই চারি কথায় পূর্ব্ব ও পর বৎসরের আয় ব্যায়ের আলোচনা লিখা থাকে। তদ্‌বৎ ব্রহ্মের হিসাবনিকাশ লিখিতে লিখিতে বেদ, পুরাণ, কোরাণ, বাইবেল, ভাগবত কত কি সৃষ্টি হইল। কিন্তু শেষ কথা কি? "ব্রহ্মৈবাস্মি", "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম", "তত্ত্বমসি", "অহং ব্রহ্মাস্মি", ইত্যাদি বাক্যে সমস্তই চুম্বক হইয়াছে।

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটীভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগৎ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ॥"

পরে অন্য কথা প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন,—

দেখ, কেহ নিজ শরীরদ্বারা অন্যের উপকার অপকার করে, কেহ নিজ প্রাণদ্বারা, কেহ নিজ মনদ্বারা অন্যের উপকার অপকার করে, কেহ অপরের মনে মন লাগাইয়া অনেক জানে শুনে, কেহ বুদ্ধিতে বুদ্ধি ও চিত্তে চিত্ত লাগাইয়া অন্তরিক্ষে অনেক কাজ করে; সে সবও ভেল্‌কী বলিয়াই জানিবে; অন্তর্যামী ইত্যাদি গুণ পাইতে চাহিলে,

সে সকলের দরকার হয়। ব্রহ্মবিদ্যাতে সে সকলের স্থান নাই ; ব্রহ্মবেত্তা ঐ সকল ইচ্ছা করেন না।

আচ্ছা, সাধুতে ও তোমাতে পার্থক্য কি ? সপ্ত ধাতু, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, আত্মা এই সমস্ত উভয়েরই এক রকম আছে। তবে সাধুসঙ্গ কর কেন ?

চন্দ্র—প্রয়োজন এই—তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তি বৃদ্ধি হয়। পার্থক্য এই—যেমন লৌহ ও চুম্বক বৈজ্ঞানিক হিসাবে এক লৌহ পদার্থ হইলেও যাবৎ লৌহ চুম্বকত্ব প্রাপ্ত না হয়, তাবৎই তাহা চুম্বককর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়। তেমনই সাধারণ বদ্ধ জীবে ও সাধুতে পার্থক্য ; কিছু বিশেষত্ব আছে, তাই সাধুর নিকট বদ্ধ জীব যায়।

স্বামীজী—দেখ, বড়লাট লর্ড রিপণের সঙ্গে একদিন আমার এবিষয় কথা হইয়াছিল। তিনি একবার একা সিমলা পাহাড়ে বেড়াইতেছিলেন। আমিও সেই সময় ঐ রাস্তায় ছিলাম ; আমাকে দেখিয়াই তিনি মাথার টুপী উঠাইলেন। তাহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সাহেব, কি জন্য ও কাহাকে সেলাম করিলেন ? আপনি ও আমি পোষাকে ভাষায় ও গঠনে পৃথক হইলেও বস্তুহিসাবে পৃথক নহি। আমাতেও যাহা আছে, আপনাতেও তাহা আছে"। সাহেব বলিলেন,—'তথাপিও কিছু বিশেষত্ব আছে—আকর্ষণী শক্তি, তাহাকে সেলাম করিয়াছি।' আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'হিন্দুর কোন্ কোন্ ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়াছেন ?' উত্তরে

জানিলাম, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চদশীআদি ও দশখানা উপনিষদ্ পড়িয়াছেন। তিনি আমার সহিত আলাপ করিতে চাহিলে বলিলাম,—পরদিন অমুক সময়ে অমুক স্থানতে পুনঃ দেখা হইবে। পরদিন তিনিও ঠিক সময়ে আসিলে পর অনেক তত্ত্বকথাব আলাপ হইল।

সাধুসঙ্গে বিশেষ কি হয় বলিব? তোমাদের গৃহস্থদের দৃষ্টান্তদ্বারাই দেখাইতেছি, শীঘ্র বুঝিবে। প্রত্যহ কি গর্ভোৎপত্তি হয়? ভিতরে প্রসন্ন ভাব যখন হয়, সে সময় ঝট্ অসঙ্গানন্দ স্বভাব গর্ভে সঞ্চারিত ও ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তদ্‌বৎ সাধুসঙ্গ করিতে করিতে একদিন সাধু ও সেবকের অন্তঃকরণের এমনই গূঢ় মিলন হবে; তখন সেবকেব অন্তঃকরণ শুদ্ধ গ্রহণশক্তিদ্বারা সাধুর বীর্য্য গ্রহণ কবিয়া অন্তরে গর্ভাধান করিবে। এই সময় সকলের পক্ষে সমানভাবে আসে না।

কিছুক্ষণ অন্য কথার পর স্বামীজী বলিতে লাগিলেন:—সতরঞ্চ খেলা জানত? সেই সতরঞ্চে ঘোড়া—ইন্দ্রিয়, মন—মত্তবারণ (পিল্), বুদ্ধি—মন্ত্রী (দাবা), আত্মা—রাজা; এই গুলির সঙ্গে বিবেক সংযম আদির লড়াই। বস্, বসিয়া বসিয়া এই সতরঞ্চ খেলা কর। এই এক কিস্তি, আবার বিপক্ষ সেই কিস্তি কাটিবে; এই প্রকারে শেষে এক কিস্তিতে মাৎ হইলে রাজা ধরা পড়িবে, তখন ভিতর হইতে আনন্দে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিবে!

পুনরায় স্বামীজী বলিতে লাগিলেন :—

হে পুত্র! গৃহস্থ হওয়া অতি উত্তম ভাগ্য, যদি ঠিক ঠিক হইতে পারে। দেখ, এক ঋষি এক রাজার পুত্রকে বনে বাঘে খাইতে দেখিয়া, তাহার ঘোড়া কাপড় প্রভৃতি লইয়া রাজাকে খবর দিতে গেলেন, রাজার নাম "নির্ম্মোহন"। তিনি ঐ খবর শুনিয়া বলিলেন,—'আমার পুত্রই হয় নাই, মৃত্যু আবার কাহার হইবে? ইহাতে আপনার সন্দেহ হইলে, রাণীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন'। ঋষি রাণীকে ঐ বিষয় জানাইলে, তিনি বলিলেন—আমার পুত্র কবে হইল?

ঋষি বলিলেন,—এই তাহার নাম, এই সকল তাহার জিনিষ, এইক্ষণে স্মরণ করিয়া দেখুন। রাণী বলিলেন—এই সমস্ত কাহার জিনিষ জানি না। আর যদি কখনও কাহাকে প্রসব করিয়াও থাকি, তাহাতেই বা কি হইল? এক ফোঁটা রক্ত হইতে এক পুত্র জন্মে, কত হাজার ফোঁটা প্রতি মাসে পরিত্যাগ করি। তাহার জন্য দুঃখ করি না, এক ফোঁটার জন্য দুঃখ করিব'? এই রাণীর নাম ছিল "নির্ম্মোহিনী"।

তৎপরে ঋষি রাজপুত্রবধূর নিকট এই সংবাদ বলিলে, বধূ বলিলেন,—'আমার স্বামী সর্ব্বজীব-স্বামী, সর্ব্বজীব-হৃদয়ে বাস করেন, তাঁহাকে আবার কে মারিবে?' এই কথা বলিতেই বধূর চক্ষে জল দেখা দিল। তাহা দেখিয়া ঋষি বলিলেন,—'মা! তবে কাঁদ কেন?'—বধূ বলিলেন,—'এই

জন্য কাঁদি যে, মঙ্গলামঙ্গল খবর বহন করে পদাতি লোক; আপনি ঋষি, এমন লোক হইয়াও এই সামান্য পদাতিকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাতেই দুঃখ হইল।' ঋষির তখন ভ্রম দূর হইল। গৃহস্থ হও, ত এই প্রকার হইতে চেষ্টা কর।

অপরাহ্নে চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও অপর কয়েকটী বন্ধুসহ চন্দ্র স্বামীজীর দর্শনে গেলেন। চন্দ্র অত্যন্ত ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে দেখিয়া স্বামীজী তাহার পুত্রকে বাতাস করিতে বলিলেন; তাহাতে চন্দ্র পুত্রকে স্বামীজীর সাক্ষাতে তাহাকে বাতাস করিতে নিষেধ করায় স্বামীজী বলিতে লাগিলেন ঃ—

"না, নিষেধ করিও না। আমার আদেশ। পিতা মাতার সেবা আর কোথায় হবে? মনুষ্য-জন্ম মোক্ষদ্বার বটে, নতুবা স্বর্গ হইতেও মোক্ষ-মার্গে যাইতে পারিবার বিধান শাস্ত্রে থাকিত। দেখনা—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।"

অতএব মোক্ষ এই মরলোক হইতেই হইতে পারে।"

লয়, কষায় ও রসাস্বাদ কাহাকে বলে ও সমাধির সহিত ইহাদের পার্থক্য কি? এই প্রশ্ন হইলে স্বামীজী উত্তর করিলেন ঃ—

এই তিনটী অবস্থা হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারিলে স্ব-স্বরূপ

অবস্থায় যাওয়া যায়। এই তিনটীর পার্থক্য বুঝ। (১) লয়—সুষুপ্তি ভাব, ভগবানের নামও চলিতেছে না, মন অন্যত্রও যায় নাই, অজ্ঞান বা অভাব জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। (২) কষায়—ভগবানের নাম চলিতেছে না, মনও অন্যত্র যায় নাই, নিদ্রা অবস্থাও নয়, অর্থাৎ উন্মীলিত কিন্তু স্থগিত অবস্থা। (৩) রসাস্বাদ—নাম চলিতেছে, কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, স্বরূপ অবস্থায়ও স্থিত নহে, লয় কষায় অবস্থায়ও নহে, যেমন জলপূর্ণ পাত্র হইতে কেহ জলাস্বাদ করিতে গিয়া কলসীর বহির্দ্দেশের শীতলতা আস্বাদ করিতেছে; ইহা জল নহে, অথচ জলেরই গুণ। এই অবস্থায় সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা আনন্দ—দ্বৈতানন্দ অনুভূত হয়।

চন্দ্র—কি প্রকারে এই তিন অবস্থা হইতে বাঁচিয়া চলা যায়?

স্বামীজী—তাহা এই সভা মধ্যে কি প্রকারে দেখাইব? নির্জ্জনে একান্ত অবস্থায় গুরু ও উপযুক্ত শিষ্য মধ্যে ইহার বুঝা-পড়া প্রকৃতমতে হইতে পারে। মোটামুটি উপায় এই—'লয়' অবস্থা হইলে দীর্ঘস্বরে প্রণবাদি উচ্চারণ করিলে উহা দূর হইবে। 'কষায়' অবস্থা হইলে কিছুক্ষণ হাটিয়া আসিলে, উহা নিবৃত্ত হয়। রসাস্বাদ অবস্থা আসিলে, মধ্যে মধ্যে ঝট্ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিতে হয় ও বিচার করিতে হয়।

অন্য কথাপ্রসঙ্গে দূরদেশে ভ্রমণ সময়েও স্ত্রীলোক হইতে কতদূর কাজ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বলিতে লাগিলেন :—

পাণ্ডবগণ বনে গমন করিলে দুর্য্যোধন তাহাদিগকে নষ্ট করার জন্য দুর্ব্বাসা ঋষিকে সশিষ্য পাণ্ডবের শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাহাদের অবস্থা জ্ঞাত হইতে বলিলেন, এবং অন্ন গ্রহণের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের নিকট আচমনের জন্য সমুদ্রজল, লবঙ্গ-বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ এবং ক্ষীরান্ন, ও ভোজনান্তে দক্ষিণাস্বরূপ দশ সহস্র অশ্বমেধ সম্পাদনযোগ্য অর্থ অথবা তৎসম ফল প্রার্থনা করিবার জন্য বলিয়া দিলেন। দুর্ব্বাসা যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া তদ্রূপ প্রস্তাব করিলে, পাণ্ডবগণ ভগবদাশ্রয় গ্রহণ করতঃ প্রথম তিনটী প্রার্থনা পূরণ করিয়া উদ্ধার পাইলেন। কিন্তু ভোজনান্তে দক্ষিণা প্রার্থনা করায়, তাহা দিতে অক্ষম হওয়ায় শাপভয়ে ধর্ম্মরাজকে কাতর দেখিয়া দ্রৌপদী দ্রুতপদে গিয়া দুর্ব্বাসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! সাধুর পাদবিক্ষেপের অনুসরণ করিলে কি ফল হয়, আমাকে তাহা জানাইলে সুখী হইব। দুর্ব্বাসা দ্রৌপদীকে মধুর বচনে বলিলেন—

"বিধিবৎ যজ্ঞ করতঃ যে দ্বিজ উত্তম কুল গোত।
সাধু নিকট্ চল্ যাতে হি সো ফল্ পগ্ পগ্ হোত॥"

"হে বৎসে! উত্তম-কুল-গোত্র-জাত দ্বিজ বিধিবৎ অশ্ব-মেধাদি যজ্ঞ করিলে যে ফল পায়, সাধুর নিকট গিয়া প্রতি পাদবিক্ষেপেই সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

দ্রৌপদী বলিলেন—"প্রভো! শ্লোকটী আমায় লিখিয়া দিতে আজ্ঞা হয়।" দুর্ব্বাসা ঋষি তাহা লিখিয়া দিয়া গমনোদ্যত হইলে যুধিষ্ঠিরাদি সহ দ্রৌপদীও বহুদূর তাঁহার

পশ্চাৎ গমন করিলেন। অতঃপর দুর্ব্বাসা ঋষি যুধিষ্ঠিরের নিকট দক্ষিণা চাহিলে, দ্রৌপদী সত্বর তাঁহার হাতে ঐ শ্লোকের কাগজখানা দিয়া বলিলেন—"প্রভো! এই ব্যবস্থামতে পঞ্চ পাণ্ডবসহ আমার যত অশ্বমেধের ফল প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহা হইতে আপনার প্রাপ্য ফল নিয়া, বাকী ফল আমাদিগকে সার্থক করিয়া দেন।"

তখন দুর্ব্বাসা হাসিয়া বলিলেন—

"জয়োস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।"

শিব চক্রবর্ত্তী—কি প্রকারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে নাম জপ ও ইষ্টের ধ্যান হয়?

স্বামীজী—সংশয়শূন্য ভাবে ও একেতে নিষ্ঠা রাখিয়া নাম করিলেই প্রকৃত নাম করা হয়। নামেতেই রূপ মিলিবে। উপাসনা করিতে হইলে, নিজের হৃদয়কে এক বড় ময়দান কল্পনা কর, তাহাতে ইষ্টদেবের এক বৃহৎ মন্দির কল্পনা কর, তদভ্যন্তরে স্বর্ণ সিংহাসনে ইষ্টমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া, তাঁহার চরণে প্রচুর বিল্বপত্র তুলসী চন্দন দাও, পরে নৈবেদ্যাদি দিয়া আরতি কর, পরে ঐ মূর্ত্তির ধ্যান কর। সর্ব্বাঙ্গ এক সময়ে ধ্যানে না আসিলে, কেবল পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেতে মনের স্থিতি কর।

শিব—শ্রীকৃষ্ণের ধাম কোথায়?

স্বামীজী—ভাগবতে বৃন্দাবন আদি ধামের উল্লেখ আছে; আর গীতায় ভগবান্ নিজে ঐ ধামের লক্ষণ বলিয়াছেন—

"ন তৎ ভাসয়তে সূর্য্যো, ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যৎ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তৎ ধাম পরমং মম॥"

এই কষ্টি-পাথরে কষিয়া তাঁহার ধাম নির্ণয় কর। বাছা! মতের ভ্রম অবলম্বন করিও না—আচারী সম্প্রদায় নিজ মতে টানিবে, তাহাতে ফস্কিও না। রাত্র ৮টার পর আরতি হইলে সকলেই চলিয়া আসে।

১৩১৯, ১৭ই শ্রাবণ, শুক্রবার।

স্থান—২১১নং হ্যারিসন্ রোড, কলিকাতা।

——০ঃ-ঃ০——

প্রাতে নোয়াখালীর হেমন্ত সেন আসিয়া বসিলে পর মঙ্গল প্রশ্নান্তে পূর্ব্বদিনের লয়, কষায় ও রসাস্বাদ বিষয়ে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন :—

দেখ, কোন শিষ্যকে গুরু "গো" আনিতে বলিয়া তার লক্ষণ বলিয়া দিলেন—(১) চারিটী স্তন, (২) চারিটি পদ, (৩) দুইটী কর্ণ, (৩) একটি পুচ্ছ আছে। শিষ্য তালাস করিয়া একটী মহিষেতে ঐ লক্ষণ দেখিয়া তাহাই আনিল; কারণ গরুর বিশেষ লক্ষণ—গলকম্বলত্ব সে শুনে নাই, গুরুও বলেন নাই। তদ্‌বৎ লয়, কষায়, রসাস্বাদ ও স্বরূপ অবস্থার পার্থক্য বর্ণনা কোন গ্রন্থে পাবে না; উপযুক্ত অধিকারীকে গুরুই বুঝাইতে সক্ষম।

চন্দ্র—আচ্ছা, "জ্ঞানে চিন্মাত্রং ব্রহ্ম, যোগে বিশ্বময়ঃ পরাত্মা, ভক্তো পূর্ণপুরুষো ভগবান্"—পুরুষোত্তমের এই যে তিন প্রকার প্রকাশ হয়, তাহাতে আর কূটস্থ ভাবে প্রভেদ কি? এবং ভক্ত ও ভগবানে সম্বন্ধ কি?

স্বামীজী—প্রকাশ তিন প্রকার হবে কেন? বহুপ্রকার হয়। কূটস্থভাবে সর্ব্ব-স্বরূপে স্থিতি। বস্ত্রের সহিত সূত্রের

ন্যায় পরমাত্মাসহ ইহার সমবায় সম্বন্ধ। ভগবান ও ভক্তে সম্বন্ধ যেমন চকোর ও চন্দ্রে। চন্দ্রের দিকে চাহিয়া চকোরের সমুদয় ইন্দ্রিয় বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়, কেবল দৃষ্টি বহাল থাকে ; চন্দ্রের গতির সঙ্গে ইহার চক্ষু ও গলা ঘুরে, শরীর স্থির থাকে —এমন স্থির যে, সাপে খায় কি মানুষে ধরে কিছুই দৃষ্টি নাই—কেবল উপাস্যই প্রতীয়মান হয়, উপাসকের আত্ম-অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুল হয়। হে পুত্র! এমন ভাবের উপাসনা গ্রন্থে মাত্র দেখি ও বৃদ্ধের মুখে শুনি, জীবে ইহা দুর্ল্লভ ; দেখা যায় না।

প্রেমের ভজনে অধিকারী হইবার বিষয়ে একটী গল্প শুন। —গুরু শিষ্যকে অধিকারী করিবার উদ্দেশ্যে এক দেশের এক রাজ-কন্যাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টিত হইতে বলিয়া শিষ্যকে বিদায় দিলেন। শিষ্য ঐ রাজার রাজধানীতে গিয়া চিন্তা করিলেন ;—রাজপুরীতে কন্যা কোথায় থাকে, তাহা পুরুষের মধ্যে একমাত্র মেথরই বলিতে পারে। এই চিন্তা করিয়া, সে রাজ-অন্তপুরের মেথরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া রাজকন্যার থাকিবার প্রাসাদ চিনিয়া লইল। পরে ঐ কন্যার দর্শন আশায় সদর রাস্তায় বসিয়া, উহার জানালার দিকে একাগ্রভাবে দেখিতে লাগিল ; কখন রাজকন্যা জানালায় দাঁড়াইবে, এই উৎকণ্ঠায় আহার-নিদ্রা রহিত হইল, এমন কি রাস্তায় পথিক কেহ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেও সে অন্যমনস্ক থাকায় উত্তর দিতে

পারিত না। তাহার এই প্রকার ধ্যাননিষ্ঠার ও স্পৃহা-শূন্যতার কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে রাজার কাণে গেল। রাজা এই প্রকার সর্ব্বত্যাগী পুরুষের আগমন-সংবাদ শুনিয়া স্বয়ং উপঢৌকন লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সাধুর সে দিকে কিঞ্চিৎমাত্র দৃষ্টি নাই। রাজা অবাক হইয়া পুরে প্রবেশ করিলে পরে সাধুর আচরণ অন্তঃপুরেও প্রচার হইল; রাজকন্যা তাহার দাসীকে বলিল—সাধু আছে কিনা দেখ; পরিচারিকা জানালা খুলিয়া সাধুকে দেখিয়া রাজ-কন্যাকে বলিল—সাধু এখনও আছে, দেখ। তাহাতে কন্যা ঐ জানালায় দাঁড়াইলে, সাধু রাজ-কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরিচারিকা রাজ-কন্যার প্রতি সাধুর এই আচরণ রাণীকে জানাইলে, রাজাও ইহা জানিলেন; রাজা ভাবিলেন, এমন ত্যাগী মহাপুরুষকে কন্যা গ্রহণ করাইতে পারিলে, আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এই চিন্তা করিয়া পরিচারিকাসহ কন্যাকে গভীর রাত্রিতে সাধুদর্শনে যাইতে আদেশ করিলেন। কন্যা এইপ্রকার "কপর্দ্দকশূন্য ভিখারীর সহিত বিবাহিত হওয়া অপমানজনক জ্ঞান করিয়াও, পিতার আদেশে গভীর রাত্রে সাধুর নিকট গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সাধু বলিলেন,—"হে রাজ-কন্যে! তোমাকে লাভ করিতে হইলে তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে বল?" কন্যা সুযোগ পাইয়া নিজ গলার বহুমূল্য মুক্তাহার দেখাইয়া বলিল,—"এই প্রকার সহস্র মালা আন।" সাধু

বলিলেন,—যদি আনিতেই পারি তবে সহস্র মালা কোন্ ছার, গোলা প্রস্তুত করিয়া রাখ, তাহা ভিন্ন স্থান হইবে না।” এই কথা বলিয়া সাধু চলিয়া গেল। পরদিন রাজা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন ও কন্যাকে তিরস্কার করিলেন। সাধু মুক্তার উৎপত্তি-স্থান সমুদ্র-তটে যাইয়া দেখিল বহু কষ্টে ডুবুরিয়া যে মুক্তা উঠাইতেছে, তাহার লক্ষের মধ্যেও রাজ-কন্যার গলার মুক্তার ন্যায় একটী মুক্তাও পাওয়া যায় না। ইহা দেখিয়া সাধু সমুদ্র সেঁচিয়া ভাল মুক্তা সংগ্রহ মানসে তুম্‌ড়ি করিয়া সমুদ্রজল দূরে নিয়া ফেলিতে ও ঐ স্থান হইতে মাটি আনিয়া সমুদ্রে ফেলিতে লাগিল। এই প্রকার কিছুদিন করিলে পর সমুদ্র ভীত হইয়া বরুণ-দেবকে সাধুর উদ্দেশ্য জানিতে প্রেরণ করিলেন। বরুণ-দেব উহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সাধু তাহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিল। তখন বরুণ বলিলেন, ”এই প্রকারে সমুদ্র সেঁচা এক জীবনে অসম্ভব।” সাধু বলিল, “জীবন ত অনন্ত, সাধনার দ্বারা কোনও জন্মে আমি গরুড় হইয়া পক্ষাঘাতে অথবা অগস্ত্য হইয়া গণ্ডুষে নিশ্চয়ই সমুদ্র শোষণ করিব।” বরুণদেব সমুদ্রকে সাধুর দৃঢ়সংকল্প ও তীব্র সাধনার বিষয় জানাইলে, সমুদ্র ভীত হইয়া সাধুর নিকটে করযোড়ে উপস্থিত হইয়া আদেশ জানিতে চাহিলেন। সাধু রাজকন্যার গলার মুক্তার ন্যায় বহুসংখ্যক মুক্তা ঐ রাজ্যে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সমুদ্রকে অনুরোধ করিল। তৎপর সমুদ্র ঐরূপ অসংখ্য মুক্তা বহু পশু-পৃষ্ঠে ঐ রাজ্যে প্রেরণ

বরিশাল- নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীশ টিটাগড়ে কাজ করেন। তিনি আসিয়া স্বামীজীকে বলিতে লাগিলেন,—একদিন গৃহিণী হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া কখনও গভীর হাস্য, কখনও গভীর রোদন করিতেছিলেন ; তাঁহার এ অবস্থা দেখিয়া আমি একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। বহু চিন্তা করিয়া দেখিলাম, পূর্ব্বে এজাতীয় কোন রোগ তাঁহার ছিল না ; সুতরাং হঠাৎ এরূপ অবস্থা কোন রোগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। ঐ অবস্থায় মধ্যে মধ্যে তিনি যেন কাহারও নিকট অপরাধ ক্ষমা চাহিতেছেন ও ভবিষ্যতে আর তদ্রূপ অপরাধ করিবেন না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,—আপনি দেখিলেন না ? গুরুজী মহারাজ আসিয়াছিলেন, তাঁহার ভয়ানক ক্রোধপূর্ণ মূর্ত্তি, আমি তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য কত ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম ; তিনি শাসন করিয়া যেন শান্ত না হইয়াই চলিয়া গেলেন।" গৃহিণীর গলার কণ্ঠী নাই দেখিয়াই চতুর্দ্দিকে বহু তালাস করিলেন কিন্তু পাইলেন না ; রাত্রে শয়নের পর স্বপ্নে পুনরায় কণ্ঠী পাইলেন। এসকল ব্যাপার কি ? আমি কিছুই বুঝি না।

স্বামীজী ইহার উত্তরে কেবল এইমাত্র বলিলেন :—

"গুরু পরমাত্মা কোন অপরাধের জন্য শাসন করিয়াছেন আর কি।"

১৩১৯ সন, ১৮ই শ্রাবণ, শনিবার।

স্থান—২১১ নং হ্যারিসন রোড়, কলিকাতা

——০ঃ-ঃ০——

অদ্য প্রাতে হেমন্তের সহিত চন্দ্রও স্বামীজীর নিকট গেলে অন্য কথা-শেষে প্রাণায়ামের কথা উঠিলে; স্বামীজী বলিলেন ঃ—

প্রাণ-ডুরী অন্তর্যামী ভগবান নিজ হাতে রাখিয়াছেন; আর অন্য সমস্ত বিষয়ে জীবকে স্বাধীন ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়াছেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া, দম আঁটিয়া জীবরূপী যন্ত্র সংসারে ছাড়িয়া দিয়াছেন; যখন সেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ফুরাইবে, তখন কল বন্ধ হইবে। প্রাণায়াম বা সমাধির দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের দৈনিক সংখ্যা কমান যায়; তাহাতে দিন মাস হিসাবে জীবন বেশী সময় থাকে সত্য; কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বাড়ান কমান যায় না। স্থুল দেহে প্রাণ-ক্রিয়া চলে, মৃত্যু অন্তে আতিবাহিক দেহে, সেই ক্রিয়া স্থিরভাবে থাকে।

———

১৩১৯ সন, ১৯শে শ্রাবণ, রবিবার।

স্থান—২১১ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

অদ্য প্রাতে স্নানান্তে হেমন্তের সহিত চন্দ্র স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহারা শুনিলেন স্বামীজী বলিতেছেন:—

নিজের স্ত্রী ও পুত্রকে কখনও প্রশংসা করিতে নাই, ইহাদের প্রশংসা মৃত্যু অন্তে কর্ত্তব্য; বন্ধুকে ও ভৃত্যকে কার্য্য সমাধা অন্তে প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু গুরুজন ও ইষ্টদেবকে সর্ব্বদা সাক্ষাতে ও পরোক্ষে প্রশংসা করিতে হয়। এক ব্রাহ্মণের পুত্র দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া দেশে আসিলে রাজা প্রজা সকলেই তাহাকে সম্মান করিতে লাগিল। পিতা দেখিলেন ছেলের মনে অহংঙ্কার জন্মিতেছে; তখন একদিন প্রণাম-কালে পিতা ছেলেকে বলিলেন—যা, ওখান গিয়ে বস্। ছেলের মনে পিতার এই ব্যবহারে ভারি দুঃখ হইল ও মার কাছে গিয়া পিতার এইরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। গৃহিণী কর্ত্তাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; পরে নির্জ্জনে গৃহিণীকে বলিলেন:—"দেখ, দেশশুদ্ধ লোক ছেলের প্রশংসা করায়, তাহার অন্তঃকরণ অহঙ্কারে ও অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়াছে। আমি যদি তাহার অভিমান দূর না করাই, তবে শেষে সে নষ্ট হইবে।" ছেলে

চুপে বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল; পিতার কার্য্যের গূঢ় মর্ম্ম বুঝিয়া দৌড়িয়া আসিয়া পিতার পায়ে পড়িল ও বলিলঃ—"আমার অপরাধ ক্ষমা করুন; বুদ্ধির দোষে আপনার ভালবাসার গভীরতা আগে বুঝি নাই।" পিতা বলিলেন ঃ— "আগে তোমাব কেবল শব্দার্থই পড়া হইয়াছিল, এখনই তোমার প্রকৃত পড়া হইয়াছে।" দেখ, প্রেমের শাসন কত বড়। প্রশংসা কবিতে হয় ত স্ত্রী পুত্রকে শ্মশান অন্তে প্রশংসা করিও। হে পুত্র! এমন পিতা আজ কাল দুর্ল্লভ। যে গুরু উত্তম, তিনি শিষ্যেব প্রারব্ধ ভোগেতে ব্যথিত হন না। যে গুরু কনিষ্ঠ তিনি শিষ্যের প্রারব্ধভোগে ব্যথিত হইয়া, তাহার ভোগ স্থগিত রাখেন।

চন্দ্রকে বলিলেনঃ—তোদের বাড়িতে গেলে শেষে ত নানা ঠেকায় বাড়ীতে থাকিয়া যাইবি না? আমার সঙ্গে চলিয়া আসিবিত? এখনত চাকুরী নাই যে ঠেকা হবে?

চন্দ্র—চাকরী ছোটটী গেছে, বড়টীত আছে।

স্বামীজী—আছে বটে তাহা ক্রমে ক্রমে যাবে। উমেদার একরকম আছে জানত? তাহারা চাকুরীর আশায় কোনমতে সরকাবী খাতায় নাম লেখাইতে পারে কিনা চেষ্টা করে। একদিন যখন মালীকের প্রয়োজন হবে, তখন ঐ খাতা দেখিয়া উমেদারকে তলব করিবেন। ভগবানের সেবায় উমেদার হওয়া বড় ভাগ্য; একবার খাতায় নাম লিখাইলে, যেখানে কর্ম্মের ভোগে যাওনা কেন, সময়ে তলব পড়িবে।

কথা-প্রসঙ্গে ইদ্‌িলপুরের বিনোদের কথা উঠিল, তৎপ্রসঙ্গে স্বামীজী বলিলেন ঃ—

ছেলেটী আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ভগবানকে হৃদয়ে না বাহিরে পূজা করিব? হৃদয়ে বসাইলে বাহিরে চলা ফিরায় ভ্রম হয়; আর জানিনা এ হৃদয় তাঁহার আসনের উপযুক্ত হইয়াছে কিনা?' আমি তাহাকে বলিলাম, "হে পুত্র! তুমি গোলোকে হরিকে রাখিয়া পূজা কর, সর্ব্বত্র হরি বিদ্যমান সর্ব্বত্রই তাঁহার সত্তা দেখ। সমস্ত জীব-দেহ তাঁহার মন্দির, সেই মন্দিরে তিনি বাস করিতেছেন। সর্ব্ব দেহে তাঁহার অস্তিত্ব মনে করিয়া সকলের পায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে চলিবে। বিনা প্রয়োজনে কোন ব্যক্তির কোমরের উপরে তাকাইবে না। কোমরের উপরেতে অনুকূল প্রতিকূল নানা ভাব বিদ্যমান।"

অন্য কথা-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন ঃ—

সর্ব্বদাই ভগবৎ-স্মৃতি রাখার অভ্যাস বড় দরকার; কারণ কখন দেহান্ত হয় স্থির নাই। অভ্যাস দীর্ঘকাল না হইলে অন্তিম সময়ে ভগবৎ-স্মৃতি হয় না। এক জ্ঞানী পণ্ডিত শিষ্যসহ দূরদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে ঘটনাক্রমে অন্ন-জল-শূন্য এক প্রদেশে পঁহুছিলেন। তথায় তিনি চারিদিন উপবাসী থাকায় ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর অবস্থায় একদিন তাঁহার দেহান্ত সময় উপস্থিত হইল; এমন সময় অন্নজল অন্বেষণে তাঁহার সঙ্গীয় যে লোক বহুদূরে গিয়াছিল

সে আসিয়া বলিল,—প্রভো! বহুদূরে এক মুচির বাড়ীতে জল আছে, কিন্তু অপবিত্র বলিয়াই আনি নাই। এই কথা শুনিতে শুনিতেই পণ্ডিতের দেহত্যাগ হইল এবং মুচির বাড়ীতে জল পাওয়া যাইবে, এরূপ সংস্কার অন্তিম সময় থাকায়, ঐ মুচির বাড়ীতে পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের সংস্কারাদি বলবৎ থাকায় ঐ মুচির গৃহে বাল্যাবধিই দুধ এবং ফল ভিন্ন অন্য কিছুই আহার করিত না। তাহার পিতা ঐ মুচি রাজদ্বারে টিকারা ও ভেরী বাজাইত। কোনও সময়ে একাদশীর দিন মুচি বাড়ীতে না থাকায় রাজবাড়ীতে ঐ পুত্র টিকারা ও ভেরী বাজাইতে গেল এবং প্রত্যহ কোন্ সময়ে গৃহস্থের কিরূপ আচরণ কর্ত্তব্য তাহা ভেরী নিনাদে ঘোষণা করিতে থাকিল। রাজা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বহু দান দিতে চাহিলে, সে বলিল যে, সে অন্য কিছুই চাহে না—কেবল দুখানা বাড়ী তাহার পছন্দ মত চাহে। তাহার একখানাতে পৃথিবীর যাবতীয় কদর্য্য ও চিত্তের গ্লানিকর এবং নরকের বীভৎস ছবি ও মূর্ত্তি থাকিবে। এবং অপর বাড়ীতে স্বর্গ, দেবলোক, ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠলোক আদির ছবি ও মূর্ত্তি থাকিবে। রাজা তাহাকে তদ্রূপ দুখানি বাড়ী প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। তৎপর সে রাজাকে বলিল,—প্রাণদণ্ড-প্রাপ্ত যাবতীয় ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের ভার যেন তাহার উপর দেওয়া হয়। রাজা ইহাও স্বীকার করিলেন। এইক্ষণ হইতে প্রত্যেক প্রাণদণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ঐ মুচি সন্তান

প্রথমতঃ নরকের চিত্রের বাড়ীতে নিয়া কুকর্ম্মের পরিণাম ফল দেখাইয়া, পরে অপর বাড়ীতে নিতেন; অনন্তর তথায় সুকর্ম্মের ফলে উত্তম উত্তম যে যে গতি হয়, তৎচিত্র দেখাইয়া শেষে নারায়ণের সম্মুখে ঐ দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বসাইয়া নারায়ণের রূপ ধ্যান করিতে বলিতেন। ঐ ব্যক্তির চিত্ত নারায়ণে একটু স্থির হইলেই মুচি-পুত্র তাহার মস্তকছেদন করিয়া ফেলিতেন। এই প্রকারে অন্তঃকালে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির হৃদয়ের সদ্ভাব থাকায় দেহান্তে তার সদ্গতি হইত। এইরূপ কিছুদিন করিলে পর যমরাজ আসিয়া মুচি-সন্তানকে বলিলেন —পণ্ডিতজী! তোমার একার্য্য উচিত হইতেছে না। ইহাতে যমের অধিকার ছুটিয়া যাইবে। পণ্ডিত যমরাজকে বলিলেন,— আপনি আমার সম্বন্ধে যেরূপ বিচার করিয়াছেন, আমিও সেই নজীর ধরিয়াই চলিতেছি।

"অন্তঃকালে চ মামেব স্মরণ্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥"

অপরাহ্নে প্রথমেই ভক্তির কথা আরম্ভ হইল। তৎপ্রসঙ্গে সুদামা ব্রাহ্মণের উপাখ্যান বলিয়া, অন্য কথা প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন ঃ—

দেখ, পুষ্পে গন্ধ, তিলে তৈল, দুগ্ধে মাখন, ইক্ষুতে মিষ্টরস এগুলি নিরাকার ভাবে আছে; উহা অনুভব করিতে হইলে গন্ধকার, তেলি, গোয়ালা, মিষ্টকার ইত্যাদি গুরুর সাহায্য লইতে হয়। কিন্তু ঐ সকলকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে গেলে

তিল, ইক্ষু, দুগ্ধ, পুষ্প প্রভৃতি রূপও ত্যাগ করিতে হয়; তবে তাহাদের অভ্যন্তরের বস্তু—আতর, তৈল, মাখন, গুড় মিলে। একই সময়ে একই পুষ্প ও তাহার আতর, একই তিল ও তাহার তৈল, একই দুগ্ধ ও তাহার মাখন, একই ইক্ষু ও তাহার গুড় উভয় স্বরূপে ভোগ করা যায় না। তদ্রূপ, বিষয় ত্যাগ করিলে, বিষয়ের ধ্যান ছাড়ান দিলেই বিষয়ীকে লাভ করা যায় এবং গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেই তাহা সুসাধ্য হয়।

স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন ঃ—

উপদেশ শ্রবণের অধিকারীও চারি প্রকার হয় এবং তাহাদের ফলও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এক রাজ-কুমারী স্বয়ম্বর উপলক্ষে চারিটী তুল্য ওজনের সোণার পুতুলের দাম যিনি নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়া ছিলেন। পুতুল চারিটীর আকৃতিতে, ওজনে ও সোণার মূল্যে একই প্রকার ছিল। বহু রাজপুত্র তাহাদের মূল্যের পার্থক্য স্থির করিতে না পারিয়া চলিয়া গেল। পরে একজন তত্ত্বজ্ঞানী পুতুল চারিটী নির্জ্জনে নিয়া দেখিলেন (১) একটীর এক কাণে সূতা ভরিলে অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়; (২) দ্বিতীয়টীর কাণে সূতা দিলে মুখ দিয়া বাহির হয়; (৩) তৃতীয়টীর কাণে সূতা দিলে গলায় আসিয়া আটক হয়; (৪) চতুর্থটীর কাণের সূতা পেটে আসিয়া আবদ্ধ হয়। তখন জ্ঞানী পুরুষ বলিলেন ঃ— প্রথমটীর মূল্য কাণাকড়ি, দ্বিতীয়টীর মূল্য এক পয়সা,

তৃতীয়টীর মূল্য এক টাকা, চতুর্থটী অমূল্য। তদ্রূপ যেই শ্রোতা শুনিয়াই ভুলিয়া যায় তাহার মূল্য কাণাকড়ি, যে শ্রোতা শুনিয়াই অন্যের নিকট তাহা বক্তৃতা করে তাহার মূল্য এক পয়সা, যেই শ্রোতা শুনিয়া উহা ধারণ করে, তাহার মূল্য একটাকা; আর যেই শ্রোতা শুনিয়া উহা ধারণ করে এবং বিচার পূর্ব্বক পরিপাক করে, সে অমূল্য।

অধিকারী শিষ্য বিদ্বান্ ও বিচারশীল না হইয়াও যদি বিশ্বাসযুক্ত, ভক্ত ও নিষ্ঠাবান হয়, তাহারও কার্য্যসিদ্ধি অতি সহজে হয়। এক সাধু রাস্তায় বসিয়া থাকিত। বহু লোককে তিনি উপদেশ দিতেছেন দেখিয়া এক চাষা প্রত্যহ মনে ভাবিতেন,—নিশ্চয়ই ইনি সাধু মহাপুরুষ, ইঁহার বাক্য-পালনে অশেষ কল্যাণ হবে। এই প্রকার বিশ্বাস ও ভক্তি-নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া একদিন ঐ ব্যক্তি সাধুকে বলিল—'আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দেন, আপনার উপদেশ আমি প্রাণপণে পালন করিব।' সাধু ইহাকে মোটা বুদ্ধিযুক্ত হইলেও বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান্ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া অতি মোটা কথায় ইহাকে বলিলেন,—"দেখ, তুমি আর যাহা কর না কর, মনের কথা কখনও শুনিও না; তাহা শুনিলে তোমার অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে।" চাষা প্রণাম করিয়া হালের গরু লাঙ্গল লইয়া কতদূর গেলেই স্মরণ হইল সাধু ত মনের কথা শুনিতে বারণ করিয়াছেন। ইহা ভাবিয়াই মাঠে যাওয়া স্থগিত রাখিল। ক্রমে রৌদ্র বৃদ্ধি হইতে লাগিলে ছায়ায় যাইতে

ইচ্ছা হইল, কিন্তু তখনই উহা মনের কথা ভাবিয়া তাহা হইতে বিরত হইল। গরু দুটি দূরে চলিয়া গেল, তাহাতে মনে হইল উহাদিগকে ধরিয়া আনে; কিন্তু ইহা মনের কথা বলিয়া আর গেলনা। কাঁধে বেদনা হইয়াছে, ইচ্ছা হইল লাঙ্গল নামাইয়া রাখে, কিন্তু ইহাও মনের কথা বলিয়া তাহা করিল না। তারপর ক্ষুধা অনুভব হইলে খাইতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু মনের কথা বলিয়া তাহাও করিল না। এই প্রকারে মনেতে কোন প্রকার বৃত্তি উঠিতেই তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহা দমন করার অভ্যাস করিতে করিতে অন্তর্ম্মুখ-বৃত্তি হওয়ায় অল্পকালেই মনের বৃত্তি স্থগিত হইয়া গেল ও তৎসঙ্গেই প্রাণের বহির্বৃত্তিও স্থির হইয়া অল্পেতেই সমাধিস্থ হইয়া পড়িল। ভগবান্ বিষ্ণু দেখিলেন ইহার প্রাণ আর রক্ষা হয় না, তখন ইহার গুরুকে বলিলেন, "তুমি কি করিলে? ইহাকে দম্ দিয়া সংসারে পাঠাইয়াছি, ইহার কাজ শেষ না হইতে তুমি ইহার দম্ খুলিয়া দিলে?" তখন গুরুজী যাইয়া তাহাকে আহার করিতে আহ্বান করিলে তাহার সমাধি-ভঙ্গ হইল ও প্রসাদ গ্রহণ করিল।

হে পুত্র! এমন গুরুভক্ত ও গুরু-বাক্যে আস্থাযুক্ত কর্ম্মী হওয়া মহাভাগ্য।

চন্দ্র—ভক্তি-গ্রন্থে লিখিত আছে,—ভক্ত মোক্ষবাঞ্ছাকে মহা স্বার্থযুক্তভাব বলে। ভক্ত নিত্যলীলাতে থাকিতে চাহে। নিত্যলীলা কি বস্তু?

স্বামীজী—নিত্যলীলা এইত হইতেছে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ জীবকে নিয়া নিত্য রাস-লীলা করিতেছে।

চন্দ্র—ইহা অপেক্ষা নিত্যলীলার আর কোন গূঢ়ার্থ আছে কি?

স্বামীজী—তাহা তোমাকে এখন বলিব না। যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন পথ। সকল পথ একত্র করিও না।

হেমন্ত—কৃষ্ণকে কি প্রকারে গুরু বলিয়া ধারণা করিতে হইবে?

স্বামীজী—কেন? শাস্ত্রেও গুরু ও কৃষ্ণ এক তত্ত্ব বলিয়াছেন :—

"বসুদেবসুতং দেব কংসচানুরমর্দ্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্॥

আমিও কৃষ্ণ আর গুরুতে পৃথক দেখিনা। সাধন কর, সব জান্‌বে। তোমরা বাঙ্গালী, চাও—

"সাধন ভজন পূজন বিনা,
আমার গাঁজা ভিজবে কিনা।"

একখানা আরসী সকলের হাতেই আছে, গুরুদেব সে আরসীখানাকে বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দমাদি মসল্লার জলে সাফ্ করিতে বলেন। শিষ্য ঘসিতে ঘসিতে একদিন হঠাৎ একখানা হাত দেখিতে পাইল ও পরে আর একদিন একখানা

মুখ দেখিতে পাইল; ইহাতে শিষ্য আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া ভাবিল,—'এ আবার কে? এই আরসী—চিত্ত-দর্পণ, তাহার পিছনদিগের পারা—প্রেমাভক্তি। এই পারা চিত্ত-দর্পণে লাগাইলে ও দর্পণের অপর পৃষ্ঠ বিবেক-বৈরাগ্য আদির দ্বারা শুদ্ধ হইলে, তাহাতে সম্মুখস্থ বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ হয়। ভক্ত সেই মূর্ত্তিকে যে ভাবে সেবা করে, ঐ মূর্ত্তিও ভক্তকে সেই ভাবে সেবা করে। এইটি ভক্তির দ্বৈত।

আবার জ্ঞানীর পক্ষে সেই পারা মূলাবিদ্যা; যাবৎ তাহা দূর না হয়, তাবৎ আতিবাহিক ও কারণ শরীর থাকিবেই থাকিবে। স্থূল শরীর হইতে এই উভয় শরীর পৃথক হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ইহারা পরস্পর পৃথক থাকিতে পারে না; যাবৎ মূলাবিদ্যা থাকে, তাবৎ কারণ-শরীরের সঙ্গে আতিবাহিক শরীরও থাকে। উভয়টী যুগপৎ লয় হয়। তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত "অহং" থাকে।

চন্দ্র—স্থূল দেহেরও অবসান হইলে কেবল আতিবাহিক দেহে সাধন চলে কি না?

স্বামীজী—কেন চলিবে না? স্থূল দেহেতে কি আছে? ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি আতিবাহিক দেহদ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়; সাধনাও আতিবাহিক শরীরেই হয়, কারণ সমস্ত শক্তি তাহাতেই স্থিত।

প্রেমাভক্তির কথা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন:— দেখ, পদ্ম জলের ভিতর হইতে উঠে। কে আকর্ষণ করে?

সূর্য্য। সেই টানে কমল ফুটে, ফুটিয়া সূর্য্যকে সর্ব্বদা এত প্রেম করে যে, হৃদয়ে তাহাকে রাখার জন্য হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত করিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকে। কিন্তু প্রেমের কি উল্টা রীতি! সেই সূর্য্যই আবার সেই প্রেম-পাত্রের জীবনরূপী জলকে শুকাইয়া পদ্মের জীবন নষ্ট করে।

১৩১৯ সন, ৩০শে শ্রাবণ।

মিরশরাই হইতে কুমিল্লার পথে—রেলে।
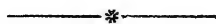
স্বামীজী কলিকাতা হইতে শ্রাবণের শেষ ভাগে চট্টগ্রাম জিলায় মিরেশ্বরী ষ্টেশনের নিকট দুর্গাপুর গ্রামে অবস্থিতি করিয়া, অদ্য রেলপথে কুমিল্লা চলিয়াছেন। পথে ইঞ্জিনের গতির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলেন ; পিষ্টন (Piston) একবার সম্মুখে একবার পিছে যায় ; কিন্তু ইঞ্জিন একদিকেই অর্থাৎ হয় সম্মুখে, না হয় পিছনে চলে, ইহা দেখিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন :—

প্রাণকে অপান নীচে আকর্ষণ করে এবং অপানকে প্রাণ ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করে ; অপানের জোর অধিক হইলেই শরীর গুরু হয়, আর প্রাণের জোর অধিক হইলেই শরীরের ঊর্দ্ধগতি হয়। দেখনা, লম্ফ দিয়া দৌড়ানোর সময় আঙ্গুলের উপর সামান্য ভর রাখিয়া কত দৌড়ান যায়, তখন প্রাণের ঊর্দ্ধগতি হয়। প্রাণায়ামে স্থূল শরীর মৃত্তিকা হইতে ২।১ ফুটের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না ; হাটিয়া পর্ব্বতাদিতে উপরে উঠিলে ২।৩ মাইলের ঊর্দ্ধে স্থূল শরীর যাইতে পারে না। আতিবাহিক শরীর বহু ঊর্দ্ধে যাইতে পারে, কিন্তু কতদূর ঊর্দ্ধে উঠিলে, পৃথিবীতে ফিরিয়া আসা না আসা তাহার ইচ্ছাধীন

হয়। তদূর্দ্ধে উঠিলে আর পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা হয় না।

চিত্তে কোন সংকল্প থাকিলে, পরমার্থ পদার্থে উহা সংলগ্ন হয় না। আর যদিবা কখনও সংলগ্ন হয় তবে তৎপরে বহির্বৃত্তি হইতেই পুনঃ সেই সংকল্পের বেগে চিত্ত সৃষ্টি রচনা করে।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই জগৎ বিদ্যমান থাকে; তুরীয় অবস্থায় বিচারের দ্বারা নির্দ্ধারিত বস্তুতে চিত্ত অহরহঃ যাইতে চাহে ও অনেকক্ষণ থাকিতে চাহে। জ্ঞানের সাত ভূমির মধ্যে এই চারিটী ভূমি(Stage)। পঞ্চম ভূমিতে গেলে এ অবস্থা হয় যে তাহাকে প্রশ্ন করিলে কেবল মাত্র সাড়া পাওয়া যায়—কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে,—"কেমন খাবে"?তবে উত্তরে খুব বেশী হইলে, সে বলিবে, "উঁ"। বস্, ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারিবে না। জ্ঞানের ষষ্ঠ অবস্থা হইলে ইহাও হয় না। কোন ভক্ত সে ব্যক্তির দেহ রক্ষার ইচ্ছা করিলে, জোর করিয়া তাহাকে আহার করাইতে হয় ও জোর করিয়া তাহার দেহে জ্ঞান আনিতে হয়; নতুবা চল্লিশদিনে ঐ দেহ নষ্ট হয়। জ্ঞানের সপ্তম ভূমিতে যে যায়, তাহার সর্ব্ব ব্যক্ত-অস্তিত্ব লোপ হয়।

১৩১৯ সন, ৫ই ভাদ্র বুধবার ।

স্থান—আগড়তলা, স্বাধীন ত্রিপুরা ।

——o:*:o——

ম্যাজিষ্ট্রেট অভয়বাবুর বাসায় স্বামীজী অদ্য সন্ধ্যায় বেড়াইতে গেলেন। ইনি তথাকাব ম্যাজিষ্ট্রেট এবং প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। তথায় একজন লণ্ঠনের আলো চক্ষুতে না আসার জন্য তাহার উপব কাগজের ঢাক্‌নি দিতে ছিলেন ও গরম বাতাস উপরে উঠিয়া যাওয়ার জন্য মধ্যে ছিদ্র করিয়া দিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন :—

দেখ, ঐ কাগজে যদি ছিদ্র না থাকিত, তবে কাগজটী পুড়িয়া নষ্ট হইত। ফুটা করিয়া দেওয়ায় গরম বাতাসও বাহির হইতেছে, তোমাদেরও কাজ হইতেছে। তদ্রূপ মন যখন বাহ্য ব্যাপারে থাকে, তখন ব্যাপক-ভাবে ছিদ্রশূন্য থাকে; কিন্তু যখন হরি-মুখী হইতে হয়, তখন একটী ছিদ্র করিয়া দিতে হয়। সমস্ত প্রেম সেখানে একমুখী হয়—তবে ভজন হয়; মোক্ষ, ব্যক্ত ভাবে না অব্যক্ত ভাবে? যাহার দৃষ্টি অব্যক্তে, সে বাহ্যে ব্যক্তরূপ দেখিলেও তদন্তর্ভূত অব্যক্তেই দৃষ্টি রাখে। হে পুত্র! জগৎসমস্ত নামরূপেই আছে, স্বরূপতঃ নাই। সর্ব্বত্র যাহার এইরূপ ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি হয়, তাহার

মোক্ষ হয়। সমস্ত জগতের অস্তিত্ব আবার প্রেমেতেই আছে। দেখনা, প্রসব অন্তে শিশুকে প্রেম না করিলে ক্ষণকালও সে বাঁচিবে না; বিস্তৃত ময়দানে অন্য কোনও বৃক্ষ না থাকিলে একা একটী বৃক্ষের চারা বাড়িবে না। সারূপ্য মুক্তি অর্থ, ভগবানের যেমন রূপ, তেমন রূপ পাওয়া; সালোক্য মুক্তি অর্থ, তাঁহার সহিত একলোকে বাসকরা; সামীপ্য মুক্তি অর্থ, একস্থানে সর্ব্বদা তাঁহার সেবায় থাকা। কিন্তু যখন ভক্ত সর্ব্বত্র অন্তরাত্মা রূপে হরিকে অবস্থিত দেখে তখনই অনন্য প্রেমাভক্তি হয়—তখনই "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ," "হরিরেব জগৎ, জগদেব হরিঃ, হরিতো জগতো নহি ভিন্ন তনুঃ" এইটী অনুভব হয়। যখন ভক্তের এই ভাব হয়, তখন তিনি সর্ব্বদা হরির নিকট থাকেন। এই রকম প্রেমা ভক্তির যখন আবির্ভাব হয়, তখন বাহিরের লোক দেখে ভক্তের ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, শরীরে ঘর্ম্ম হইতেছে, শরীর এলাইয়া পড়িতেছে। বাহিরের লোক মনে করে, ভক্ত মহা কষ্ট পাইতেছে। কিন্তু ভক্তের প্রাণ যদিও বাহিরের ক্রিয়ায় শৈথিল্য করিতেছে, তথাপি অন্তরে সূক্ষ্ম ভাবে ঠিক কাজ করিতেছে। অন্তরে প্রভুর আবির্ভাব হইতেছে, আর আনন্দ দক্ দক্ করিতেছে। ইহাই প্রেমাভক্তির লক্ষণ; এমনটী হইতে চেষ্টা কর। কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী উঠিয়া বসন্তবাবুর বাসায় চলিয়া আসিলেন।

১৩১৯ সন, ৭ই ভাদ্র, শুক্রবার।

স্থান—আগড়তলা, হুগ্‌লী নদীর ঘাটে।

———০ঃ#ঃ০———

চন্দ্র—দেহাদির সহিত মিশ্রিত ভাবে আত্মার অনুভূতি প্রায় সকলেরই হয়; দেহাদির অতিরিক্ত আত্ম ভাবে কিরূপে স্থিত হওয়া যায়?

স্বামীজী—না পুত্র! সর্ব্বদাই মিশ্রিতভাবে হবে কেন? "নেতি নেতি" ভাবে বিচারপূর্ব্বক যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয় হইতেছে, তাহা জ্ঞাতা-স্বরূপ আমি নহি এই ভাবে—অনুভব মার্গে চলিলেই, অনন্য-মিশ্রিত ভাবে আত্মার অনুভূতি হবে। ইহাই চিত্তলয়ের রীতি। "অহং" রূপে ব্যক্ত ভাবে থাকিলে সম্পূর্ণ স্বরূপ-স্মৃতি সর্ব্বদা থাকে না।

চন্দ্র—কেন? অবতার মহাপুরুষগণ যখন বাহ্য বিহার করিতেন, তখন কি সম্পূর্ণ স্বরূপ-স্মৃতি তাঁহাদের থাকিত না?

স্বামীজী—না, তখন সর্ব্বদা সম্পূর্ণ স্বরূপ-স্মৃতি থাকে না। সময়ে সময়ে যোগ-শক্তির আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহারা নানা কার্য্য করিতেন, সে সময়ে সম্পূর্ণ আত্ম-স্বরূপ-স্মৃতি তাঁহাদের দৃষ্ট হইত না। অব্যক্ত আত্মস্বরূপে স্থিতি, আর ব্যক্ত 'অহং' ভাবে স্থিতি অনেক তফাৎ।

কথা-প্রসঙ্গে মণ্ডন মিশ্রের পত্নী উভয়ভারতী কর্ত্তৃক শঙ্করাচার্য্য কামকলা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে, প্রশ্নের উত্তর

দিতে একমাস সাবকাশ লইয়া, তৎশিক্ষার জন্য যোগ শক্তিতে এক মৃত রাজার দেহে প্রবেশ ও পুনরায় স্বদেহে আসিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য মণ্ডন মিশ্রের পত্নীর নিকট তাঁহার উপস্থিত হওয়া বর্ণনা করিলেন।

চন্দ্র—ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? প্রাণ-ক্রিয়া একবার শরীর পরিত্যাগ করিলে কি আবার সেই শরীরে তাহার প্রবেশ সম্ভব হয়?

স্বামী—হয়; সমস্ত প্রাণ-ক্রিয়া সহ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার দেহত্যাগ করিলেও, যাবৎ ধনঞ্জয়-বায়ু দেহে থাকে, তাবৎ পুনঃ ঐ শরীরে প্রবেশ সম্ভবপর হয়। যোগীদের প্রাণ-শক্তি মস্তকের পশ্চাৎ অংশে সমাধির সময় আবদ্ধ থাকে। সর্পদষ্ট ব্যক্তির প্রাণ ক্রিয়াও তদ্রূপ দশ দিন পর্য্যন্ত ঐ স্থানে আবদ্ধ থাকে। আমি দশ দিনের সর্পদষ্ট ব্যক্তিকেও মন্ত্রবলে এক সাধুকর্ত্তৃক জীবিত হইতে দেখিয়াছি। তাহার শরীর ফুলিয়া পচিতেছিল, শরীর হইতে প্রায় পাঁচ সের পচা জল বাহির হওয়ার পর তাহার ক্ষত স্থলের নিকট শরীরের কাল রক্ত জমিয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া ঐ স্থল পোড়াইতে হইয়াছিল। শরীরের অস্থি সন্ধি-বিচ্যুত হইতে থাকিলেই সম্পূর্ণ প্রাণ-শক্তি শরীর ত্যাগ করিয়াছে জানিবে।

১৩১৯ সন, ভাদ্রের দ্বিতীয় সপ্তাহ।

স্থান—গৌহাটী সহর।

চন্দ্র মৌনীবাবার জীবনী পড়িতেছিল। মূর্ত্তিতে বিশ্বাস বা ধ্যান না থাকিলেও সাধনের অবস্থায় মূর্ত্তি দর্শন হয়, ইহা ঐ গ্রন্থে পড়িয়া স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ—

কোনও মূর্ত্তির ধ্যান না করিলেও অর্থাৎ কেবল সেই দেবতার মন্ত্র জপ করিলেও কি সেই মূর্ত্তি দর্শন হয়?

স্বামীজী—যদি একান্ত মনে ঐ জপ হয়, তবে ঐরূপ হয়। যখন জপকর্ত্তা অন্তর্জ্জগতে অগ্রসর হন, তখন এক গ্রামের পর অন্য গ্রাম ত্যাগের ন্যায় ক্রমে তাহার অগ্রগতি হয়। যেমন কোন গ্রামে ইংরেজের বাস আছে, তাহা না জানিয়াও এবং ইংরেজের সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব, ইহা চিন্তা না করিয়াও যদি ঐ গ্রামের মধ্য দিয়া যাই, তবে যেমন ইংরেজের দর্শন হইয়া যায়—তদ্বৎ।

বাসনা থাকিলে সাধন সময়ে ও মৃত্যু অন্তে কত কষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন ঃ—এক ভাঁড় যোগাঙ্গের কিছু শিখিয়া রাজার নিকট উহা দেখাইয়া পুরস্কার-স্বরূপ ঘোড়া আদায় করিবে, এই আশায় রাজ-সাক্ষাতে আসিয়া অত্যন্ত

আবেগের সহিত ঐ সকল ক্রিয়া আরম্ভ করিল। তাহাতে হঠাৎ প্রাণ এত ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়িল যে, নীচে নামাইবার কৌশল না জানায়, সমস্ত শরীরের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া রহিল। বহুদিনেও তাহার জ্ঞান না হওয়ায়, রাজা তাহার শরীর-রক্ষার জন্য যথাশাস্ত্র উপায় করিয়া, এক দালানের মধ্যে ঐ শরীর রাখিয়া, দরজা ইঁটের দ্বারা গাঁথিয়া দিলেন। বহুকাল পরে ঐ রাজ-বংশ নষ্ট হইলে, কোন ব্যক্তি ঐ ঘর হইতে ঐ সাধুর দেহ উদ্ধার করেন। একজন যোগী ইহা শুনিয়া ঐ দেহে জীবন-ক্রিয়া বিকাশার্থ প্রথমতঃ সদ্য গোময়-স্তূপের মধ্যে ঐ দেহ রক্ষা করিলেন; গোময় রসে ও উত্তাপে ঐ শরীর উত্তপ্ত হইলে, গরম জলে তাহা ধৌত করিয়া মাখন দ্বারা তাহার শরীর আবৃত করিলেন। ইহাতে তাহার শরীরের শিরা-সমূহ নরম হওয়ায়, তাহার জিহ্বা তালু হইতে নামিয়া আসিল। তখন হঠাৎ ঐ ব্যক্তির জ্ঞান ও স্মৃতি ফিরিয়া আসিতেই সে বলিয়া উঠিল "রাজা, আমি ঘোড়া নিব"।

চন্দ্র—উহার কিরূপ সমাধি হইয়াছিল?

স্বামীজী—সবিকল্প সমাধি হইয়াছিল। সমাধি অবস্থায় যাইতে যাইতে ঐ বাসনা ও সংকল্প লইয়া অনুগমন করিয়াছিল। বাসনা লইয়া সমাধি হইলে, ঐ বাসনার বীজ কালে ক্রিয়া করিবে ও সমাধি-ভ্রষ্ট হইতে হইবে। এই জন্যই বৈরাগ্যাদি সাধন সর্ব্বাগ্রে দরকার। ঐ ব্যক্তির পক্ষে বাহ্য-জ্ঞান না থাকায়, এত হাজার বৎসরও ক্ষণকাল মাত্র

বোধ হইয়াছিল। (দেশ, কালের জ্ঞান মনেই হয়, মন লয় হইলে, তাহা আর থাকিতে পারে না।)

চন্দ্র ভাবিতে লাগিল—স্বামীজী কি তবে বলিতেছেন বাহ্য বিষয় গ্রহণের প্রণালীই দেশ ও কাল নামে অভিহিত হয়?—অন্তঃকরণের ক্রিয়ানিরপেক্ষভাবে কি দেশকালের অস্তিত্ব নাই?

স্বামীজী বলিতে লাগিলেন:—দেখ, কোন বস্তুতে দৃঢ় বাসনা রাখিয়া দেহত্যাগ করিলে, কি কষ্ট হয় সেই বিষয়ে একটী ঘটনা শুন; কাশীর * * * * পুরী মহাশয় আমাকে তাঁহার জীবনের একটা ঘটনা বলিয়াছিলেন। তিনি ও কতিপয় শিষ্য একবার পুরীধাম যাইতেছিলেন; তিনি অর্থ স্পর্শ করিতেন না, পথে অর্থাভাব জন্য কোন কষ্টও পান নাই। একদিন পথে একজন ব্রহ্মচারী আসিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে পুরীধাম যাইতে চাহিলে, তিনি অনুমতি দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে, তদবধি তিন দিন তিন রাত্রি মধ্যে কাহারও কোথাও আহার জুটিল না। তখন পুরী মহাশয় সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহারও সঙ্গে কোন অর্থ আছে কি না; সকলেই অস্বীকার করিল, কেবল ব্রহ্মচারী বলিলেন, তাঁহার সঙ্গে পাঁচশত আশ্রফি (গিনি) আছে। পুরী মহারাজ বলিলেন,—'হয় টাকা এখানে ছাড়িয়া যাও নতুবা আমাদের সঙ্গ ছাড়'। ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'পুরীধামে দুইশত টাকার ভাণ্ডারা দিব ইচ্ছা আছে'; পুরীজী বলিলেন, 'ভগবানের

ইচ্ছায় অর্থ তথায় মিলিতেও পারে। তখন ব্রহ্মচারী ঐ স্থানে নিভৃতে একটী বৃক্ষের নীচে পুরীজীর জানা মতে অর্থগুলি পুতিয়া রাখিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে চলিতে লাগিল। আশ্চর্য্য এই যে, তদবধি প্রত্যহ তাঁহাদের আহার মিলিতে লাগিল। কটকে পঁহুছিলে পর কতিপয় ভক্ত সঙ্গে তাঁহারা সকলেই পুরীধামে গেলেন। ইহার মধ্যে একটী ভক্ত পুরীজীর নিকট বলিলেন, দুইশত টাকা সাধু সেবায় লাগাইবে তাহার এরূপ সংকল্প আছে। ইহা শুনিয়া পুরীজী ঐ টাকা ব্রহ্মচারীকে দেওয়ার জন্য আদেশ করিলেন। ব্রহ্মচারীও তাহা গ্রহণ করিয়া সাধু-সেবায় লাগাইলেন। ইহার কতদিন পরেই পুরীধামে ব্রহ্মচারীর দেহত্যাগ হইল। পুরীজী সদলে পুনরায় ঐ পথে ফিরিয়া আসিলে, আশ্রফি রাখিবার স্থানে আসিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ভদ্রলোকগণকে ডাকাইয়া ঐ টাকা দ্বারা সাধু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে উপদেশ দিলেন। ভদ্র-মণ্ডলী ঐ আশ্রফি উঠাইতে গিয়া দেখে, ঐ স্থানে একটী সর্প বসিয়া আছে ও আশ্রফি গ্রহণ করিতে গেলেই বাধা দেয়। বহু কষ্টে উহাকে তাড়াইয়া ঐ আশ্রফি গ্রহণ করিলে পর দিন সকালে দেখিল সর্পটী মরিয়া রহিয়াছে। ঐ অর্থের দ্বারা চতুষ্পার্শ্বের বহু ব্রাহ্মণ ও সাধুবর্গকে অন্নবস্ত্র দান করা হইল। কি আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ অন্ন গ্রহণ করার পর সকলেরই অল্প বিস্তর পেটে অসুখ হইয়াছিল। বাসনা-বদ্ধ জীব ইহকালে পরকালে নিজেও

কষ্ট পায় এবং তাহার লালসার দ্রব্য অন্যে ভোগ করিলে তাহারও কষ্ট হয়।

গুরু-করণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করিল :—

কোনও সম্প্রদায় বলেন, গুরুকরণ ভিন্নও সাধন-বলে ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব, ইহা সত্য কি ?

স্বামীজী—হাঁ, গুরুকরণ ভিন্নও সাধন-বলে ভগবৎপ্রাপ্তির সম্ভব হয়—কিন্তু সে কেমন—যেমন কোন তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি কোন মহাপুরুষকর্ত্তৃক খাত জলাশয় বা আনীত জলভাণ্ড হইতে জল না খাইয়া, স্বহস্তে জলাশয় খনন করিয়া সেই পুকুরের জলপান করিয়া, ঐ পিপাসা নিবারণের চেষ্টা করে।

বিশ্বাসের মাহাত্ম্য-বিষয়ে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন :—দেখ, সর্ব্বত্রই বিশ্বাসের রাজ্য, ইহার বল ভারি বড়—ভারি বড়। ধর্ম্মরাজ্যে ইহার বল আরও অধিক। দেখ, দেশ, বস্তু, ব্যক্তির নাম আদি যে কাল্পনিক, ইহা সকলেই ধ্রুব সত্য বলিয়া জানে। তথাপি কেহ কখনও কি নিজ নামে বা দেশ কি বস্তুর নামে ক্ষণমাত্রও সন্দিহান হয়? এই সন্দেহ না হওয়াতেই ব্যবহারিক কার্য্য কেমন সুচারুরূপে চলিতেছে! তদ্বৎ হে পুত্র! গুরু যে কার্য্য করার উপদেশ দেন—সাধু মহাত্মারা যে উপদেশ দেন, তাহাতে দৃঢ় অচল বিশ্বাস সাধন-পথে প্রবল শক্তির সহিত সাহায্য করে। এই প্রকার বিশ্বাসী কর্ত্তব্যনিষ্ঠের সত্বর উন্নতি হয়।

লাট্ সাহেব আসিবেন জানিয়া, কাপ্তেনসাহেব পাহারা-ওয়ালাদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন, যেন ঐ পথে কাপ্তেনের বিনা অনুমতিতে কাহাকে যাইতে না দেয়। এক পাহারা-ওয়ালা উহা শিরোধার্য্য করিয়া পাহারা দিতে লাগিল। ইতি মধ্যে লাট সাহেব ছদ্মবেশে ঐ রাস্তা ভ্রমণে বাহির হইলে বহু পাহারাওয়ালা কেহ মিষ্ট বাক্যে, কেহ অনুরোধে, কেহ প্রলোভনে, কেহবা ভয়ে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ভ্রমণ করিতে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু ঐ পাহারাওয়ালা তাঁহাকে ঐ রাস্তায় চলিতে নিষেধ করিল। লাটসাহেব প্রলোভনে ও ধমকে তাহাকে বাধ্য করিতে না পারিয়া, তাহার পত্র লইয়া কাপ্তেন সাহেবের নিকট যাইতে বলিলেন; তাহাতে পাহারাওয়ালা বলিল, সেই কাজ পাহারাওয়ালার নহে, তিনি নিজেই অন্যপথে কাপ্তেন সাহেবের নিকট গিয়া তাহা করিতে পারেন।

দেখ, প্রলোভনে ও ভয়ে ঐ পাহারাওয়ালা টলিল না, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, কাপ্তেনের আদেশ পালনই তাহার কর্ত্তব্য ও তাহাতেই তাহার মঙ্গল। লাট্ সাহেবও কাপ্তেনকে বলিয়া তাহার উন্নতি করিয়া দিলেন।

দেখ, সংসারে যদি নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীর ন্যায় থাকিতে চাও তবে অভিমান ত্যাগ কর। এক রাজার এক বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল; তাহার বিবাহের জন্য অনেক রাজকুমার প্রার্থী হইল। রাজা সকল পক্ষের লোককেই বলিলেন—বিবেচনা করিয়া কিছুদিন পরে বিবাহ দিব। পরে রাজা একদিন একটী

যোগ্য বরের নিকট ঐ কন্যার বিবাহের বাক্যদান করিলেন। বিবাহের বহু গৌণ আছে, ইতি মধ্যে অন্য প্রার্থীপক্ষের লোক আসিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহারাজ, বিবাহের কি মত করিলেন'? রাজা বলিলেন, 'মেয়ের বিবাহ দিয়াছি।' প্রার্থীপক্ষের লোক জিজ্ঞাসা করিলেন—'সে কেমন? মেয়ে দেখি আপনার কোলে বসিয়া খেলা করিতেছে, বিবাহের চিহ্নত দেখিনা'?

বলত, বিবাহ না দিযাও কি প্রকারে রাজা বলিলেন,—বিবাহ দিয়াছি? তাহা এই রকমে সম্ভব হইল—এখানে দিব, ওখানে দিব, এইরূপ যথেচ্ছা বিবাহ দিবার রাজার যে ক্ষমতা বা অভিমানাত্মক ভাব ছিল, বাক্যদানের পর রাজা তাহা ত্যাগ করিলেন; এইরূপে বিবাহ বিষয়ের উদ্বেগ ত্যাগ করিয়া রাজা নিশ্চিন্ত হইলেন।

চন্দ্র—মায়াকে শাস্ত্রে অসৎ বস্তু বলে, অসৎ অর্থে যাহার সত্ত্বা নাই। এই প্রকারে তিনি অসৎ হইয়াও কি প্রকারে সদাত্মক ব্রহ্মকে জীবভাবে বদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন?

স্বামীজী—মায়া অসৎ হইলেও তাহার শক্তি অনির্ব্বচনীয়া; অতি অজ্ঞাতসারে জীব তাহাতে বদ্ধ হয়। জীব প্রথমেই বুঝিতে থাকে ইহা বড় আমোদের—বগড়ের বস্তু; শেষে যখন দেখে যে ইহাতেই আবদ্ধ হইয়াছে, তখন আপ্‌সোস করে—কেন আগে বুঝিতে পারি নাই। এ বিষয় একটী গল্প শুন:—

এক বাটীর কর্ত্তা ও কর্ত্রী বেড়াইতে গিয়াছিল, বাটীর ভিতরে তাহাদের একমাত্র কন্যা ও বাহির বাটীর ঘরে ধন্না ও মন্না দুই চাকর ছিল। কন্যার ঘরে রাত্রে চোর ঢুকিলে, কন্যা টের পাইয়া ভাবিতে লাগিল,—চোর ধরা চাই, কিন্তু দ্বারোয়ানকে ডাকিলে চোর পলাইবে, কি করি। ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা একটী স্বপ্ন দেখার ভান করিয়া বলিতে লাগিল,—"মা! আমার বিবাহ দিবে না?" মার ভাবে উত্তর দিতে লাগিল—"এই যে সমস্তই ঠিক হইয়াছে দিব বইকি?" কিছুক্ষণ পরে পুনঃ কন্যা বলিল,—"মা! আমার বিবাহ হইয়া গেল এত বৎসর, এখন নাতি হ'লে তুমি দেখতে পাবে ও খুসি হবে।" কিছুক্ষণ পরে কন্যা পুনরায় বলিতে লাগিল—'দেখ, মা! আমার দুটী ছেলে কত বড হইয়াছে।" চোর মনে করিল—বাঃ, এ ত বড় মজার স্বপ্ন দেখা! দেখুক স্বপ্ন, আমি ইতিমধ্যে জিনিষ গুছাই। কন্যা পুনরায় বলিল,—"মা! ছেলেদের ভাত রাঁধবে না"? মা বলিল,—"আমি বুড়ো, তুই যোয়ান্ তুই রাঁধ!" কিছুক্ষণ পরে কন্যা পুনরায় বলিল ঃ—"মা ভাত রাঁধা হইয়াছে, ছেলে দুটী বাহির বাড়িতে,—তুই ডাক্‌না।" এই বলিয়াই মেয়ে বড় করিয়া ডাকিয়া উঠিল,—"এ ধন্না রে মন্না জল্‌দি আয়ত?" বস্, ডাক শুনিয়া দ্বারোয়ান দুইজন আসিয়া পড়িল, চোর ধরা পড়িয়া ভাবিতে লাগিল,—এ কি একটী মেয়ের স্বপ্ন, না আমাকে মোহমুগ্ধ করিয়া আটক করিবার ফাঁদ, হায় হায় আগে কেন বুঝিলাম না!

চন্দ্র—শ্রবণ-মনন শুদ্ধ ভাবে কি প্রকারে হয়?

স্বামীজী—শ্রবণ করিতে চাও ত সর্পের বংশীধ্বনি শ্রবণ করার ন্যায় কর; মনন করিতে চাওত গো ছাগলাদির বীজসহ ফল ভক্ষণ করার ন্যায় কর—আর নিদিধ্যাসন করিতে চাওত কাচ্ পোকা কর্ত্তৃক আবদ্ধ কীটের ন্যায় কর। দেখ, সাপ মানুষকে কত ভয় করে, আত্মরক্ষার্থ মানুষকে দেখিলেই পলায় ও পলাইতে না পারিলে, দংশন করে। তেমন সাপও মানুষের বংশীধ্বনি যখন শ্রবণ করে, তখন গর্ত্ত মধ্যস্থ স্ত্রী পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসে এবং সেই মানুষের সম্মুখে আত্ম-বিস্মৃত ভাবে কেবল শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-রহিত হইয়া, সেই সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিতে থাকে। সেই মানুষ যে সেই সময়ে তাহাকে ধরিয়া তাহার বিষ-দন্ত ভগ্ন করতঃ চিরকালের জন্য মানুষের খেলার সামগ্রী করিবে, সর্প ইহা তখন স্বপ্নেও ভাবে না। এখানে মানুষ—ভগবান, বংশীধ্বনি—অন্তরে আকর্ষণ বা নামকীর্ত্তন, সর্প—অভিমানী জীব, বিষদন্ত উৎপাটন—অভিমান ত্যাগ করান; খেলার পুতুল করা—দাস্যভাবপ্রাপ্তি।

গো ছাগলাদি তাড়াতাড়ি বীজসহ ফল ভক্ষণ করে। পরে নির্জ্জনে বসিয়া সেগুলি উদগীরণ পূর্ব্বক নিজের সুপাচ্য ও গ্রাহ্য অংশমাত্র গ্রহণ করে; আর দুষ্পাচ্য অংশ ত্যাগ করে। তদ্রূপ শাস্ত্র ও গুরু বাক্যের দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্ব্বক নির্জ্জনে তাহা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া সিদ্ধান্ত

অংশ গ্রহণ ও দৃষ্টান্ত অংশ ত্যাগ কবাই প্রকৃত মননেব কার্য্য।

আবশুলাদি পোকাকে কাচপোকা (কুমাবিয়া পোকা) ধবিয়া তাহাব সম্মুখে নিজ মূর্ত্তি প্রকটিত কবতঃ তাহাব কাণে ভন্ ভন্ কবিয়া শব্দ কবে। এইরূপ কবিতে কবিতে আবশুলাটীব জ্ঞান যখন প্রায় লুপ্ত হইতে থাকে, তখন কাচ পোকা তাহাকে মাটিব কুটবীতে আবদ্ধ কবে।—তথায় আবশুলা আহাব-নিদ্রা পবিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ মূর্ত্তি ও শব্দ ধ্যান কবিতে থাকে এবং ক্রমে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ত্যাগ কবিয়া শেষে ঐ কাচপোকার মূর্ত্তি ধাবণপূর্ব্বক মাটিব দেওয়াল কাটিয়া বাহিব হয়। ধ্যান কবিতে কবিতে ধ্যাতাও এইরূপে ধ্যেয়-সারূপ্য গ্রহণ কবে।

চন্দ্র—ধ্যান শুদ্ধরূপে কবিবাব কি প্রণালী?

স্বামীজী—ধ্যান কবিতে গেলে দেখিবে যে, ধ্যেয় মূর্ত্তিব সর্ব্বাঙ্গ একই সময়ে সমানভাবে চিত্তে ফুটিয়া উঠিবে না—এক অঙ্গ ফুটিতে গেলে, অপব অঙ্গ অস্পষ্ট হইয়া যায়। তখন কি কর্ত্তব্য? ক্রমে ধ্যেয় মূর্ত্তিব-চরণ মাত্র ধ্যানেব বিষয় কবিবে। তাহাতেও চবণেব এক অংশ ফুটিলে, অপব অংশ ফুটিবে না। তখন কেবল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠই ধ্যান কবিবে; ক্রমে সেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিবে। এই ভাব ক্রমে দৃঢ় হইলে, ইষ্টেব পাদ-পদ্ম প্রসাদে অন্তবে বাহিবে সর্ব্বদাই জ্যোতির্ম্ময় দেখিবে।

অভিমান—আত্ম প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা লোকের মোক্ষমার্গের বড় পরিপন্থী। প্রতিষ্ঠাকে কাকবিষ্ঠাতুল্য জ্ঞান কর! এক রাজার এক গৃহস্থ গুরু ও তাহার উজীরের এক বিরক্ত গুরু ছিল। রাজার গুরু রাজার নিকট হইতে নিত্য বহু দ্রব্য পাইতেন ও তদ্দ্বারা পুত্রপৌত্রসহ স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতেন। রাজা উজীরকে বলিল,—তোমার গুরুকে তুমি অযত্নে রাখিয়াছ, দেখত তাহার কি চেহারা? আমার গুরুর কেমন দিব্য কান্তি প্রসন্ন-বদন। উজীর বলিল,—আচ্ছা মহারাজ, ইহা সত্য কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য আপনি আমার গুরুর ফটোগ্রাফ তুলুন, আমি আপনার গুরুর ফটোগ্রাফ তুলি। রাজা সম্মত হইলে উজীর রাজার গুরুর নিকট গিয়া বলিল, —'সর্ব্বনাশ, মহারাজ আজ থেকে আপনার বৃত্তি বন্ধ করিয়া এদেশ হইতে নির্ব্বাসনের আদেশ দিয়াছেন; তাই আপনার ফটোগ্রাফ্ নিতে আসিয়াছি।' রাজাও উজীরের গুরুকে শুনাইল—তাহার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তাই তাহার ফটোগ্রাফ তুলিয়া নিতে হইবে। উভয়ের ফটোগ্রাফ তোলার পর রাজা উভয় ছবির তুলনা করিয়া দেখিলেন যে, নিজের গুরুর চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে, চিনা যায় না; আর উজীরের গুরুর চেহারা কিছুমাত্র বদ্‌লে নাই। রাজা তখন বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার গুরু রাজগুরু বলিয়া, প্রতিষ্ঠার অভিমানেই সুন্দর হইয়াছিলেন কিন্তু উজীরের গুরু লৌকিক প্রতিষ্ঠায় স্থিত না থাকায়, প্রতিষ্ঠা-

হানির আশঙ্কায় ভীত হন নাই। দেখ, প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর করিলে, আপৎকালে কি কষ্ট হয়।

সর্ব্বকার্য্যে ভগবানকেই কর্ত্তা ও নিজেকে অকর্ত্তা জ্ঞান করিলে কত শান্তি। কবীরের কন্যার শ্বশুরের দেশে একবার বড় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল ; কন্যার পতি কন্যাকে একদিন বলিল, —পুত্রগণসহ তুমি সম্প্রতি তোমার পিত্রালয়ে গিয়া বাস কর, আমি পর্য্যটন করিয়া দেখি কিছু সংগ্রহ করিতে পারি কিনা। কবীরের কন্যা অসময়ে কুটুম্বের গলগ্রহ হওয়া অপমানের বিষয় জানিয়াও স্বামীর বিশেষ আদেশে পুত্রগণসহ পিত্রালয়ে গেল। পিত্রালয়ে পঁহুছিতেই দেখিল তাহাকে দেখিয়া পিতা হাসিতেছেন। ইহাতে কন্যা বড় দুঃখ পাইল, "ধিক্ অর্থহীন জীবনে, যাহাকে দেখিলে পিতাও উপহাস করে।" তারপর বলিল অদ্যই সে পুনঃ চলিয়া যাইবে। কন্যার মাতা বহু যত্ন করিলেও কন্যা অন্ন গ্রহণ করিল না। পরে কবীর আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলে, তাহার পত্নী বলিল,—"তুমিও মেয়েকে দেখিয়া হাসিলে, এত অতি আশ্চর্য্যের কথা! অসময়ে মেয়ে অন্ন-প্রত্যাশী হওয়ায় কি তাহাকে বিদ্রূপ করিতে হয়?" কবীর হাসিয়া বলিলেন, "আহা, আমি সে ভাবে হাসি নাই। আমি দেখিলাম যে, মেয়ে, নাতি নাতিন সকলেই নিজ নিজ মাথার উপর করিয়া তাহাদিগের খাওয়ার সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য বহিয়া আনিতেছে। ইহা দেখিয়াই আমি হাসিয়া হরিকে বলিলাম,

হে ভগবান্! যার যার আহার তুমি আগেই তাহাদের মাথায় করিয়া আমার বাটী পাঠাইয়া দিতেছ, কিন্তু অন্ধ লোকে বলে,—আমি কবীর ইহাদিগের খাওয়ার দিতেছি। তোমার এ কেমন খেলা ?”

বাস্তবিকই অহঙ্কার থাকিলে লোকে নিজেকে দাতা ও কর্ত্তা মনে করে।

১৩১৯ সন, ২৩ ফাল্গুন, শুক্রবার অমাবস্যা।

স্থান—হরিদ্বার।

———০ঃ০———

রামরেখা নামক ব্রহ্মচারী কয়েক দিন হইল আসিয়াছেন, তিনি নিয়ত প্রাণায়াম অভ্যাস করেন ও মিতভাষী। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন :—

রামরেখা! প্রাণও যে অন্নময়; অন্ন হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে বল, বল হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অন্তশ্চক্ষু হয়। ফল, জল, বায়ু, পত্র, দুধ, ইত্যাদি খাইলেই যদি মুক্তি হইত, তবে বানর, মাছ, সর্প, ছাগল, বৎস ইত্যাদি মুক্ত হইত। গুহায় বাস করিলেই যদি মুক্ত হয়, তবে ইঁদুর মুক্ত হইত। ধ্যানে মুক্ত হইলে, বক মুক্ত হইত, আর ধূলা মাখিলেই যদি মুক্ত হয়, তবে গাধা মুক্ত হইত। বিষয়-বাসনা-রূপ মৎস্য ধরিয়া রাখিয়া বাহিরে সং সাজিলে কি হইবে? গুরু ও শাস্ত্রে বলে ভক্তিতেই মুক্তি।

রামরেখা—কেন? অনেকেইত দুধ খাইয়া অন্ন ত্যাগ করিয়া থাকে।

স্বামীজী—হাঁ, থাকে বটে। কিন্তু যদি পরের নিকট অন্ন ইত্যাদি ভিক্ষা করিতে হয়, তবে তোমার সারারাত্রির ভজন অন্নদাতাই লইবে। দেখ, ঋষিরা বন-ভূমিতে থাকিত; তথাপি নিজেরা গো সেবা করিত, ধান্য, কন্দমূল চাষ করিত এবং

তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত—আর রাজাকেও কিছু কর দিত। ব্যবহার-ক্ষেত্রে থাকিতে হইলে, অন্নপানের দরকার।

রামরেখা—আমাকে সন্ন্যাস দেন।

স্বামীজী—আমিই সন্ন্যাসী হই নাই, আবার সন্ন্যাস দিব কি প্রকারে? সন্ন্যাসী অর্থে মরা। জীবিত ব্যক্তির সন্ন্যাস কেমনে হবে?

স্বামীজী পুনঃ বলিতে লাগিলেন :—আচ্ছা, কামাদি যে সকলের আছে, সেগুলি শত্রু না মিত্র? রামরেখা—শত্রু।

স্বামীজী—শত্রু কি প্রকারে? হায়! হায়! ভুল করিলি। সেগুলি যে আমাদের সহজাত, সহোদর। সেগুলি বড় উপকারী। দেখ, যদি ক্রোধ না থাকিত, তাহা হইলে কি অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিতাম? যদি সংসারের বিষয়ে ভয় না থাকিত, তবে কি গুরুর স্মরণ লইতাম? যদি মোহ না থাকিত, তবে কি গুরুকে ভালবাসিতাম? যদি কাম না থাকিত, তবে কি গুরুর সেবায় রত হইতাম? এগুলি থাকাতেই ত গুরু এগুলির সাহায্যে আমাকে টানিয়া লইতে পারিয়াছেন।

রামরেখা ইহা শুনিয়াই ব্যাকুল হইয়া, স্বামীজীর পদতলে পড়িয়া বলিল,—হায় এমনটা আমার কখন হবে?

আহারান্তে বসিয়া স্বামীজী আহারের সময় কি ভাবে থাকা বলিতে লাগিলেন :—

আহারের সময়ে প্রসন্নভাবে ও ভক্তি-গদ্‌গদ-ভাবে, ভগবানের নিকট আহার প্রাপ্তিতে সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছি—

এইরূপ জ্ঞানে ধন্যবাদ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। ঐ ভাবে আহার গ্রহণ করার ফলে, তাহার সাত্ত্বিক-ভাবযুক্ত অংশই শরীরে গৃহীত হয়। ঐ অন্নরস হইতে ক্রমে যে রক্ত, বল, প্রাণ, বুদ্ধি আদি গঠিত হয়, তাহা হইতে ক্রমে সত্ত্ব-গুণ-যুক্ত দিব্য চক্ষু খোলে।

শিবরাত্রির প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন :—

মোহরাত্রি, মহারাত্রি, শিবরাত্রি, অর্দ্ধরাত্রি—এই চারিটী রাত্রিতে সাধন খুব প্রশস্ত। মোহ রাত্রি অর্থাৎ জন্মাষ্টমী। মোহ কেন? যখনই ভগবান্ ব্যক্তিরূপ ধারণ করেন, তখনই ভক্তকে মোহিত হইতে হয়। মহারাত্রি অর্থে দীপান্বিতারাত্রি। শিবরাত্রি অর্থে শিব চতুর্দ্দশী রাত্রি। এই তিন রাত্রিতে সমস্ত রাত্রি সাধন করিতে হয়। অর্দ্ধরাত্রি অর্থে দোল পূর্ণিমার পূর্ব্বার্দ্ধরাত্রি; শেষার্দ্ধে রাবণের ক্রোধ হইয়াছিল; অতএব শেষার্দ্ধ ক্রূর।

দেখ, যাহারা শিব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, রাম, গুরু এই সকলকে ইষ্ট করে, তাহারা মোহ প্রাপ্ত হয় না। এই সকল ইষ্ট পরিণামে মোক্ষদায়ক। কিন্তু যাহারা ভূতাদিকে ইষ্ট করে, তাহাদের সকলেই পরিণামে কষ্ট পায়, আপাততঃ নাম ও প্রতিপত্তি হয় বটে।

অন্ধ-বিশ্বাসের বড় বল। এই প্রসঙ্গে শবরীর উপাখ্যান বলিতে বলিতে স্বামীজীর নিদ্রা আকর্ষণ হইল।

১৩১৯ সন, ৫ই চৈত্র।

স্থান—হরিদ্বার।

—০ঃ✲ঃ০—

অদ্বৈত ও দ্বৈত ভাবের সমন্বয় প্রসঙ্গে কথা উঠিলে, স্বামীজী বলিতে লাগিলেন :—

দেখ, একটী কথা মনে পড়িল ; কোন গ্রন্থে দেখিয়াছি লিখা আছে, "কলির্ধন্যঃ" "কলির্ধন্যঃ" কলির্ধন্যঃ।"

চন্দ্র—ইহার অর্থ কি ?

স্বামীজী—সত্যযুগে প্রজাগণ বহুকাল ব্যাপী আরাধনা ও বহু কষ্ট স্বীকার করিলে পরে, ভগবান তাহাদিগকে দেখা দিতেন। কিন্তু কলিতে জীব ভ্রমেও তাঁহার দিকে চাহে না, এজন্য তাঁহাকেই প্রজার দিকে চাহিতে হইতেছে। কলিতে অল্প পরিশ্রমে—কেবল নাম অবলম্বনেই সমস্ত হইয়া যায়। এজন্যই কলিতে "নামৈব নামৈব কেবলম্" নাম কর, অনবরত নাম কর।

১৩২০ সন, ২০শে শ্রাবণ মঙ্গলবার।

স্থান—হরিদ্বার আশ্রম।

——০ঃ-ঃ০——

অদ্য রাত্রে স্বামীজীর সর্দ্দি হওয়ায় ও মেঘ বৃষ্টি থাকায়, নিজেই মন ও চন্দ্রকে গান করিতে আদেশ করিলে, তাহারা গাহিল ঃ—

আদরের ধন, তুমি হও যেমন,
তেমন যতন আমি জানি কি তোমার।
হৃদয়-রঞ্জন, অমূল্য রতন,
তোমার মতন আর কে আছে আমার॥

(অন্তরা)

তব প্রেম রসে ডুবে যেই জন,
সেই জানে প্রভো তুমি কি রতন;
জহরী না হ'লে জহর কেমন
অন্যে কি তা জানে হে।
কমলিনী জানে ভানুর মরম,
কুমুদিনী জানে চাঁদের ধরম;
তরঙ্গিনী জানে সাগর সঙ্গম,
সেইজন জানে যে জন যাহার॥
নয়ন পাগল দরশ লাগিয়ে,
হৃদয় পাগল পরশ চাহিয়ে;

চরণ যুগল সেবিয়ে সেবিয়ে
সফল করিব জীবন হে।
হেন কত আশা হৃদে উঠে জাগে,
সফল না হয় অমনি যায় মিশে ;
তোমার হ'য়ে নাথ রইব তব পাশে
হেন পুণ্যবল কি আছে আমার ॥
তবে যে করুণা কর দয়াময়,
সে কেবল দয়াল নামের পরিচয় ;
নাহি কোন গুণ হইবে সদয়
তাত সম্ভব নয় হে।
চাতকে কি পারে মেঘে আন্‌তে ডে'কে,
তৃষিত পরাণে পথ চে'য়ে থাকে ;
আপনি জলদ গ'লে পড়ে মুখে
নহিলে কি বাঁচে পরাণ চাতকের ॥
জপ, তপ, ব্রত, আহ্নিক, পূজন
মূল মন্ত্র আমার তুমিই একজন
তব নাম গান শ্রবণ কীর্ত্তন,
সাধন ভজন নাথ হে।
গয়া গঙ্গা বারা- ণসী বৃন্দাবন
কোটি তীর্থ আমার তোমার ঐ চরণ ;
তব সম্মিলনে শমন ভবন,
নন্দন-কানন সমান আমার।

স্বামীজী—এই রকম প্রেম-ভক্তিই চাই, যাহাতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র হৃদয়ে মহারাজের পাদপদ্ম স্মরণ হয়। এইরূপ দৃঢ় স্থিতি চাই—গয়া, গঙ্গা, বারাণসী, বৃন্দাবন তোমার পাদপদ্মই সব। এই রকম হওয়া চাইনা—"কদা গঙ্গা বারাণসী কদাচ কাশ্মীরে, কদা দ্বারকাধামে কদা পুরুষোত্তমে, কদাচ পুনঃ বদরীধামে কদাচ রামেশ্বরে।" এই রকম হইলে কিছুই হইবে না। এই আমার বিষ্ণু, রাম, কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা সবই এই আমার—এই রকম দৃঢ়স্থিতি চাই। এই প্রকার ধ্যান করিতে করিতে কেবল ঐ পদ-প্রাপ্তির বাসনাতে যখন অন্য বাসনা নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন প্রভু-মহারাজ আর উপাসকে ভিন্ন অস্তিত্ব থাকে না। ইহাই প্রেম-ভক্তির পরাকাষ্ঠা। বেদান্তবাদীরা স্ব-স্বরূপানন্দে লীন হইয়া, ঐ রসাস্বাদন করেন, আর ভক্ত লীলানন্দ আস্বাদ করেন,—ফল একই। একেতে দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া চাই।

চন্দ্র—দৃঢ় বিশ্বাস হয় কি করিয়া?

স্বামীজী—দেখ, তোমার নাম ও জাতিতে দৃঢ় বিশ্বাস কি প্রকারে হইয়াছে? শুনিয়া শুনিয়া ও চিত্তে তাহা ধারণা করিয়া ক্রমে বিশ্বাস হইয়াছে যে, তোমার নাম ও জাতি এইরূপই ঠিক। তদ্রূপ সাধুসঙ্গ ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ হইতেই বিশ্বাস হয়!

চন্দ্র—সাধুসঙ্গ কহাকে বলে ও কি প্রকারে তাহা হয়?

স্বামীজী—সাধুর নিকটে থাকা, তাঁহার বাক্যের ও আচরণের সঙ্গ করা, তাঁহার আব্-হাওয়ায় বাস করা। এইরূপ করিতে করিতেই সাধুর ভাব চিত্তে সংক্রামিত হইয়া বিশ্বাসের উৎপত্তি হয়। বিশ্বাসই সর্ব্বমূল জানিবে। বেদান্ত-মার্গে যাহা প্রাপ্য, প্রেমাভক্তি মার্গেও তাহাই প্রাপ্য। সাকার রূপেও প্রেমাভক্তি হয়, নিরাকার রূপেও প্রেমাভক্তি হয়।

চন্দ্র—নিরাকারে প্রেমাভক্তি হইতে পারে কি ?

স্বামীজী—হাঁ বাছা হয় বৈকি। নিশ্চয়ই হয়। সাকারে ভক্তি একদেশিক, আর নিরাকারে ভক্তি সার্ব্বদেশিক ; সর্ব্বত্র গুরু-মহাজের—প্রভুর স্ফুর্ত্তি হয়। কেন সন্দেহ কর ?

ইহার পর পুনরায় গান করিতে বলিলে, তিনটী গান করা হইল—

১। "শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘূড়ী।"

২। "আয় মন বেড়াতে যাবি।"

৩। "এমন দিন কি হবে মা তারা।"

গান শুনিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন ঃ—সঞ্চিত, ক্রিয়মান, প্রারব্ধ এই তিন প্রকারের কর্ম্ম হয়। তন্মধ্যে সঞ্চিত অর্থাৎ যে কর্ম্মের ক্রিয়া আরম্ভ হয় নাই সেই জাতীয় কর্ম্মই রহিত করিবার যোগ্য। ক্রিয়মান অর্থাৎ যাহা করিতেও পারি, না করিতেও পারি, ইহা হইতে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত কর্ম্ম সৃষ্টি হয়। প্রারব্ধ অর্থাৎ যাহা হইতে বর্ত্তমান জাতি, আয়ু, ভোগ সৃষ্টি হইয়াছে ; ইহা যোগী, মুক্ত, ভক্ত সকলেরই সমান

ইহাকে খণ্ডাইয়া দিবে কেহ বলিলে তাহা মিথ্যা কথা জানিবে। ভক্ত ও যোগী এই প্রারব্ধকে অবশ্যম্ভাবী জ্ঞানে তুচ্ছ করিয়া থাকে।

যাবৎ চিত্ত হইতে বিষয়-বাসনা-রস না যায়, তাবৎ আত্মানন্দ অথবা মহারাজের পদে প্রেমাভক্তি আবির্ভাব হয় না। "আবির্ভাব" কথাটা ঠিক নহে। কারণ আত্মানন্দ ও প্রেমাভক্তি উৎপাদ্য নহে—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কেবল বাসনার আবরণ মোচন অন্তেই ইহা প্রকাশ পায়। ইহাকে উৎপত্তি-শীল স্বীকার করিলে, ধ্বংসশীলও স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু আত্মানন্দ ও প্রেমাভক্তির আবির্ভাব হইলে, আর ধ্বংস হয় না।

সকলেই নিজ সুখ চায়; স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতার সুখ বলিয়া যাহা বলা হয়, তাহা প্রকারান্তরে আত্মসুখই বটে। চিত্ত ঐ রসে রসিক হইতে ইচ্ছুক হইলেই, ঐ বিষয়ে আনন্দ হয়।

জনৈক রামভক্ত ব্রাহ্মণ আসিলে, রামায়ণের কথা উঠিল। অধ্যাত্মভাবে রামায়ণের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্বামীজী বলিলেন—সীতা অর্থে শীলতা, তাহা রাম (রমতে ইতি রামঃ) সঙ্গে নিত্য বর্ত্তমান। রাবণ (বিষয় বাসনা) কর্ত্তৃক সীতা অপহৃতা হইলে, রাম অনুতপ্ত (ত্রিতাপ তপ্ত) হইয়া যুদ্ধ (সাধনা) করিয়া সীতা পাইলেন। তৎপরে তিনি রাজা (স্বরাট্) হইলেন; এইভাবে রামায়ণ পাঠ কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ।

পরিশিষ্ট।

—০ঃ×ঃ০—

এক ব্যক্তি নদীকূলে উপস্থিত হইয়া—নদী পার হইবার উপায় স্থির করিতে না পারিলে, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতঃ চিন্তা করিতেছিলেন। নদী পার হইবার নৌকাও ঘাটে ছিল না এবং ঐ ব্যক্তিও সন্তরণে অক্ষম ছিলেন। তিনি নদীকূলে উপবিষ্ট এক বলবান ও হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, আমি এই নদী পার হইবার কোন উপায় স্থির করিতে পারিতেছি না, নিজেও সাঁতার জানি না; তুমি ইহার কোন উপায় বলিতে পার কি?" সেই ব্যক্তি বলিল, "ইহার জন্য চিন্তা কি? এ নদী পার হওয়া কিছুই কঠিন নহে; তুমি আমার নিকট আইস, আমি তোমাকে কাঁধে করিয়া পার করিয়া দিব।" প্রথমোক্ত ঐ বলবান ব্যক্তির নিকটস্থ হইয়া—দেখিল সে অন্ধ—তাহার কোন চক্ষুই নাই! এ কি প্রকারে আমাকে পার করিয়া দিবে? ইহা চিন্তা করিয়াই অন্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নদীর অপর পার দেখিতেছ?" অন্ধ বলিল, "না আমি তোমার দর্শনশক্তির সাহায্যে পার করিব।" তখন প্রথমোক্ত ব্যক্তি ইহার সাহায্যে নদী পার হওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া, কিছুদূর চলিয়া গেলে, এক পঙ্গুকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে বলিলেন,—

"ভাই, এই নদী পার হওয়ার উপায় বলিতে পার?" পঙ্গু বলিল,—"হাঁ, এই নদী আমি বহুবার পার হইয়াছি, তুমি ভয় করিও না ; আমার কথামত জলের মধ্য দিয়া চলিয়া গেলে, তোমার হাঁটুর অধিক জল হইবে না।" প্রথমোক্ত ব্যক্তি ইহা শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তি পঙ্গু, কখনও নিজে নদী পার হওয়া ও নদীতে হাঁটু সমান জলের বিষয় ইহার জানা অসম্ভব। এই চিন্তা করিয়া আরও কিছুদূর গমন করিলে, নদীরকূলে আর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আমি এই নদী পার হইতে বহুদিন যাবৎ চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু পার হইতে পারিতেছি না ; আপনি ইহার কোন উপায় বলিতে পারেন ?" তখন সেই ব্যক্তি বলিল,—"হাঁ, তুমি এই সম্মুখস্থ বৃক্ষমূলে যাইয়া ঠিক পর পারে লক্ষ্য রাখিয়া সোজা চলিয়া যাও, তাহা হইলেই পর পারে যাইতে পারিবে।" তখন ঐ ব্যক্তি বিবেচনা করিলেন, ইনি অন্ধ বা পঙ্গু নহেন, সুতরাং বোধ হয় ইনি এই প্রকারেই পার হইয়াছেন। ইহা ভাবিয়া উহার কথামত কার্য্য করিয়া নদীর অপর পারে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইলেন।

এই স্থলে অন্ধ ব্যক্তি ব্রহ্মবেত্তা, পঙ্গু ব্যক্তি ব্রহ্মশ্রোতা, তৃতীয় ব্যক্তি ব্রহ্মবেত্তা, ব্রহ্মশ্রোতা, ব্রহ্মজ্ঞাতা।

এক ব্যক্তি কয়েকখণ্ড কুঠার ফলক রজ্জু দ্বারা একত্র করিয়া মালার ন্যায় উহা গলে ধারণ করতঃ বন মধ্য দিয়া

গমন করিতেছিল। তাহা দেখিয়া বৃক্ষগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিতে লাগিল,—"অদ্য এই কুঠারমালাধারী আমাদিগকে এককালে বিনাশ করিবে, এই ব্যক্তি আমাদিগের কাল ; উহার নিকট এত অধিক পরিমাণে কুঠার থাকায় সমুদয় বন এক এক দিবস মধ্যে নির্ম্মূল করিবে।" তখন এক জ্ঞানবৃদ্ধ বৃক্ষ কহিলেন,—"ভয় নাই ; বন্ধুগণ, আমরা যদি কেহ উহার সহিত যোগ না দেই, তাহা হইলে আমাদিগের ভয়ের কারণ নাই। বাঁটের সাহায্য ব্যতীত কুঠার নিঃশক্তি, সুতরাং আমাদের কোনও অনিষ্ট হইবে না।"

তদ্রূপ পার্থিব পদার্থে মনের বহু সঙ্কল্প বিকল্প হয় ; কিন্তু তাহাতে নিজে কোন সত্ত্বা না দিলে, অনিষ্টের কোনও কারণ নাই ; অর্থাৎ কোন বিষয়ের সঙ্কল্পাদিতে নিজে অনুগমন না করিলে—তাহাতে বন্ধনের আশঙ্কা নাই।

কুকুর প্রায়শঃই শুষ্ক হাড় চর্ব্বণ করে এবং তাহার আঘাত লাগিয়া যতই জিহ্বা আদি স্থান কাটিয়া রক্ত বাহির হয়, ততই সে মনে করে, এই হাড়ের মধ্য হইতেই ইহা আসিতেছে ; ইহা মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ শুষ্ক অস্থি চর্ব্বণ করিতে থাকে। সে বুঝিতে পারে না যে, রক্ত নিজের মুখ হইতে আসিতেছে। তদ্রূপ বিষয়-ভোগে মত্ত হইয়া জীব যে আনন্দকণা প্রাপ্ত হয়, তাহা বিষয় হইতেই প্রাপ্ত হইতেছে ইহা জ্ঞান করে, কিন্তু ইহা বুঝে না যে আনন্দ বিষয় হইতে উৎপন্ন হয়

না ; চিত্তের কামনা শান্ত হইলেই অন্তরে আনন্দের উপলব্ধি হয়

কোন বন মধ্যে এক ব্যাধ বাস করিত, সংসারে তাহার বৃদ্ধ পিতা মাতা ছিল। ব্যাধ তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ভক্তি করিত ; অতিথি সেবায়ও তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। প্রত্যহই মৃগয়ান্তে মধ্যাহ্নে অন্ততঃ একটী অতিথিকে ও বৃদ্ধ পিতামাতাকে ভোজনাদির দ্বারা উত্তমরূপে প্রীত করাইয়া, পরে নিজে আহার করিত। একদিন এক মহাপুরুষ তাহার গৃহে অতিথি হইলে, ব্যাধ তাহাকে গৃহে বসিতে বলিয়া মৃগয়ায় যাইতে উদ্যোগী হইলে সাধু তাহাকে বলিলেন,—"হে ব্যাধ, আমি তোমার মৃগয়ালব্ধ সাধারণ পশুমাংস কোন ক্রমে গ্রহণ করিব না ; আমার অভিলষিত মৃগের লক্ষণ এই"—এই বলিয়া সাধু শ্রীকৃষ্ণের শরীরের সমস্ত লক্ষণ ব্যাধকে বলিয়া বসিলেন—"তুমি এই প্রকার মৃগই আমার জন্য আনিবে।" ব্যাধ ঐ প্রকার লক্ষণযুক্ত মৃগ পূর্ব্বে না দেখিয়া থাকিলেও সাধুর বাক্যে তদ্রূপ মৃগের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া, তাহা শিকারের জন্য বনে গমন করিল। ক্রমে দিন অতিবাহিত ও সন্ধ্যা সমাগত হইল ; সমুদয় দিনের পরিশ্রম ও অনাহারে ব্যাধের কোন শ্রান্তি কি ক্লান্তি নাই, কেবল মাত্র মহাত্মার নির্দ্দিষ্ট মৃগের রূপ চিত্তে জাগিতেছে। কোথায় এই মৃগ পাইবে এই চিন্তায় ব্যাধ ইতস্ততঃ ধাবিত

হইতেছে। রাত্রি অতিবাহিত হইয়া ক্রমে প্রাতঃকাল, পরে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল ; ব্যাধ কেবলমাত্র এক মনে মহাত্মার নির্দ্দিষ্ট মৃগ অন্বেষণে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করতঃ ভ্রমণ করিতেছে। ভক্ত-বৎসল ভগবান ব্যাধের একাগ্রতায় স্থির থাকিতে না পারিয়া, তাহার মনোমত রূপে সজ্জিত হইয়া বনমধ্যে আবির্ভূত হইলেন। ব্যাধ সহসা বনমধ্যে ঐ প্রকার মৃগের দর্শন পাইয়াই সেদিকে চলিতে লাগিল। শ্রীহরিও ব্যাধের আরও পরীক্ষা করার জন্য ক্ষণে ক্ষণে বৃক্ষান্তরালে লুকাতে লাগিলেন, ব্যাধও নূপুর ধ্বনির অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল। পরে তাহাকে একবার সম্মুখে পাইয়াই জীবিত অবস্থাতেই ঐ সাধুকে দেখাইবার বিবেচনায় মৃগরূপী ভগবানের হস্তপদ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ফেলিল এবং বৃক্ষের সহিত উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া নিজ আবাসে আসিল ও সাধুকে বলিল,—"প্রভু, আপনার মনোমত মৃগ বাঁধিয়া আসিয়াছি, জীবিত অবস্থায় বহন করিয়া আনিতে পারি নাই ;—সত্বর বনে আসিয়া তাহাকে দর্শন করুন।"

অনন্তর সাধু ব্যাধের সহিত বনমধ্যে আগমন করিয়া বৃক্ষগাত্রে মৃগরূপী ভগবানকে বন্ধন দশায় দেখিলেন। অতিথি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন্, আপনি কি প্রকারে এই বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন?" ভগবান কহিলেন,—"হে অতিথি, তুমিইতো আমাকে এই দশায় ফেলিয়াছ ; তুমি

যদি ইহাকে আমার রূপের উপদেশ না কহিতে, তবে এই ব্যাধ আমাকে কি প্রকারে ধরিতে পারিত ?”

গুরুর কৃপায় ভক্তের বিশ্বাস ও নিষ্ঠা হইলেই ভগবদ্ প্রাপ্তি সম্ভব হয়।

কোন এক শিষ্য গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল,—“হে দেব, শাস্ত্রে শুনি গঙ্গাস্নানেই জীব মুক্ত হয়, আমিও তাহা করা স্থির করিয়াছি।” গুরু কহিলেন,—“তাহা হইলে গঙ্গাস্থ মৎস্য কুম্ভীরাদিও নিত্য মুক্ত ; তুমি একবার মাত্র গঙ্গা স্নান করিবে, আর তাহারা দিবা রাত্রই গঙ্গায় নিমজ্জিত রহিয়াছে।”

শিষ্য তাহা শুনিয়া কহিল,—“আচ্ছা, যাহারা সর্ব্বপ্রকার জীবনযুক্ত বস্তুর আহার ত্যাগ করিয়া কেবল শুষ্ক পত্র কিম্বা বায়ু আহার করিয়া থাকে, তাহারা নিষ্পাপ হইয়া মুক্ত হইতে পারে” ? গুরু কহিলেন,—“তাহা হইলে মেষাদি ও সর্পাদি স্বভাবতঃই মুক্ত বলিতে হয় ”।

শিষ্য পুনরায় চিন্তা করিয়া কহিল,—“যাঁহারা জটা ধারণ ও ভস্মাদি লেপনপূর্ব্বক ব্রতধারণ করেন, তাঁহারা কি মুক্ত হইতে পারেন না” ? গুরু উত্তর করিলেন,—“তাহা হইলে সিংহ, অশ্ব, গর্দ্ধভাদিও মুক্ত।”

শিষ্য বলিলেন,—“তবে কি ধ্যানস্থ হইয়া গুহার-গহ্বরে অবস্থিত হইলেই মুক্ত হওয়া যায়” ? গুরু কহিলেন,—

"তবে মূষিক ও নকুলগণও নিত্য মুক্ত। হে বৎস, মুক্তি বাহিরের কিছু হইতে হয় না, ইহা অন্তরের বস্তু"।

"অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।"

এক শকট-চালক গো-শকট চালনা করিতেছিল, তাহার গৃহপালিত কুকুরটীও শকটের নিম্নে থাকিয়া শকটের অনুসরণ করিতেছিল। তাহার চলার সঙ্গে সঙ্গে শকট চলিতেছে দেখিয়া সে মনে করিতেছিল এই শকট সে বহন করিতেছে এবং সে না চলিলে ইহা চলিবে না।

তদ্রূপ এ সংসার যাঁর, তিনিই চালাইতেছেন ; কিন্তু জীব মনে করে যে সে-ই সংসার চালাইতেছে ! ইহা জীবের কত মূর্খতার ফল !

এক দেশের রাণীর হীরক ক্রয় করিবার বাসনা বলবতী হওয়ায় তাহা তিনি রাজাকে জ্ঞাপন করেন। রাজা রাজ্যের প্রধান হীরক বিক্রেতাকে উৎকৃষ্ট হীরক লইয়া প্রাসাদে আসিবার জন্য আদেশ করেন। হীরক বিক্রেতা রাজবাটীতে আগমন করিয়া রাণীকে হীরক দেখাইতে থাকিলে রাণী উহার মনোহররূপ দেখিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। তাহাকে প্রত্যহ দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় রাণী প্রত্যহ তাহার দ্রব্য ফেরৎ দিতেন ও পরদিন ইহা হইতে উৎকৃষ্ট দ্রব্য আনিতে বলিতেন এবং সে আসিলে তাহার সহিত নানাপ্রকার

রহস্যালাপ করিতেন। একদিন রাজা হঠাৎ অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন, দাসী সত্বর আসিয়া রাণীকে ঐ সংবাদ জ্ঞাপন করিলে রাণী অনন্যোপায় হইয়া সেই বণিক্‌কে পায়খানা ঘরে লুকাইয়া রাখিয়া রাজার সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রাজা আসিয়াই বলিলেন—"দেবি, আমি এখন পায়খানাতে যাইব শীঘ্র দাসীকে জল দিতে বল।" এই বলিয়াই রাজা সেই স্থানে গমন করিলেন। এদিকে বণিক, রাজা আসিতেছেন দেখিয়া প্রাণরক্ষার্থ সেই পায়খানার গহ্বরে ঢুকিল, কিন্তু মেথর আসিবার নীচের পথ চাবি বন্ধ থাকায় পলাইতে পারিল না। তাহার সমস্ত শরীর মল-মূত্র—লিপ্ত হইল। পর দিন মেথর ঐ স্থান পরিষ্কার করিতে আসিলে ভিতরে লোক দেখিয়া তাহাকে পদাঘাত করিয়া বাহির করিয়া দিল। বণিক দুঃখিত ও অপমানিত হইয়া বাহিরে আসিয়া স্নান এবং পঞ্চ গব্য সেবন দ্বারা বাহ্যভ্যন্তরে শুদ্ধ হইল। ইহার পর পুনরায় রাণী তাহাকে আহ্বান করিলে সে কি যায়?

তদ্রূপ এই সংসারে মূর্খ জীব বিশ্বনাথের মোহিনী মায়া শক্তির প্রণয়ে পড়িবার পর সংসারের অশেষ ক্লেশাদির স্বরূপ একবার বুঝিতে পারিলেই আর কখনও মায়ার রাজ্যে আসিয়া আবদ্ধ হইতে চাহে না।

একদা বিষ্ণু শিবকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। পরস্পরের মঙ্গল প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে শিব বলিতে লাগিলেন—"দেখ আমার সংসার মোটেই সুখের নহে। আমার দুই পুত্র কার্ত্তিক ও গণেশ সর্ব্বদাই কলহ করে; কার্ত্তিক বলে যে গণেশের বাহন ইন্দুর তাহার ময়ূরের দানা সব খাইয়া ফেলে সেই জন্য গণেশের উপর তাহার রাগ; গণেশ বলে যে ময়ূর কেবল ইন্দুরকে ঠোকরায় সেই জন্য কার্ত্তিকের উপর তাহার রাগ। এইরূপ অন্যান্য অনেক বিষয় লইয়া কার্ত্তিক ও গণেশ কলহ করে তাহাতে গৃহে বড় অশান্তি হয়"।

বিষ্ণু বলিলেন—"সংসারী হইয়া আমিও সুখী হইলাম না; সমস্ত দিনের পরিশ্রমান্তে রাত্রে ভূজঙ্গের উপর শয়ন করি, সে গুলি প্রায়ই চঞ্চল, তাহাতে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হয়; চঞ্চলা কমলাও পদসেবা করিতে করিতে হঠাৎ উঠিয়া যান; আবার লক্ষ্মী ও সরস্বতীরও কলহ হয়—একজন বলে ধনীই শ্রেষ্ঠ আর একজন বলে বিদ্বানই শ্রেষ্ঠ"।

হে হরি-জন, যখন শিব বিষ্ণুর ন্যায় মহা দেবতারাও সংসারী হইয়া সুখী হন নাই তখন তোমরা সামান্য লোক হইয়া সংসারে থাকিয়া সুখের কামনা কি করিয়া কর?

এক রাজা প্রাসাদের উপর তালায় নিদ্রামগ্ন ছিলেন। প্রাসাদের চতুর্দ্দিক প্রহরীবেষ্টিত। তিনি স্বপ্নে দেখিতেছেন—

তাহাকে শৃগালে কামড়াইয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে; তিনি কবিরাজ বাড়ীতে ঔষধের জন্য গেলে পয়সা দিতে না পারায় ঔষধ পাইলেন না। রাজা নিরুপায় হইয়া এক কর্ম্মকারের বাটীতে গমন করিয়া অনেকক্ষণ লোহা পিটিবার পর মজুরী স্বরূপ কিছু পয়সা পাইলেন এবং উহা দ্বারা ঔষধ কিনিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে সকল বিষয় স্মরণ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

তদ্বৎ এ সংসারের সুখ দুঃখাদি সকলই স্বপ্নের ন্যায়, গুরু কৃপায় তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিলে এ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়।

এক ভিক্ষুক এক সাধুর আশ্রমে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল। সাধু তাহাকে চাউল, ডাল, আটা, ঘৃত প্রভৃতি ও একটি পাত্র ও কিঞ্চিৎ পয়সা দান করিলেন। ভিক্ষুক কহিল—"মহারাজ সবই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিয়াছেন কিন্তু রন্ধন করিবার কাষ্ঠ দেন নাই কেন"? সাধু বলিলেন—"তুমি বরাবর সোজা চলিয়া যাও, কিছুদূর গেলেই কোনপ্রকারে তোমার রন্ধন কাষ্ঠ মিলিবে।" ভিক্ষুক চলিয়া যাইতে যাইতে পথে দেখিল একটী গৃহদাহ হইতেছে এবং তাহা হইতে জ্বলন্ত কাষ্ঠ শব্দ করিতে করিতে ভূমিতে পড়িতেছে। ভিক্ষুক উহা লইয়া তদ্বারা রন্ধনকরতঃ তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিয়া চলিয়া গেল।

দেখা যায় যে একজনের অমঙ্গলের দ্বারা অপরের মঙ্গল সাধিত হয়।

কুরুক্ষেত্রের অপর এক নাম "ক্রূরক্ষেত্র"। ইহার ঘটনা এই :—

এক চাষা মাঠে চাষ করিতেছিল; সে দেখিল যে জলের বাঁধের এক স্থানে ছিদ্র হইয়া অল্প অল্প জল পড়িতেছে। তাহাতে সে মনে করিল উক্ত ছিদ্র ক্রমশঃই বৃহদাকার ধারণ করিবে, তাহাতে সমস্ত জল বাহির হইয়া সমগ্র চাষের জমি জল-প্লাবিত হইয়া যাইবে এবং শস্যাদি নষ্ট হইবে ও তাহা হইতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। এমন সময় তাহার পুত্র ডাল রুটি লইয়া তাহাকে ভোজন করাইবার জন্য মাঠে আসিল। কৃষক তৎক্ষণাৎ তাহাকে গর্ত্তের ভিতর ফেলিয়া দিয়া মাটি চাপা দিতে লাগিল ছেলেটি মরিল বটে, কিন্তু জলপড়া বন্ধ হইয়া অনেকের উপকার হইল। কার্য্যান্তে কৃষক কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া হৃষ্টচিত্তে ভোজন করিবার উদোগ করিতেছে এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া কৃষকের নিকট ভোজন প্রার্থনা করিল। অতিথি সমাগত দেখিয়া কৃষক তাহাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে অর্দ্ধেক খাইতে দিল এবং নিজে বাকি অর্দ্ধেক খাইল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহার নিষ্ঠুরতা ও অতিথি সেবা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল কেন সে পুত্রকে হত্যা করিয়াছে। কৃষক বলিল যে, একপুত্র গেলে আরও পুত্র পাইতে পারিবে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ উহা না করিলে দুর্ভিক্ষ হইয়া বহুলোক মারা পড়িত। ঐ ভূমিতে নিষ্ঠুরতা ও ধর্ম্ম একাধারে রহিয়াছিল, অতএব কালে ইহা ধর্ম্ম যুদ্ধ হইবার স্থান হইয়াছিল।

কোন জন্মে সামান্য ঋণ থাকিলেও পরজন্মে যেরূপেই হউক তাহা শোধ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে একটী গল্প শুন। এক দাতা যে যাহা প্রার্থনা করিত তাহাকে তাহা দান করিতেন, এবং বলিতেন যে উহা আমি তোমাকে ঋণ হিসাবে দিলাম ; পরজন্মে উহা তোমাকে শোধ করিতে হইবে।

এই কথা শুনিয়া চারিজন চোর ঐ দাতার নিকট উপস্থিত হইল এবং দশ সহস্র মুদ্রা প্রার্থনা করিয়া তাহা পাইল। পথে যাইতে রাত্রি উপস্থিত হওয়ায় ঐ চারিজন এক কলুর বাটীর গোশালায় আশ্রয় লইল। তথায় একটী গো ও একটী মহিষ পরস্পরে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল ; চোরদের মধ্যে একজন পশু ভাষায় অভিজ্ঞ থাকায় তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিল। পশু-দ্বয়ের আলাপের মর্ম্ম এই ছিল যে গরুটী পূর্ব্বজন্মে ঐ কলুর নিকট কিঞ্চিৎ দেনা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করায় এই জন্মে গরু হইয়া সারাজীবন কলুর ঋণ শোধ করিয়া গেল। কল্য তাহার ঋণও শোধ হইবে এবং দেহ ত্যাগ হইবে। মহিষ বলিল সে এখনও কলুর নিকট একশত টাকা ধারে ও তাহা শোধ দিতে সময় লাগিবে ; কিন্তু রাজার বাটীর হাতীর নিকট সে একশত টাকা পাইত, তাহা পাইলে সে কলুর ঋণ শোধ করিয়া ঘানি টানার কষ্ট হইতে মুক্তি পাইতে পারে।

চোরেরা এ কথা শুনিয়া ভয়ে ও ভাবনায় উক্ত দশ হাজার টাকা দাতাকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য তাহার বাটীতে গেলেন এবং অকপটে সকল কথা তাহার নিকট নিবেদন করিয়া টাকা

ফেরৎ দিতে চাহিল। দাতা উহা ফেরৎ লইতে স্বীকৃত হইলেন না। তাহাতে চোরগণ বহু চিন্তা করিয়া ঐ দাতার বাটীর অনতিদূরে ঐ টাকার দ্বারা এক প্রকাণ্ড দীঘি খনন করাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে লোহার বেড়া ও একটী লোহার দরজা লাগাইল এবং তালা বন্ধ করিয়া দরজার উপর দাতার নাম এবং তাহার অনুমতি ভিন্ন জল ব্যবহার করা নিষেধ লিখিয়া দিল। চতুর্দ্দিকের লোক ঐ দীঘিতে স্নান পানার্থ আসিয়া দরজাতে ঐ লেখা দেখিয়া দাতার নিকট দরজা খুলিয়া দিবার জন্য বলিতে লাগিল। দাতা ইহাদের মিনতিতে বাধ্য হইয়া চোরদের নিকট হইতে চাবি আনিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন ও জল ব্যবহার করিতে আদেশ করিলেন। এই প্রকারে চোর চতুষ্টয় অঋণী হইয়া পশুদের বাক্যের সত্যতা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা কলুর বাটীতে গিয়া শুনিল গরুটী পরদিনই মরিয়া গিয়াছে। তাহারা কলু হইতে মহিষটী ১০০৲ একশত টাকা দিয়া কিনিয়া লইল এবং রাজবাটীতে গিয়া তাঁহার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিল। রাজা আদেশ করিলেন যে হস্তি ও মহিষে যুদ্ধ হইবে, যে জিতবে সে একশত টাকা পাইবে এবং যে হারিবে তাহার মনিবকে ঐ টাকা দিতে হইবে। যথাসময়ে যুদ্ধ আরম্ভ হইল; হাতীর আয়ু শেষ হওয়াতে মহিষের হস্তে সে প্রাণত্যাগ করিল। রাজার নিকট হইতে মহিষের পক্ষে চোরেরা ১০০৲ একশত টাকা পাইল। ইহাতে মহিষ পরম্পরা

ক্রমে কলুর ঋণ মুক্ত হওয়ায় অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিয়া কষ্ট হইতে মুক্ত হইল।

একদিন পার্ব্বতী মহাদেবকে বলিলেন—"দেব, তোমার কি ন্যায় বিচার! যে ভক্ত সারা দিবস তোমার নাম করে তাহার অন্নের সংস্থান হওয়া দুষ্কর, আর যে ব্যক্তি ভ্রমেও তোমার নাম উচ্চারণ করে না, তাহাকে তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি করিয়াছ" মহাদেব কহিলেন—"দেবি, মন্দ কর্ম্মের শেষ ফল মন্দ এবং সৎকর্ম্মের শেষ ফল মঙ্গলজনক ইহা নিশ্চয়ই জানিবে। যে এখন বিষয়মদে মত্ত, পরিণাম তাহার ভীষণ; কিন্তু ভক্ত আপাততঃ দুঃখ ভোগ করে ইহা দৃষ্ট হইলেও শেষে প্রভূত মঙ্গল হইবে"।

এই বিষয় প্রত্যক্ষ দেখাইবার নিমিত্ত শিব ও দুর্গা নরনারী বেশে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া এক বড়লোকের বাটীর নিকট গেলেন। শিব দূর হইতে বৃদ্ধ ভিক্ষুকের বেশে ধনীর বাটীর নিকট গিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করাতে ধনী তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিবার জন্য হুকুম দিলেন। কিছুপরে পার্ব্বতী সুন্দরী নারীরূপ ধারণ করিয়া দর্শন দিতেই ধনীর মন টলিল এবং আদরের সহিত তাহাকে ভিতরে আনিবার জন্য তিনি দারোয়ানকে হুকুম দিলেন। ইহা শুনিয়াই পার্ব্বতী ফিরিয়া মহাদেবের নিকট চলিয়া আসিলেন। তাঁহারা উভয়ে পুনরায় এক ভক্তের বাটীতে

উপস্থিত হইলেন, এবং অতিথি বলিয়া প্রকাশ করায় গৃহস্থের অন্ধ মাতা তাঁহাদিগকে বসিতে আসন ও পদ-প্রক্ষালনের জল দিলেন। গৃহে খাদ্য কিম্বা পয়সা না থাকায় ঐ অন্ধনারী মিঠাইর দোকান হইতে কিছু মিষ্ট দ্রব্য ধারে আনিতে গেল ; ঐ দিন একাদশী তিথি থাকায় ময়রা পয়সা না লইয়া কিছু মিষ্ট সামগ্রী তাহাকে দান করিল। অন্ধনারী তাহার দ্বারা শিব ও দুর্গাকে জামাতা ও কন্যা সম্বোধন করিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে পরিত্যক্ত প্রসাদের কিছু অংশ অন্ধনারী আহার করিলেন এবং আহার মাত্রই প্রাণ ত্যাগ করিলেন ; এই খবর রাজকর্ম্মচারীগণ জানিতে পারিয়া ময়রাকে বিষান্নদানের অপরাধে কয়েদ করিল এবং অবশিষ্ট প্রসাদ পাত্রসহ মৃত্তিকায় পুতিয়া ফেলিল। নিকটে দুইজন দরিদ্র বাস করিত, অন্ন বস্ত্রের কষ্ট পাওয়ায় তাহারা ঐ বিযাক্ত প্রসাদ ভক্ষণে প্রাণত্যাগের ইচ্ছা করিয়া মাটি হইতে তাহা উঠাইয়া খাইল এবং ভোজনমাত্রই উভয়ের দিব্য জ্ঞান হইল। ইহাদের চেষ্টায় পরে ময়রা কারামুক্ত হইল। ভক্তের বাটীতে ক্রমে শিবদুর্গার মন্দির নির্ম্মিত হইল ও ভক্তের যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল।

এদিকে ধনীর অট্টালিকা কালে ধুলিসাৎ হইল এবং ঐ স্থান নির্জ্জন পাইয়া লোক তথায় মলমূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। দারোয়ান নিঃশক্তি হইয়া বহুদিন পড়িয়াছিল,

পক্ষী আদি তাহার চোখ ঠোকরাইত পার্ব্বতী এসব দেখিয়া মহাদেবকে কহিলেন—"দেখ, সেই ধনীর কি অবস্থা হইল তাহা দেখিতে চাই"। মহাদেব কহিলেন—"সে বড় কষ্টকর দৃশ্য, তাহা দেখিতে ইচ্ছা করিও না"।

একজন সঙ্কল্প করিয়াছিল যে সে ভূমণ্ডলের সমুদয় তীর্থ-জলে স্নান করিবে, সমুদয় পৃথিবী দান করিবে, সমুদয় দেবতা একত্রে পূজা করিবে, সুচারুরূপে সহস্র যজ্ঞ সম্পন্ন করিবে ; এই সকল করিয়া নিজ পিতৃগণকে সমগ্র পৃথিবীর পূজ্য করিবে।

সাধারণ জীবের পক্ষে এই প্রকার সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়ার কোনও উপায় আছে কি ?

আছে। যথার্থ শ্রদ্ধাবান্ নরের পক্ষে অসম্ভব কিছু নহে ! ব্রহ্মবিৎ সাধুগণ সর্ব্ব তীর্থে স্নান করেন। তাঁহাদের চরণামৃত মস্তকে ধারণ করিলে, সর্ব্বতীর্থে স্নান করা অপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়। জীবগণের নিজ নিজ শরীরই নিজ নিজ জগৎ ; শ্রীগুরু মূর্ত্তির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত দ্বারা নিজ শরীর তাঁহাকে অর্পণ করিলেই সমগ্র পৃথিবী দান করা হইবে। শ্রীগুরুতে সর্ব্ব দেবের বসতি স্থল, অতএব একমাত্র শ্রীগুরুদেবের পূজা করিলেই সর্ব্ব দেবপূজা করা হয়। যথার্থ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি সাধু দর্শনেচ্ছু হইয়া গমনকালে প্রতি পদক্ষেপেই কোটী অশ্বমেধ যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়। আর যথার্থ

শুদ্ধচিত্ত ও শ্রদ্ধা-বৈরাগ্যবান প্রেমিক পুরুষের পুণ্যে তাহার পিতৃগণ সর্ব্ব কালে সর্ব্বলোকে মাননীয় হন।

অতএব যথার্থ শ্রদ্ধাবান্ বিরাগী ভক্ত একমাত্র ব্রহ্মবিৎ-সাধু সেবায় উক্ত সমস্ত ফলই পায়।

এক বণিক কোন কর্ম্মবশে একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাওয়ার আবশ্যক হওয়ায় অশ্বপৃষ্ঠে তাহার বহুমূল্যবান্ অলঙ্কারাদি স্থাপন করিয়া, ভৃত্যকে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য সঙ্গে লইয়া যায়। ভৃত্যকে ঐ দ্রব্য রক্ষার বিষয়ে কোনও উপদেশ দিয়াছিল না। গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া বণিক দেখিল, অশ্বপৃষ্ঠে জিনিষগুলি নাই। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিল যে, পথের মধ্যে ঐ গুলি পড়িয়া গিয়াছে। তখন বণিক জিজ্ঞাসা করিল, কেন সে ঐ, গুলি পড়িয়া যাইতে দেখিয়া, পুনঃ যথাস্থানে রক্ষা করে নাই। তাহাতে ভৃত্যটী বলিল যে, সে ঐ গুলি পড়িবার সময় বেশ করিয়া দেখিয়াছিল, কিন্তু রক্ষা করিবার বিষয়ে উপদেশ না থাকায় সে কিছু করে নাই। বণিক বুঝিল যে ভৃত্যটী নিতান্ত মূর্খ, তাহাকে উপদেশ না করিয়া অন্যায়ই করিয়াছি।

পুনঃ একবার অন্যত্র যাইবার সময় ভৃত্যকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিল যে, যেন ঘোড়ার সঙ্গীয় কোনও জিনিষ পথে ফেলিয়া না যায়। ভৃত্য তথাস্তু বলিয়া সঙ্গে চলিল। পথে অশ্ব মলত্যাগ করিতে দেখিয়া ভৃত্যের মনে মনিবের

উপদেশ স্মরণ হওয়ায় সমস্ত অশ্ব-মল যত্নে গাঁটরী বান্ধিয়া সঙ্গে করিয়া গন্তব্য স্থানে গেল। বণিক তখন ভৃত্যকে গাঁটরী বহিয়া আনিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, গাঁটরীতে কি আনিয়াছে। ভৃত্য বলিল যে, অশ্ব যে জিনিষ আহার করিয়াছিল তাহা মনিবের জিনিষ, সুতরাং অশ্ব ফেলিয়া দিলেও ভৃত্যের তাহা সংগ্রহ করিয়া আনা উচিত, এই জন্যই সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি।

জগতের যাবতীয় মনুষ্য এইরূপ অমূল্য পরমাত্মরত্ন হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া, নিতান্ত বিমূঢ়ভাবে অতি নিন্দনীয় রেতঃ ও রক্তের পরিণামভূত শরীর ও পুত্র কলত্রাদিতে অনুরক্ত হয়।

এক বনে এক ব্যাঘ্র বহুপশু প্রত্যহ শীকার করিতে আরম্ভ করায় বনস্থ পশুদের সহিত তাহার এইরূপ ব্যবস্থা হইল যে, প্রত্যহ একটী পশু ব্যাঘ্রের নিকট খাদ্যরূপে উপস্থিত হইবে। সেই ব্যবস্থামত একদিন এক শিয়ালের পালা আসে। শিয়াল ব্যাঘ্রের বধের উপায় চিন্তা করিতে করিতে দিন অবসান করিয়া শেষ বেলায় ব্যাঘ্রের নিকট উপস্থিত হইলে তাহার ক্রোধ দেখিয়া বলিতে লাগিল,—"প্রভু, আমার অপরাধ নাই, আমি বহু পূর্ব্বেই উপস্থিত হইতাম; কিন্তু পথি মধ্যে অপর এক ব্যাঘ্র আপনার বিষয় আমার মুখে শুনিয়াই আপনার শক্তির নিন্দা করিয়া কহিল যে, সে-ই

এই বনের রাজা অতএব আমি তাহারই আহার্য্য। ইহা শুনিয়া আমি বহু কৌশলে পলাইয়া আসিয়াছি।” ব্যাঘ্র শৃগালের মুখে ঐ বাক্য শুনিয়া বলিল,—“সেই দুরাত্মাকে দেখাইয়া দে। আমি শীঘ্রই তাহার শাস্তি বিধান করিতেছি।” তখন শৃগাল এক জলপূর্ণ কূপের নিকট ব্যাঘ্রকে নিয়া বলিল যে, এই গহ্বরে সেই ব্যাঘ্র পলাইয়া রহিয়াছে। ব্যাঘ্র কূপের মধ্যে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিয়া ও নিজ গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি শুনিয়া অপর ব্যাঘ্র তন্মধ্যে আছে বিশ্বাস করতঃ আক্রমণজন্য ঐ গভীর কূপের মধ্যে ঝম্প দিয়া পড়িল ও মরিল।

তদ্রূপ এই দৃশ্যমান জগৎ মায়াকূপেতে পরমাত্মার প্রতিবিম্বস্বরূপ। যাহারা ভেদ জ্ঞান করিয়া বাহ্য বিষয়ে রাগ দ্বেষ বিষয়ে রাগ দ্বেষাদিতে আবদ্ধ হয়, তাহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় অজ্ঞান-শৃগাল কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া, অবশেষে মোহকূপে পতিত হইয়া আত্মঘাতী হয়।